হেনরি ফিল্ডিঙের

টম জোনস

রূপান্তরঃ কাজী শাহনূর হোসেন

সবা প্রকাশনা
শ্যামল

Visit www.banglapdf.net For
More Exclusive, High Quality,
Water-mark less
E-books.

Please Give Us Some Credit
When You Share Our Books.

And Don't Remove This
Page. Thank You.

-SHAMOL

অনুবাদ

হেনরি ফিল্ডিঙের

টম জোনস

রূপান্তর: কাজী শাহনূর হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-3158-X

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

TOM JONES
HENRY FIELDING
Trans by: Qazi Shahnoor Husain

সাতাশ টাকা

টম জোনস

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি অনুবাদ

মারিয়ো পুজো: গড ফাদার-১,২ (একত্রে), গড ফাদার-৩,৪ (একত্রে)।

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড: শী, রিটার্ন অভ শী।

কেন ফলেট: আততায়ী-১, আততায়ী-২।

স্টুয়ার্ট ক্লোয়েট: অভিশাপ।

পি. জি. ওডহাউস: থ্যাঙ্ক ইউ, জীভ্‌স্‌।

অ্যানড্রু গীয়ার: মৃত্যুঞ্জয়-১, মৃত্যুঞ্জয়-২।

হারমান মেলভিল: মবি ডিক।

অ্যালান পো: অ্যালান পো-র গল্প।

ওয়েলম্যান: দি আয়রণ মিস্ট্রেস-২, দি আয়রণ মিস্ট্রেস-৩।

স্তানস্লাভ লেভচেঙ্কো: আমি ছিলাম কেজিবির লোক।

নিকোলাস গেজ: ইলেনি।

এরিক মারিয়া রেমার্ক: থ্রী কমরেডস (১,২ একত্রে), স্বপ্ন মৃত্যু ভালবাসা, দ্য ব্ল্যাক অবিলিস্ক।

জুল ভার্ন: আশিদিনে বিশ্বভ্রমণ, কানপুরের বিভীষিকা, প্রপেলার আইল্যান্ড, লাইট হাউজ, ক্লিপার অভ দ্য ক্লাউড্‌স্‌, স্কুল ফর রবিনসন্স, আ ড্রামা ইন লিভোনিয়া।

ভিক্টোরিয়া হল্ট: স্বপ্নসখা।

ভিক্টর হুগো: হ্যাঞ্চ ব্যাক অভ নটর ডেম

জন স্টেইনবেক: দ্য গ্রেপস অভ র‍্যাথ।

টমাস হার্ডি: জুড দ্য অবস্কিওর।

ডি. এইচ. লরেন্স: সান্স এ… ভার্স

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

এক

ইংল্যান্ডের সমারসেটে বাস করেন মি. অলওয়ার্দি নামে এক ভদ্রলোক। স্রষ্টার অকৃপণ দানে ধন্য তিনি। যেমন তাঁর অটুট স্বাস্থ্য, তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধি, দয়ালু হৃদয়, তেমনি তাঁর অঢেল সম্পদ। সে অঞ্চলের ধনী জমিদারদের একজন তিনি।

যৌবনে সুন্দরী, সচ্চরিত্রা এক মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন ভদ্রলোক। তিনটি সন্তান হয় তাঁদের। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ছেলেবেলাতেই মৃত্যু ঘটে বাচ্চাগুলোর। এ কাহিনী শুরুর পাঁচ বছর আগে স্ত্রীকেও হারান ভদ্রলোক। মি. অলওয়ার্দি এখনও ভালবাসেন সহধর্মিণীকে। প্রায়ই বলেন, স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি।

গাঁয়ে তাঁর বোন মিস ব্রিজেট অলওয়ার্দির সঙ্গে বাস করেন মি. অলওয়ার্দি। মিস ব্রিজেটের বয়স ত্রিশ পেরিয়েছে। ভদ্রমহিলা ভাল মানুষ। সুন্দরী নন বলে খোদাকে প্রায়ই ধন্যবাদ দেন তিনি কেননা, তাঁর বিশ্বাস, রূপ-সৌন্দর্য নারীদের কুপথে চালিত করে

পাঠক হয়তো ভাবছেন, মি. অলওয়ার্দি যখন এমন বিপুল

বিষয়-সম্পত্তির মালিক, উদার হৃদয় আর একাকী মানুষ, নিশ্চয়ই তিনি সৎ জীবন-যাপন করেন, গরীব মানুষদের দান-ধ্যান করেন, হাসপাতাল বানিয়েছেন, তাই না? হ্যাঁ, এ ধরনের সমাজ সেবা তিনি বিস্তর করেছেন, কিন্তু আজকের কাহিনীর বিষয়বস্তু তা নয়। অভিনব এক ঘটনা ঘটে গিয়েছিল তাঁর জীবনে। সে কথাতেই আসছি।

এক সন্ধ্যেবেলা, ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরে এসেছেন তিনি। ব্যবসার কাজে বেশ কয়েক মাস লন্ডনে ছিলেন। বোনের সঙ্গে বসে হালকা সাপারের পর শুতে গেলেন তিনি। তবে তার আগে হাঁটু গেড়ে বসে খোদার কাছে প্রার্থনা সেরে নিলেন। তারপর শোবেন বলে বিছানার চাদর টেনে সরালেন। পরক্ষণে অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করলেন, তাঁর বিছানায় অঘোরে ঘুমোচ্ছে ফুটফুটে এক শিশু। নিষ্পাপ বাচ্চাটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন ক'মুহূর্ত, তারপর ঘণ্টি বাজালেন। পুরানো, বয়স্কা হাউজকীপার মিসেস ডেবোরা উইলকিন্সকে তলব করেছেন।

বাচ্চাটিকে দেখামাত্র চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস উইলকিন্স, 'হায়, খোদা! এ কি?'

রাতের জন্যে বাচ্চাটির যত্ন নিতে বললেন মনিব হাউজকীপারকে। সকালে নার্সের ব্যবস্থা করবেন জানালেন।

'হ্যাঁ, স্যার,' বললেন মিসেস উইলকিন্স, 'আর সেই সঙ্গে এর রাক্ষুসী মা-টাকেও জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন কিন্তু।'

'বাচ্চাটাকে এখানে রেখে গিয়ে, ডেবোরা,' বললেন মি.

অলওয়ার্দি, 'বেচারী আসলে ওর উপকারই করেছে একটা ভাল জায়গায় বাচ্চার হিল্লে করে দিয়ে গেছে মেরে-টেরে যে ফেলেনি তাই হাজার শোকর।'

'কিন্তু, স্যার,' মিসেস উইলকিন্স ছাড়ার পাত্রী নন 'আপনি কেন শুধু শুধু একটা বেওয়ারিশ বাচ্চার ভার নেবেন? একটা ঝুড়িতে ভরে একে গির্জার দরজায় রেখে আসি না কেন? আপনি একে পাললে লোকে নানা কথা রটাবে, বলবে এটা আপনারই সন্তান।'

মি. অলওয়ার্দি তাঁর কথা কানে তুললেন না। মিষ্টি বাচ্চাটার হাতে এখনও তাঁর একটা আঙুল। কোমল হাসি ছড়িয়ে পড়েছে ভদ্রলোকের মুখে। কাজেই হাউজকীপারকে বাচ্চাটিকে তাঁর কামরায় নিয়ে যেতে হলো, আর মি. অলওয়ার্দি বিছানায় সটান হয়ে সারা রাত ঘুমিয়ে পার করলেন।

এক পাহাড়ের ওপর মি. অলওয়ার্দির বাড়িটা। নিচে উপত্যকার অপরূপ শোভা দৃশ্যমান হয় এখান থেকে। উপত্যকার ডান পাশে এক গুচ্ছ গ্রাম, আর বাঁ দিকে বিশাল এক পার্ক। পার্কের ওপাশে, ভূ-প্রকৃতি ক্রমান্বয়ে উঁচু হয়ে বনজ পাহাড় সারিতে রূপ নিয়েছে; মেঘ ছাড়িয়ে মাথা তুলেছে পাহাড়ের চূড়াগুলো।

খুবই মনোরম মি. অলওয়ার্দির বাসস্থানের পরিবেশ। চারপাশে চমৎকার বাগান দিয়ে ঘেরা বাড়িটা। বাগানে প্রাচীন ওক গাছ আছে প্রচুর, আর আছে একটা জলপ্রবাহ। পাহাড়ের তলদেশে এক হ্রদের পানিতে গিয়ে মিশেছে ওটা। বাড়ির

সামনের দিকের যে কোন কামরা থেকে হ্রদটা দেখা যায়। আর সে সঙ্গে চোখে পড়ে একটা নদী। বনভূমি ও মাঠ-ময়দানের বুক চিরে এঁকেবেঁকে বেশ ক'মাইল পাড়ি দিয়েছে, মিশেছে গিয়ে সেই সাগরে।

সময়টা মে মাসের মাঝামাঝি। মি. অলওয়ার্দি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয়ের অনিন্দ্য সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন, এসময় তাঁর বোন ঘন্টি বাজিয়ে নাস্তা খেতে ডাকলেন।

মিস ব্রিজেটের চা ঢালা হতে, মি. অলওয়ার্দি বললেন, 'তোর জন্যে একটা উপহার আছে।'

ভাইকে ধন্যবাদ দিলেন মহিলা। এ তো নতুন কথা নয়। প্রায়ই বোনের জন্যে নতুন নতুন পোশাক কিংবা অলঙ্কার নিয়ে আসেন মি. অলওয়ার্দি। কিন্তু ভদ্রলোক আজ যখন বাচ্চাটিকে হাজির করলেন, কেমন হলো তাঁর বোনের মুখের ভাব বুঝতেই পারছেন।

মিস ব্রিজেট বাধা না দিয়ে বড় ভাইয়ের মুখে পুরোটা বৃত্তান্ত শুনলেন। মি. অলওয়ার্দি এই বলে শেষ করলেন, বাচ্চাটিকে তিনি নিজের সন্তানের মত করে পেলেপুষে মানুষ করবেন।

মিস ব্রিজেট সহৃদয় দৃষ্টিতে বাচ্চাটিকে খানিকক্ষণ লক্ষ করে, ভাইয়ের উদারতার তারিফ করলেন। তাঁর ভাই সত্যিই বড় মাপের মানুষ। তবে বাচ্চাটির অচেনা মার উদ্দেশে গায়ের ঝাল ঝাড়তে ছাড়লেন না মহিলা। তাঁর যাবতীয় গালি-গালাজের ভাণ্ডার উজাড় করে দিলেন। বাড়ির লোককে মানানো তো গেল, এর পরের ধাপ হচ্ছে বাচ্চার মা কে সেটি বের করা। মি. অলওয়ার্দি

হাউজকীপারের ওপর এ দায়িত্বটা চাপালেন, আর বাচ্চার ভার বোনের ওপর দিয়ে তখনকার মত বিদায় নিলেন।

মিসেস উইলকিন্স মিস ব্রিজেটের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে চাইলেন। মহিলা কি ভাইয়ের সঙ্গে সত্যি সত্যি একমত? মিসেস উইলকিন্সের কোলে ঘুমিয়ে কাদা অবুঝ শিশুটা। তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে অবশেষে বড় করে একটা চুমো খেলেন মিস ব্রিজেট, শতমুখে ওর নিষ্পাপ সৌন্দর্যের প্রশংসা করলেন। মিসেস উইলকিন্স এ দৃশ্য দেখার পর নিজেও বাচ্চাটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেতে লাগলেন। 'কী সুন্দর না বাচ্চাটা? কী ফুটফুটে দেখেছেন? এত সুন্দর বাচ্চা সহজে চোখে পড়ে না!' বলে চললেন।

মিস ব্রিজেট এবার কাজের লোকেদের নির্দেশ দিলেন, বাচ্চার জন্যে চমৎকার একটা কামরা গোছগাছ করতে। শুধু তাই নয়, বাচ্চার জন্যে যা যা লাগে সব কিছুর ব্যবস্থা করতেও বললেন। এমনই উদারতার সঙ্গে বাচ্চাটিকে গ্রহণ করেছেন মহিলা এটি যেন তাঁরই গর্ভের সন্তান।

বেলা গড়ালে পরে, মিসেস উইলকিন্স কাছের গাঁয়ে গেলেন বেওয়ারিশ বাচ্চাটির সম্পর্কে খোঁজ-খবর করতে। মহিলা শীঘ্রিই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, এই বাচ্চার সম্ভাব্য মা হচ্ছে জেনি জোনস।

জেনি জোনস গাঁয়ের এক গরীব ঘরের যুবতী মেয়ে। স্কুলশিক্ষক ও তার স্ত্রীর পরিবারে বেশ কয়েক বছর যাবৎ কাজ করছে সে। বেশ চটপটে মেয়ে জেনি। শরীরে যৌবন প্রবল। ফলে, ওকে পড়াশোনা শিখতে সাহায্য করতে কেউ

মনিব। খানিকটা বিদ্যা পেটে পড়তে দেখা গেল মাটিতে আর পা পড়ে না মেয়ের। গাঁয়ের লোকেদের প্রতি এমনই পাল্টে গেল তার ব্যবহার, পড়শীরা ঘৃণা করতে শুরু করল ওকে।

মি. অলওয়ার্দির বাড়িতে প্রায়ই আসা-যাওয়া করত জেনি। মিস ব্রিজেটের সম্প্রতি যখন শরীর খারাপ হয় তখন ও-ই রাতের পর রাত জেগে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করে। মি. অলওয়ার্দি যেদিন সন্ধ্যেয় লন্ডন থেকে ফিরলেন, সেদিন বিকেলে জেনিকে ও বাড়িতে মিসেস উইলকিন্সও দেখেছেন। শশব্যস্তে বাড়ি ফিরে চললেন হাউজকীপার মি. অলওয়ার্দিকে সন্দেহের কথাটা জানাতে।

জেনিকে বাড়িতে ডেকে পাঠালেন মি. অলওয়ার্দি। বিনাবাক্যব্যয়ে বাচ্চার মাতৃত্ব স্বীকার করে নিল জেনি, কিন্তু বাচ্চার বাবার নাম সে কিছুতেই বলবে না।

'আমার অসহায় বাচ্চাটাকে আপনি ঠাঁই দিয়েছেন সেজন্যে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই, স্যার,' বলল ও। 'দেখবেন ও চিরদিন আপনার বাধ্য থাকবে। কিন্তু দোহাই লাগে, স্যার, বাচ্চার বাপের নাম জিজ্ঞেস করবেন না। আমি খোদার নামে শপথ করেছি কাউকে তার নাম বলব না। কিন্তু আপনাকে কথা দিলাম, একদিন না একদিন ঠিকই জানতে পারবেন। আর একটা কথা, স্যার, গাঁয়ের লোকে নানা কথা বলছে, ওখানে আর তিষ্ঠাতে পারছি না যদি আপনি একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিতেন–'

মি অলওয়ার্দি জেনির কথা বর্ণে বর্ণে বিশ্বাস করলেন। চাইলে বেওয়ারিশ বাচ্চা ফেলে যাওয়ার দায়ে ওকে জেলখানায় পাঠাতে পারতেন কিন্তু তার বদলে কথা দিলেন, মেয়েটির

সুযোগ-সুবিধার দিকে তিনি লক্ষ রাখবেন।

'কপাল আর কাকে বলে!' ব্যাপারটা জানাজানি হলে জনৈক প্রতিবেশী মন্তব্য করল। 'বুঝলে না, বড়লোকের খেয়াল!' ফোড়ন কাটল আরেকজন। 'হুঁ, হবে না,' তৃতীয়জন বলে উঠল। 'মেয়ে তো বিদ্যার জাহাজ!'

শীঘ্রিই মি. অলওয়ার্দির তত্ত্বাবধানে গাঁ ত্যাগ করল জেনি। এবার ডাল-পালা মেলল গুজব। গাঁবাসীর বিশ্বাস জন্মাল, বাচ্চার বাবা মি. অলওয়ার্দি না হয়ে যান না। আহা রে, জেনি জোনসের জন্যে অনেকের দরদ উথলে উঠল। কেমন নিষ্ঠুর মানুষ মি. অলওয়ার্দি, বলল কেউ কেউ, মেয়েটির সর্বস্ব লুটেপুটে নিয়ে কিনা গাঁ-ছাড়া করে দিলেন? মি. অলওয়ার্দি কিন্তু এসব কথায় কান দিলেন না। তিনি মন দিলেন পড়ে পাওয়া বাচ্চাটিকে মানুষ করার কাজে। ভদ্রলোক নিজের নামে নাম রাখলেন ওর 'টমাস'।

পাঠক, আমরা আপাতত জেনি জোনস ও টম জোনসের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলার আছে কিনা

দুই

মি. অলওয়ার্দি খোলা মনের মানুষ। তাঁর বাড়ির দরজা সবার

জন্যে অবারিত। বিশেষ করে শিক্ষিত মানুষ হলে তো কথাই নেই। ওঁর নিজের যদিও সুশিক্ষা লাভের সুযোগ হয়নি, তবে এ ঘাটতি তিনি পুষিয়ে নিয়েছেন প্রচুর পড়াশোনা আর বিস্তর জ্ঞানগর্ভ আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে। যে কোন সুশিক্ষিত ব্যক্তি যখন খুশি তাঁর দেখা পেতে পারে। এ সুযোগ তিনি সবাইকে দিয়ে রেখেছেন।

তাঁর বাড়িতে এমনি এক অতিথি ক্যাপ্টেন ব্লিফিল। পঁয়ত্রিশের আশপাশে বয়স। সুশিক্ষিত ভদ্রলোকটি রাজার সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন, তবে সম্প্রতি চাকরি ছেড়ে দিয়ে সমারসেটে চলে এসেছেন নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপনের উদ্দেশে। বাইবেলে ভারী আগ্রহ তাঁর।

মিস ব্রিজেট ধর্মীয় বহু বই পড়েছেন। এ বিষয়ে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে প্রায়ই আলোচনা হয় তাঁর। ক্যাপ্টেন ভদ্রমহিলার অন্তরের শুদ্ধতার পরিচয় পেয়ে রীতিমত মুগ্ধ। এক সময় টের পেলেন মিস ব্রিজেটের প্রেমে পড়ে যাচ্ছেন তিনি।

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, প্রেম কোন জাতি-ধর্ম-বয়স মানে না। আর মিস ব্রিজেটের এখন যে বয়স, এ পরিণত বয়সে ভালবাসা হয় জোরাল ও অবিচল। ক্যাপ্টেন দেখতে শুনতে যে এমন কিছু আহামরি তা নয়। বিশালদেহী মানুষ তিনি, চোখ অবধি কালো দাড়িতে ঢাকা। আসলে তাঁর বাচনভঙ্গি মন কেড়ে নিয়েছে মিস ব্রিজেটের।

ক্যাপ্টেন তাঁর প্রতি মহিলার অনুরাগ টের পেতে আরও উৎসাহী হয়ে উঠলেন। সোজা কথা, ইতোমধ্যেই তিনি মি.

অলওয়ার্দির প্রেমে পড়ে গেছেন। মানে তাঁর বাড়ি, বাগান, গাঁ আর খামারগুলোর প্রেমে আরকি। মিস ব্রিজেট দেখতে ভাল না, কিন্তু মি. অলওয়ার্দির যেহেতু কোন সন্তান নেই, কাজেই ক্যাপ্টেনেরও কোন আপত্তি নেই। মিস ব্রিজেট পৃথিবীর কুৎসিততম নারী হলেও তিনি তাঁকে বিয়ে করতে প্রস্তুত আছেন। এবং এক মাসের মধ্যে শুভ কাজটা সেরেও ফেললেন।

মি. অলওয়ার্দি বাধা দিলেন না। 'আমার বোন আমার চাইতে অনেক ছোট,' ভাবলেন তিনি, 'কিন্তু ভাল-মন্দ বোঝার বয়স তার হয়েছে। ক্যাপ্টেন ভদ্র ঘরের ছেলে। টাকা-পয়সা কম থাকতে পারে, কিন্তু বংশ মর্যাদা আছে। কোন সন্দেহ নেই ওরা একে অন্যকে ভালবাসে, আর বিয়ের ভিত্তিই তো হলো ভালবাসা।'

পাঠক, এটি গল্পের বই—সংবাদপত্র নয়। কোন খবর থাকুক আর না-ই থাকুক, একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক শব্দ এতে থাকতেই হবে এমন কোন কথা নেই। আগামী কয়েকটি পৃষ্ঠায় আপনারা কেবল জরুরী বিষয়গুলো জানতে পারবেন। কাজেই, যদি দেখেন সময় মাঝে মধ্যে থমকে দাঁড়াচ্ছে, আবার কখনও বা পাখির মত উড়াল দিয়ে চলে যাচ্ছে তবে দয়া করে অবাক হবেন না। আমরা এখন উড়াল দিতে চলেছি। ক্যাপ্টেন ও তাঁর স্ত্রীর একটি ফুটফুটে ছেলে হয়েছে।

প্রিয় বোনের বাচ্চা হওয়াতে ভারী খুশি হয়েছেন মি. অলওয়ার্দি। কিন্তু তাই বলে সেই পড়ে-পাওয়া ছেলেটির কথাও তিনি ভুলে যাননি। আর ভুলবেনই বা কেমন করে, তিনি তো

ওকে পোষ্য নিয়েছেন। রোজ একবার করে হলেও টমকে দেখতে তার ঘরে যাওয়া চাই ভদ্রলোকের।

মি. অলওয়ার্দি বোনকে বললেন দুটি ছেলেকে একসঙ্গে মানুষ করতে। কেউ যেন নিজেকে বড় কিংবা ছোট মনে না করে। মিসেস ব্লিফিল অর্থাৎ সাবেক মিস ব্রিজেট দ্বিমত করলেন না। কিন্তু বেঁকে বসলেন ক্যাপ্টেন ব্লিফিল। সুযোগ পেলেই বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি শোনাতে লাগলেন তিনি সম্বন্ধীকে। ওতে নাকি লেখা আছে জারজ সন্তানদের শাস্তি দেয়া হবে। মি. অলওয়ার্দি ওসব কথা শোনার মানুষই নন। তাঁর বক্তব্য সোজা-সাপ্টা। মা-বাপ দোষী হতে পারে, কিন্তু সন্তানের কি অপরাধ? খোদা নিশ্চয়ই নিষ্পাপ শিশুদের শাস্তি দিতে পারেন না।

ক্যাপ্টেন ব্লিফিল ছোট্ট টমের প্রতি সম্বন্ধীর ভালবাসা দেখে হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরেন, কিন্তু কিছু করতে পারেন না। আর এই ফাঁকে মিসেস উইলকিন্স এক মহা আবিষ্কার করে বসলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, টমের বাবার নাম তিনি জানেন।

আমার পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে, জেনি জোনস জনৈক স্কুলশিক্ষকের বাড়িতে ক'বছর কাজ করেছিল। লোকটির নাম পারট্রিজ। হাসি-খুশি, রসিক মানুষ। কিন্তু তার স্ত্রী ঠিক তার উল্টো। হয়তো বাচ্চা-কাচ্চা হয় না বলে। নয় বছর ধরে সংসার করছে পারট্রিজ দম্পতি, এখনও তাদের ছেলে-মেয়ে হয়নি।

মিসেস পারট্রিজ জেনি জোনসকে চাকরানী ঠিক করেছিল তার সাদামাঠা চেহারা দেখে। জেনি লক্ষ্মী মেয়ের মত চার চারটে বছর

কাটিয়ে দিয়েছে তার বাড়িতে। মন দিয়ে কাজ করেছে আর মি. পারট্রিজের কাছে লাতিন শিক্ষার পাঠ নিয়েছে।

এরপর একদিন, মিসেস পারট্রিজ দেখে কি জেনি তার স্বামীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে বসে ভারী মন দিয়ে পড়াশোনা করছে। অমনি সন্দেহ বাতিক মাথা চাড়া দিল মিসেসের। মাথার মধ্যে চালু হয়ে গেল নানান উদ্ভট চিন্তা-ভাবনা। বিন্দু বিন্দু সন্দেহ জুড়ে সিন্ধু রচনা করে ফেলল সে। তারপর যা হয় আরকি, মেজাজ খুইয়ে একদিন জেনিকে বের করে দিল বাড়ি থেকে।

মি. পারট্রিজ বেজায় ভয় পায় স্ত্রীকে। মুখে একদম তালা মেরে রাখল সে। ফলে, শীঘ্রিই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো বাড়িতে। মিসেস পারট্রিজ স্বামীকে খুব ভালবাসে, এবং ঘটনাটার কথা হয়তো সে ভুলেই যেত, কিন্তু ফেঁকড়া বাধল ক'মাস পর। জেনিকে নিয়ে গাঁয়ের লোকজনের কানাঘুষা শুনে ফেলল সে।

'এটা নিয়ে দু'দুটো জারজ বাচ্চা পেটে ধরেছে ও,' বলাবলি করছে তারা। 'ওর নাগর এখানকার লোক না হয়ে যায় না। কারণ ও গ্রাম ছেড়েছে ন'মাসও তো হয়নি।'

মিসেস পারট্রিজ মনে বড্ড দাগা পেল, তার সমস্ত ঈর্ষা ফিরে এল মুহূর্তে। তাও ভাল, জেনির প্রথম বাচ্চাটিকে নিয়ে স্বামীকে সে সময় সন্দেহ করেনি মহিলা। বলা উচিত সন্দেহ করার আসলে অবকাশ পায়নি। স্বামীর সঙ্গে জেনির ঘনিষ্ঠতা তো দেখল এই কিছুদিন আগে। স্বামীর অপরাধ সম্পর্কে তিলমাত্র সন্দেহ রইল না তার, সোজা এসে উঠল বাড়িতে। বলাইবাহুল্য, তারপর বাধল তুমুল এক সংঘর্ষ। মিসেস পারট্রিজ স্বামীর ওপর জিভ,

দাঁত ও দু'খানা হাত সম্বল করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পারট্রিজ পুতুলবৎ দাঁড়িয়ে থাকলেও, শিগ্‌গিরই রক্তাক্ত হলো দু'জনেরই শরীর। পড়শীরা এল গোলমাল শুনে। তারা সব দেখে-টেখে সিদ্ধান্ত টানল, পারট্রিজ তার নিরীহ স্ত্রীকে বেদম মারধর করেছে।

নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ল এই যুদ্ধের খবর। কেউ বলে অমুক কারণে লড়াই বেধেছিল, কেউ বলে তমুক। আসল কারণটা জানতে মেলা সময় লেগে গেল মিসেস উইলকিন্সের। জানার পর ক্যাপ্টেন ব্লিফিলকে বললেন তিনি। ক্যাপ্টেনের মুখ থেকে শুনলেন মি. অলওয়ার্দি। তিনি মিসেস উইলকিন্সের মারফত ডেকে পাঠালেন মি. পারট্রিজকে। সে পনেরো মাইল দূরে বাস করলে কি হয়েছে, করিৎকর্মা মিসেস উইলকিন্স বেশ দ্রুততার সঙ্গে তাকে ও তার স্ত্রীকে নিয়ে ফিরে এলেন।

মি. অলওয়ার্দি তিন দিন ধরে জেরা করলেন। প্রথম দিন, পারট্রিজ নিজেকে নির্দোষ দাবি করল, কিন্তু তার স্ত্রী তার অপরাধের স্বপক্ষে হাজারটা যুক্তি খাড়া করল। পারট্রিজ আর কি বলবে, অগত্যা জেনি জোনসকে ডাকিয়ে আনতে অনুরোধ করল মি. অলওয়ার্দিকে। মি. অলওয়ার্দি লোক পাঠালেন। জেনির বাসা এখান থেকে এক দিনের পথ। তৃতীয় দিন সবাই এল মি. অলওয়ার্দির রায় শোনার উদ্দেশ্যে।

দুর্ভাগ্যক্রমে, দূত ফিরে এল একাই। জেনিকে পাওয়া যায়নি। ক'দিন আগে বাড়ি ছেড়েছে সে, জনৈক সৈনিকের সঙ্গে।

মি. অলওয়ার্দি এবার জেনির প্রতি সমস্ত সহানুভূতি

হারালেন। ওদিকে, মিসেস পারট্রিজের এমনই বদ্ধমূল সন্দেহ স্বামীকে, মি. পারট্রিজকে অপরাধী না ভেবে উপায় রইল না কারও।

ফলে, মি. পারট্রিজ স্কুলের কাজটা হারাল, এবং এর কিছুদিনের মধ্যে হারাল স্ত্রীকেও। হঠাৎই মারা গেল মহিলা। গ্রামবাসী মি. পারট্রিজের জন্যে সমবেদনা বোধ করলেও, সে গাঁ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিল।

মি অলওয়ার্দি বাপকে শাস্তি দিলেও ছোট্ট টমিকে দিনকে দিন আরও ভালবেসে ফেললেন। এতে কিন্তু বেজার হলেন ক্যাপ্টেন ব্লিফিল। অন্যের প্রতি মি. অলওয়ার্দির বদান্যতা দেখানোর ব্যাপারটিকে তিনি ব্যক্তিগত ক্ষতি বলে মনে করেন।

মি. অলওয়ার্দির বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে ভবিষ্যতে কি করবেন সে বিষয়ে কল্পনা করতে ক্যাপ্টেন ভারী ভালবাসেন। তাঁর কেবল একটিই চিন্তা, বুড়ো মরে না কেন। তিনি মরলেই তো তাঁর ছেলের মুঠোর মধ্যে এসে যাবে মামার বিপুল সম্পত্তি। বাড়িটাকে ঢেলে সাজাতে চান ক্যাপ্টেন, পার্কটাকেও নতুন করে সাজাবেন। এজন্যে আর্কিটেকচার ও গার্ডেনিং নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়াশোনা করছেন তিনি। কিন্তু কপাল খারাপ। অপ্রত্যাশিত এক দুর্ঘটনায় বেঘোরে মারা পড়লেন ক্যাপ্টেন বেচারা।

তিন

কেটে গেল বারোটি বছর। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই ঘটেনি। পাঠক, আমরা এখন গল্পের নায়ক টমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। সে এখন চোদ্দ বছরের কিশোর।

সত্যি বলতে কি, মি. অলওয়ার্দির বাসার সবার ধারণা টম একদিন না একদিন নির্ঘাত ফাঁসিতে লটকে পড়বে। এ-ই তার ভাগ্যের লিখন বলে ধরে নিয়েছে তারা। এমনটি ভাবার যে কোনই কারণ নেই তা বলছি না। বরঞ্চ কারণ যথেষ্টই রয়েছে। সেই ছেলেবেলা থেকেই অপরাধপ্রবণতা লক্ষ করা গেছে টমের মধ্যে। তিনটে উদাহরণ দিচ্ছি। পড়শীর গাছ থেকে একবার আপেল চুরি করে সে। আরেকবার এক খামার থেকে ধরে আনে একটা হাঁস। আর শেষবার তার সঙ্গী মাস্টার ব্লিফিলের পকেট থেকে হাতসাফাই করে একখানা বল।

অথচ, ব্লিফিল দম্পতির ছেলেটির প্রশংসায় গাঁয়ের লোকজন পঞ্চমুখ। ভারী শান্তশিষ্ট, সুবোধ বালক সে। লোকে ভেবে পায় না, মি. অলওয়ার্দি কি মনে করে টমের মত একটা বাজে ছেলের সঙ্গে ভাগ্নেকে মিশতে দিচ্ছেন।

তারপরও, যত খারাপই হোক, ওই টমই আমাদের নায়ক। একটা গল্প বলি শুনুন, এতে টমকে আরও ভালভাবে জানার সুযোগ পাবেন পাঠক।

সেসময়, চাকর-বাকরদের মধ্যে একজনই মাত্র বন্ধু ছিল টমের। এ লোক মি. অলওয়ার্দির গেমকীপার, জর্জ সিগ্রিম। কেউ কেউ বলে এর সঙ্গে মেলামেশা করেই নাকি বখে গেছে টম। এই লোকটির 'তোমার' ও 'আমার' এই ধারণা দুটো ভয়ানক আলগা। বলতে কি, গোটা হাঁস এবং চোরাই আপেলের বেশিরভাগটাই ব্ল্যাক জর্জ ও তার পরিবারের ভোগে লেগেছিল।

একদিন গেমকীপারের সঙ্গে শূটিং করতে গেছে টম, মি. অলওয়ার্দির জমিদারীর প্রান্তসীমায়। ওদের কাণ্ড-কারখানা দেখে ভয় পেয়ে পড়শীর জমিতে উড়ে গেল বেশ কিছু পাখি। টম দিল ধাওয়া, ওকে অনুসরণ করল গেমকীপার। বন্দুক ছুঁড়ল দু'জনেই।

পড়শী কাছেপিঠেই ছিলেন, বন্দুকের শব্দ পেয়ে ত্বরিত চলে এলেন। টম ধরা পড়ল হাতেনাতে। মরা এক পাখি পাওয়া গেল তার কাছে, কিন্তু গেমকীপার বেমালুম হাওয়া। সে গিয়ে গাছের আড়ালে লুকিয়েছে।

বাড়ি ফেরার পর, মি. অলওয়ার্দির কাছে দোষ কবুল করল টম। কিন্তু চেপে গেল জর্জের কথা। ও নাকি একাই গুলি চালিয়েছে। গেমকীপারটিকে ডেকে পাঠানো হলো, কিন্তু সে লোক সাধু সাজল। টমের সঙ্গে সেদিন বিকেলে নাকি তার দেখাই হয়নি মি. অলওয়ার্দি টমকে তার ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। পরদিন সকালে আবার ডাক পড়ল ওর। একই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে

হলো ওকে আজকেও। ভদ্রলোকের এক কথা, কালকের কথাগুলোই পুনরাবৃত্তি করল টম–চাবুকের বাড়ি সইল মুখ বুজে।

শেষমেষ মি. অলওয়ার্দি ওর কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য হলেন। টমের সততা দেখে অনুশোচনা হলো তাঁর। ওকে একটা টাট্টু ঘোড়া উপহার দিলেন।

টমের তো খুশি ধরে না। সে কী কৃতজ্ঞতা ওর! আরেকটু হলে বলেই ফেলেছিল আসল কথাটা, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সামলে নিল গেমকীপারের কথা মনে পড়তে। ভয়ানক অপরাধ বোধ হলো ওর।

অবশেষে টমের নীরবতা ভঙ্গ হলো মাস্টার ব্লিফিলের সঙ্গে ওর এক লড়াইয়ের ফলে। টম অনুজপ্রতিম সঙ্গীটির সঙ্গে কখনোই মারামারিতে জড়াতে চায় না। কেননা, ছেলেটিকে মন থেকে ভালবাসে ও। কিন্তু একদিন দু'জনে খেলছে, ব্লিফিল মুখ ফসকে ওকে 'জারজ কোথাকার' বলতে ওর মাথায় রক্ত চড়ে গেল। টম চোখের পলকে হামলে পড়ল ব্লিফিলের ওপর। এর ফলে বেচারার নাকটা গেল ভেঙে।

ব্লিফিল মামার কাছে নালিশ জানাতে ছুটে গেল। টম মি. অলওয়ার্দিকে জানাল ব্লিফিল ওকে কি নামে ডেকেছে। কিন্তু ব্লিফিল বলল, 'ও মিথ্যা কথা বলছে, মামা। পাখি শিকারের সময়ও তো বলেছিল ও একা ছিল। আসলে ওর সাথে তখন ব্ল্যাক জর্জ ছিল। টম পরে আমাকে বলেছে।'

'কথাটা কি সত্যি?' প্রশ্ন মি. অলওয়ার্দির। 'আমার কাছে

মিথ্যে বলেছিলে কেন?'

'ওয়াদা রক্ষার জন্যে,' বোঝাতে চেষ্টা করল টম। 'গেমকীপারকে কথা দিয়েছিলাম ওর নাম বলব না। পাখিগুলোকে আমিই ধাওয়া করেছিলাম, স্যার। আপনি আমাকে শাস্তি দিন। আমার ঘোড়া কেড়ে নিন। কিন্তু দোহাই আপনার, বেচারী ব্ল্যাক জর্জকে কিছু বলবেন না।'

বেশ খানিকক্ষণের জন্যে নীরব হয়ে গেলেন মি. অলওয়ার্দি। তারপর ছেলে দু'টিকে মিলেমিশে থাকার উপদেশ দিয়ে বিদেয় করলেন। কিন্তু গেমকীপার ব্ল্যাক জর্জের ওপর মহাখাপ্পা হয়ে উঠলেন তিনি। তাকে ডেকে পাঠিয়ে, বেতনের টাকা ধরিয়ে দিয়ে, খারিজ করে দিলেন চাকরি থেকে।

টম ও মাস্টার ব্লিফিলকে পড়ানোর দায়িত্ব বর্তেছে মি. থকাম ও মি. স্কয়্যার নামে দুই ভদ্রলোকের ওপর। পরিবারের সদস্যদের মত এ বাড়িরই একটি অংশে বাস করেন তাঁরা। ধর্ম ও নৈতিকতা বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান রাখেন মি. থকাম। ওদিকে মি. স্কয়্যার পড়াশোনা করেছেন দর্শনশাস্ত্র নিয়ে। ধর্মের চাইতে যুক্তিকে বেশি প্রাধান্য দেন তিনি।

বিধবা মিসেস ব্লিফিল তাঁদের দু'জনকেই পছন্দ করেন। মি. থকামের সঙ্গে গল্প করতে ভালবাসেন তিনি, আর মনে মনে তারিফ করেন মি. স্কয়্যারের সুন্দর চেহারার। দু'জন শিক্ষকই মহিলাকে বিয়ে করার জন্যে এক পায়ে খাড়া। ফলে, পরস্পরের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা তাঁদের। অবশ্য একটি বিষয়ে দু'জনের ভারী

মিল। বিধবাকে খুশি করতে দুজনেই তাঁরা মাস্টার ব্লিফিলকে বাড়তি আদর করেন। বলাবাহুল্য, ন্যায়বিচারক (!) শিক্ষকদ্বয়ের যাবতীয় ঝড়-ঝাপটা বয়ে যায় অভাগা টমের ওপর দিয়ে।

সদাশয় মি. অলওয়ার্দি টমকে নিজের ছেলে বলে পরিচয় দেন, এবং সব ব্যাপারে ভাগ্নের সঙ্গে তাকে এক চোখে দেখেন। মিসেস ব্লিফিলও এ ব্যাপারে ভাইয়ের অনুসারী, অনেকে যদিও মনে করে অন্তরে ঘৃণা করেন তিনি টমকে। টমের ছোটবেলায় কথাটা হয়তো বা সত্যি ছিল। কিন্তু বাড়ন্ত বয়সে ও যখন শিখে গেল মেয়েদের মন কিভাবে জয় করতে হয় তখনকার কথা আলাদা। টমের বয়স আঠারো পুরলে, ওর প্রতি বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠলেন মিসেস ব্লিফিল। সবাই লক্ষ করল বিষয়টা। আর এতে করে টম দুই শিক্ষকের আরও বিরাগভাজন হয়ে উঠল।

ব্ল্যাক জর্জ সিগ্রিম ও তার পরিবারের জন্যে টমের বেজায় উদ্বেগ। তাদের সাহায্য করতে উন্মুখ সে। প্রথমে নিজের ঘোড়া বেচে পরিবারটিকে টাকা দিল; তারপর বিক্রি করল মি. অলওয়ার্দির কাছ থেকে উপহার পাওয়া সুদৃশ্য এক বাইবেল। এজন্যে কিন্তু বেদম পিট্টি জুটল ওর কপালে।

এসময়ের দিকে সেই পড়শীর সঙ্গে খাতির জমে উঠল টমের, পাখি শিকার করতে গিয়ে ও ঝামেলায় জড়িয়েছিল যার জমিতে। আর এভাবে ওর পরিচয় ঘটল পড়শীর মেয়ের সাথেও। কিন্তু এই তরুণী যেহেতু আমাদের গল্পের নায়িকা, এবং সম্ভবত আমরা সবাই যখন তার প্রেমে পড়তে যাচ্ছি, সেহেতু পরিচ্ছেদের শেষে

এসে তাকে পরিচয় করানোটা কি ঠিক হবে?

চার

পাঠক, ফুলের সৌরভ, মৃদু-মন্দ হাওয়ার দোলা ও পাখির মিষ্টি কলকাকলি দিয়ে বরণ করে নিন অপরূপা সোফিয়া ওয়েস্টার্নকে। ইতিহাসখ্যাত কিংবা বিশ্বনন্দিত কোন চিত্রার্পিত সুন্দরীর মুখখানা কল্পনা করুন, কিংবা আপনার হৃদয়েশ্বরীর ছবিটাই ফুটিয়ে তুলুন না কেন মানসপটে—হ্যাঁ, এবার ধারণা করতে পারছেন সোফিয়া কতখানি রূপসী।

মি. ওয়েস্টার্নের এই একটিই মেয়ে। বয়স সতেরো। দীঘল কালো চুল তার, নমনীয় দেহবল্লরী, উজ্জ্বল একজোড়া পটলচেরা চোখ, বাঁশির মত খাড়া নাক, হাসিতে মুক্তো ঝরে, কমলার কোয়ার মত ঠোঁট, আর মসৃণ মরাল গ্রীবা।

এ তো গেল বাইরের রূপ, ভেতরটাও ভারী পবিত্র ওর। মনটা বড্ড সরল মেয়েটির, যখনই হাসে তার প্রকাশ ঘটে।

এক ফুফুর তদারকিতে শিক্ষা লাভ করেছে সোফিয়া। ফুফু যাকে বলে একেবারে খাঁটি ভদ্রমহিলা। কথা-বার্তায়, আচার-ব্যবহারে সোফিয়াও অবিকল ফুফুর প্রতিরূপ। ওর হয়তো

স্টাইলের খানিকটা ঘাটতি রয়েছে, কিন্তু সরলতা ও চরিত্র মাধুর্যের বিপরীতে স্টাইল কতটুকুই বা গুরুত্বপূর্ণ?

বাবা সোফিয়াকে যে কোন মানুষের চাইতে বেশি ভালবাসেন। তবু মেয়ের সুশিক্ষার দিকে লক্ষ রেখে তাকে বোনের কাছে তিন বছর থাকতে দিয়েছিলেন। সম্প্রতি ফিরে এসেছে সোফিয়া, বুঝে নিয়েছে বাপের বাড়ির দায়িত্ব। টম এ বাড়িতে এলে প্রায়ই খাওয়া-দাওয়া করে, তখন অনিবার্যভাবেই দেখা হয়ে যায় দু'জনার।

মি. ওয়েস্টার্নের সাঙ্ঘাতিক শিকারের নেশা। টম ক্রমেই তাঁর প্রিয় সঙ্গী হয়ে উঠল। মি. ওয়েস্টার্ন প্রায়ই আফসোস করেন তাঁর যদি টমের মত একটা ছেলে থাকত, তবে তাকে তাঁর সবচাইতে মূল্যবান জিনিসগুলো ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে দিতেন। মূল্যবান জিনিস বলতে তাঁর শখের বন্দুক, কুকুর, ঘোড়া এগুলো আরকি। টম বলি বলি করেও একটা কথা বলতে পারছে না মি. ওয়েস্টার্নকে। সোফিয়াকেই বলবে ঠিক করল। কথাটা হচ্ছে, মি. ওয়েস্টার্ন টমের পেয়ারের লোক ব্ল্যাক জর্জকে চাকরি দেবেন কিনা।

সোফিয়ার যদি কিছু মাত্র প্রভাব থেকে থাকে বাবার ওপর, যিনি ওকে সব কিছুর চাইতে বেশি ভালবাসেন (তাঁর শিকারের সরঞ্জামাদির পর), তবে সোফিয়ার ওপর টমেরও খানিকটা প্রভাব জন্মেছে।

টম এখন কুড়ি ছুঁই ছুঁই। দিল খোলা, খোশমেজাজী ছেলে,

মেয়েদের পটাতে হয় কি করে ভাল মতন জানে। এলাকার মহিলাদের চোখে সুদর্শন এক তরুণ সে, এবং অবশ্যম্ভাবীভাবে সোফিয়ার দৃষ্টিতেও।

টম মি. ওয়েস্টার্নেরও ভীষণ পছন্দের পাত্র। ভদ্রলোক কুকুর আর ঘোড়া নিয়ে এতটাই ব্যস্ত, তাঁর মেয়ের সঙ্গে মেলামেশার অবাধ সুযোগ নিজের অজান্তেই দিয়ে রেখেছেন টমকে। টমের সাহচর্যে এলে ফুলের মত প্রস্ফুটিত হয় নিষ্পাপ সোফিয়া। টম অবশ্য তা লক্ষ করেনি। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, কেননা সোফিয়া নিজেও তো বোঝে না ব্যাপারটা। বলতে কি, ওর হৃদয় বিপদে পড়তে যাচ্ছে টের পাওয়ার আগেই তো ওটা হারিয়ে বসেছে বেচারী মেয়েটি।

এক বিকেলে, সোফিয়াকে একা পেল টম।

'তোমার সাথে একটা কথা ছিল,' আমতা আমতা করে বলল ও।

প্রকৃতি কানে কানে কি কথা যেন বলে গেল সোফিয়াকে, আর তার ফলে গাল দুটো রং হারাল ওর। টমের কিন্তু সেদিকে নজর নেই। মেয়েটিকে গেমকীপারের কথা খুলে বলল সে। বেচারার পরিবার না খেয়ে মরতে বসেছে। সোফিয়া কি গেমকীপারের জন্যে একটু তদ্বির করবে বাবার কাছে?

'একশোবার করব,' মিষ্টি হাসি উপহার দিল সোফিয়া। 'বেচারার জন্যে খুব মায়া হয় আমার। এই তো গতকালই ওর বউয়ের জন্যে একটা ড্রেস আর কিছু টাকা পাঠিয়েছি। এবার, মি. জোনস, আমি একটা কথা বলি?'

'নিশ্চয়ই, ম্যাডাম,' বলে সোফিয়ার একটা হাত টেনে নিয়ে চুমো খেল টম।

এই প্রথমবার ওর ঠোঁট স্পর্শ করল মেয়েটিকে। এর ফলে সোফিয়ার গাল দুটো হারানো রং ফিরে পেল মুহূর্তের মধ্যে। কথা বলার শক্তি ফিরে পেতে খানিকক্ষণ লেগে গেল ওর।

'শিকার করতে গিয়ে বাবার যাতে বিপদ-আপদ না হয় সেদিকে একটু লক্ষ রেখো, কেমন?' অবশেষে বলল মেয়েটি। 'বাবা শিকারে গেলে আমার ভীষণ ভয় হয়, তখন তার মোটেই হুঁশ থাকে না কিনা। বিপদের মুখে ঝাঁপ দিতেও দ্বিধা করে না।'

টম কথা দিল, ঘোড়া এখন থেকে আস্তে চালাবে। এরপর খুশি মনে সেদিন বিদায় নিল সে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা, বাবাকে বাজনা বাজিয়ে শোনাল সোফিয়া। বাবার পছন্দের বাজনাগুলো তিনবার করে বাজাল ও। এতে এমনই আত্মহারা হয়ে পড়লেন ভদ্রলোক, চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে চুমো খেলেন মেয়েকে। সোফিয়া এই সুযোগে কথাটা পাড়ল। এতটাই দক্ষ হাতে ও সামলাল বিষয়টা, পরদিন সকালে ডাক পড়ল গেমকীপার ব্ল্যাক জর্জের। এবং চাকরিটাও হয়ে গেল।

টমের সাফল্যের ব্যাপারটা এলাকায় দ্রুত চাউর হয়ে গেল। কেউ কেউ বলল কাজটা ভাল হয়েছে। আবার ব্লিফিলের মত যারা ব্ল্যাক জর্জকে ঘৃণা করে, তারা বলল এতে মি. অলওয়ার্দির অসম্মান করা হলো। থকাম ও স্কয়্যারও তাদের সঙ্গে একমত। মিসেস ব্লিফিলের সঙ্গে টমের ঘনিষ্ঠতায় দু'জনেই ঈর্ষান্বিত কিনা। কিন্তু মি. অলওয়ার্দি এতে কিছু মনে তো করলেনই না, বরঞ্চ

আশা প্রকাশ করলেন বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে এমনি ধরনের বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত আরও দেখতে পাবেন।

তবে তাঁর এ ধারণা বেশিদিন রইল না। ব্ল্যাক জর্জকে টমের চাকরি জুটিয়ে দেয়ার বিষয়টিকে তিনি ভিন্ন আলোয় দেখতে শুরু করলেন।

টম ভীষণ পছন্দ করে সোফিয়াকে। তার সৌন্দর্য ও অন্যান্য মানবিক গুণগুলোর প্রশংসা করে মুক্ত কণ্ঠে। কিন্তু এ-ও সত্যি, মেয়েটি ওর হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করতে পারেনি। ও আসলে আরেক মেয়েকে মন দিয়ে রেখেছে। না, সে মিসেস ব্লিফিল নয়, অল্পবয়সী এক তরুণী।

পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে, আমরা প্রায়ই ব্ল্যাক জর্জের পরিবারের কথা উল্লেখ করেছি। স্ত্রী ও পাঁচ সন্তানকে নিয়ে ব্ল্যাক জর্জের সংসার। ওর দ্বিতীয় সন্তানের নাম মলি। গোটা তল্লাটে ওর মত সুন্দরী কমই আছে।

মলির যখন ষোলো বছর বয়স, তখন সে প্রথমবার টমের চোখে পড়ে। আগে তো বহুবার টম দেখেছে ওকে, কিন্তু সেভাবে নজর করেনি। মলির প্রতি ভয়ানক আকর্ষণ বোধ করা সত্ত্বেও তাকে প্রেমের আহ্বান জানায়নি টম। পুরো তিন তিনটে মাস সে ওদের বাড়ির ছায়া মাড়ায়নি। কিন্তু মলি টমকে পেছাতে দেখে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এল। টমের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ সে খুঁজে নিল ছলে-বলে-কৌশলে। টমকে উদ্ভিন্নযৌবনা যুবতীটি বাধ্য করল তার আমন্ত্রণে সাড়া দিতে।

টম তো মনে-মনে এ-ই চাইছিল, মেয়েটির আগ্রহ সে পায়ে ঠেলে কি করে? মলির দান টমকে কৃতজ্ঞ করে তুলল। মেয়েটিকে কিভাবে খুশি করা যায় তাই হয়ে দাঁড়াল ওর ধ্যান-জ্ঞান। পরিস্থিতি যখন এমন, তখন মলিকে বাদ দিয়ে সোফিয়ার কথা ভাবতে পারে টম?

মলির মা প্রথম খেয়াল করল ব্যাপারটা। আরে, তার মেয়ের শরীরে এই পরিবর্তন কিসের? মেয়ের গর্ভাবস্থার চিহ্ন ঢাকা দিতে তাকে সোফিয়ার পাঠানো ড্রেসটা দিয়ে দিল মা। মলির তো খুশি ধরে না। ছেঁড়াখোঁড়া কাপড় পরে অভ্যেস, এখন জমকালো এই পোশাক পেয়ে তার তো আনন্দ হবেই। ওটা পরে গির্জায় গেল সে।

'কে মেয়েটা?' সুবেশিনী ভদ্রমহিলাটিকে উদয় হতে দেখে সাড়া পড়ে গেল চারদিকে।

'আরে, এ তো মলি সিগ্রিম,' কে একজন রহস্য ভাঙতে, হিংসুটে মহিলারা মলির মুখের ওপর হাসতে লাগল।

সোফিয়া ওসময় গির্জায় ছিল। মেয়েটির সৌন্দর্য অভিভূত করল ওকে, আর কষ্ট দিল মহিলাদের হাসাহাসি। বাড়ি ফিরে গেমকীপারকে ডেকে পাঠাল সে। মলিকে বাসার কাজে ঢুকিয়ে দিতে চাইল। সিগ্রিম কি আর বলবে, চুপ করে রইল। মেয়ের যা দশা তা তো আর জানতে বাকি নেই বাপের।

ওদিকে, গির্জায় সেদিন তুলকালাম কাণ্ড বেধে গেছিল। লোকে গির্জা ত্যাগের সময় মলির সুদৃশ্য পোশাকটির দিকে আঙুল

ইশারা করে বিদ্রূপের হাসি হাসতে থাকে, অতি উৎসাহী কেউ কেউ আবার ধুলোময়লা ছুঁড়ে দিতে থাকে ওর উদ্দেশে। মলি রুখে দাঁড়াতে বেধে যায় ধুন্ধুমার লড়াই। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, বিশেষ করে নারীসমাজ আঁচড়ে-কামড়ে, চুল টেনে ছিঁড়ে দিয়ে কাবু করে ছাড়ে মলি বেচারীকে। তাদের বাধা দিতে গিয়ে নাজেহাল হতে হয় কাউকে কাউকে। যোদ্ধাদের কারও কারও কাপড় ছিঁড়ে একাকার, শেষে ইজ্জত নিয়ে টানাটানি। মলি সর্বশক্তি ঢেলে প্রতিরোধ ও পাল্টা আক্রমণ গড়ে তোলে।

ঠিক এমনি সময় টম স্কয়্যার ও মাস্টার ব্লিফিলের সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে ওখান দিয়ে যাচ্ছিল। প্রিয়তমাকে ওভাবে গণ পিটুনি খেতে দেখে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামে সে। চাবুক হাতে ক্রুদ্ধ জনতার মাঝে ছুটে গিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। তারপর নিজের গা থেকে খুলে কোট পরিয়ে দেয় মলিকে, রুমাল দিয়ে মুখের রক্ত মুছে দেয়। ঘোড়ায় তুলে এরপর পৌঁছে দেয় বাসায়। মলিকে চুমো খেয়ে কথা দেয়, সন্ধ্যেবেলা দেখা করবে।

পাঁচ

পরদিন সকালে মি. ওয়েস্টার্নের সঙ্গে শিকারে গেল টম, তারপর

পেল ডিনারের দাওয়াত।

সোফিয়ার রূপ আজ যেন আরও খোলতাই হয়েছে। টমের দৃষ্টি কাড়ার ইচ্ছে থেকে থাকলে মেয়েটি সে ব্যাপারে যে সফল হয়েছে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

দাওয়াত পেয়েছেন আরও একজন অতিথি, গাঁয়ের গির্জার পাদ্রী মি. সাপ্‌ল্‌। আমুদে প্রকৃতির মানুষ তিনি, খাওয়ার টেবিলে সবসময় নির্বাক-মুখ যদিও বন্ধ থাকে না কখনও। ঘুরিয়ে বলতে গেলে বলতে হয়, মাশাল্লা তাঁর মত খাওয়ার রুচি দুনিয়ায় কম মানুষেরই আছে। ভরপেট ডিনারের পর মুখ খুলতে ভালবাসেন তিনি। তাঁর হাবে-ভাবে বোঝা গেল, কিছু খবর আজ আছে তাঁর পেটে।

'কাল গির্জায় এক মেয়ে গেছিল না,' সোফিয়াকে উদ্দেশ্য করে বললেন পাদ্রী। 'তোমার দেয়া একটা ড্রেস পরে?' সোফিয়া মাথা নাড়তে বললেন, 'তুমি চলে আসার পর ওই ড্রেস নিয়ে তুমুল গণ্ডগোল বেধে যায়। আজ সকালে মি. অলওয়ার্দি মেয়েটাকে ডেকে পাঠান ঘটনা তার মুখে জানার জন্যে। ও এলে সবাই একনজর দেখেই বুঝে যায় মেয়েটা অন্তঃসত্ত্বা। কার বাচ্চা কিছুতেই যখন বলল না, তখন সম্ভবত জেলেই যেতে হবে ওকে।'

'এই আপনার খবর?' হতাশায় চেঁচিয়ে উঠলেন মি. ওয়েস্টার্ন। 'আর কিছু পেলেন না? ধুর, তোমার খাওয়া হয়ে গেলে বোতলটা এদিকে দিয়ো তো, টমি।'

টম খানিকবাদে একটা অজুহাত খাড়া করে উঠে পড়ল।

'ও, আচ্ছা,' ও চলে গেলে সমঝদারের মত মাথা নাড়লেন মি. ওয়েস্টার্ন। 'বুঝতে পেরেছি, টমই ওই জারজ বাচ্চাটার

বাপ।'

'দুঃখজনক ব্যাপার,' বললেন সাপল।

'কেন?' খ্যাঁক করে উঠলেন মি. ওয়েস্টার্ন। 'আপনার কোন জারজ সন্তান নেই? আপনি তো তাহলে ভাগ্যবান লোক, সাহেব।'

'ঠাট্টা করছেন তো?' শান্ত স্বরে বললেন পাদ্রী। 'ওই ছেলেটা সম্পর্কে আপনার ধারণা ভুল হলে খুশি হব আমি। একটু ডানপিটে হতে পারে, তবে মনটা ভাল ওর। আমি চাই না মি. অলওয়ার্দি ওকে খারাপ মনে করুন।'

'আরে না,' অভয় দিলেন মি. ওয়েস্টার্ন। 'কেউ ওকে খারাপ ভাববে না, আর জানাজানি হলে মেয়েরা দেখবেন আরও বেশি করে পছন্দ করছে। আমার মেয়েকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন না। কিরে, সোফি, জারজ বাচ্চার বাপ হলেই কি কেউ খারাপ হয়ে যায়, তুই কি বলিস?'

বড় নিষ্ঠুর প্রশ্ন। টমের মুখ থেকে রক্ত সরে যেতে দেখেছে তো ও, বাবার সন্দেহ যে অমূলক নয় তাও বুঝে গেছে। অন্তরের অন্তস্তলে লুকিয়ে থাকা গোপন কথাটা মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল সোফিয়ার কাছে। বিহ্বল ও বিভ্রান্ত মেয়েটি ক্ষমা চেয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

টম হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে দেখে, মলি তখনও রয়েছে। মি. অলওয়ার্দির সঙ্গে নিভৃতে কথা বলার অনুমতি চাইল টম, এবং স্বীকার করল সে-ই মলির গর্ভের সন্তানটির পিতা। মলিকে

কয়েদখানায় না পাঠিয়ে বাপের বাড়িতে যেতে দিতে অনুরোধ করল ও। খানিক ইতস্তত করার পর রাজি হলেন মি. অলওয়ার্দি। ন্যায়-অন্যায় বিষয়ে তাঁর দীর্ঘ এক আলোচনা মন দিয়ে শুনল টম। ভদ্রলোককে কথা দিল, শুধরে নেবে নিজেকে। ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ আর করবে না।

মি. অলওয়ার্দি টমের ওপর ক্ষুব্ধ হলেও, তার সততায় সন্তুষ্ট হলেন। ধর্মশিক্ষক মি. থকামের ক্রমাগত প্ররোচনাতেও টমকে শাস্তি দিতে রাজি হলেন না তিনি।

স্কয়্যার চালাকিতে আরও এক কাঠি সরেস। মি. অলওয়ার্দিকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন, টম গেমকীপার ও তার পরিবারের জন্যে বরাবর কেমন সহানুভূতি দেখিয়ে এসেছে।

'বুঝতেই তো পারছেন, স্যার, বন্ধুত্বটা মূল ব্যাপার ছিল না, মলিকে কাছে পাওয়ার জন্যেই ওর অতরকমের পাঁয়তারা।'

মি. অলওয়ার্দি কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলেন না।

সে রাতে ছটফট করে কাটাল সোফিয়া। ওর মেইড মিসেস অনার যখন জাগাতে এল, ততক্ষণে সে কাপড়-চোপড় পরে তৈরি।

'ওহ, ম্যাডাম,' বলল মিসেস অনার, 'তোমার কি মনে হয়?' এরপর সবিস্তারে আওড়ে গেল টম-মলির কেচ্ছা-কাহিনী

মনের অবস্থা কেমন হলো সোফিয়ার? পাঠকরা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি, মাত্র গতকালই মলির ঘটনাটা চোখ খুলে দিয়েছে মেয়েটির। সোফিয়া উপলব্ধি করেছে, টমকে সে ভালবেসে ফেলেছে। কিন্তু না, নিজেকে সামলে নেবে সে। যে ভালবাসার

কোন ভবিষ্যৎ নেই তাতে খামোকা কেন জড়াতে যাবে ও? কিন্তু ব্যাপারটা অতই কি সোজা? টমের সঙ্গে আবার যেই দেখা হলো, অমনি যে কে সেই–সমস্ত অনুভূতি ফিরে এল চোখের নিমেষে। এরপর থেকে অদ্ভুত এক সমস্যায় পড়ে গেল মেয়েটি। টমের প্রতি হৃদয় এই একবার উষ্ণ হয়ে ওঠে ভালবাসায় তো এই আবার শীতল হয়ে পড়ে। এভাবে চলল বেশ কিছুদিন। শেষমেষ, এর প্রতিকারের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল সোফিয়া।

টমকে এড়িয়ে চলবে ও, ফুফুর ওখানে চলে যাবে–সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু বিধির বিধান খণ্ডাবে কে? পরিকল্পনাটা বানচাল হয়ে গেল এক দুর্ঘটনার ফলে।

আজকাল মেয়ের প্রতি টান কেন জানি না বেড়ে চলেছে মি. ওয়েস্টার্নের। পেয়ারের কুকুরগুলোর চাইতেও সম্ভবত একটু বেশি ভালবাসতে শুরু করেছেন এখন তিনি সন্তানকে। কুকুরগুলোকে যেহেতু ত্যাগ করতে পারবেন না, অগত্যা নয়া ফন্দি আঁটতে হলো তাঁকে। কুকুর কিংবা মেয়ে কাউকেই তিনি অখুশি করবেন না, সবাইকে নিয়েই শিকারে যাবেন।

এ খেলাটা মোটেই পছন্দ নয় সোফিয়ার। কিন্তু বাবার বাধ্য মেয়ে সে, তাঁর কথা অমান্য করতে শেখেনি। শিকারের মরসুম শেষ হলে পরে ফুফুর কাছে যাবে ঠিক করল ও।

দ্বিতীয়বার শিকারে যাওয়ার পর সোফিয়ার ঘোড়াটা বেয়াড়াপনা শুরু করল। টম আশপাশেই ছিল, বিপদটা টের পেল। দ্রুতবেগে ঘোড়া দাবড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল জিন থেকে।

সোফিয়ার ঘোড়া ওকে ছিটকে ফেলে দিয়ে ছুট দিয়েছে, এমনিসময় মেয়েটিকে পতনের হাত থেকে বাঁচাল টম।

'লেগেছে, ম্যাডাম?' প্রশ্ন করল টম।

'না,' জানাল মেয়েটি। 'কিন্তু তোমার হাতে কি হয়েছে? ধরে আছ কেন?'

'ও কিছু না। যে ফাঁড়া কাটল তোমার, তার তুলনায় একটা হাত ভাঙা কিছুই না।'

'হাত ভেঙে গেছে!' আর্তচিৎকার করে উঠল সোফিয়া।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল টম। 'একটা ভেঙেছে, আরেকটা তো ঠিক আছে। তোমাকে ঠিকই বাসায় পৌঁছে দিতে পারব।'

মি. ওয়েস্টার্ন এসময় অন্যান্য সঙ্গী-সাথী ও সোফিয়ার ঘোড়াটিকে নিয়ে ফিরে এলেন। মেয়ে অক্ষত আছে জেনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। টমকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালেন ভদ্রলোক। সবাই এবার শিকারে ক্ষান্ত দিয়ে ফিরে এল বাড়িতে। টমের জন্যে তক্ষুণি ডাক্তার ডাকতে পাঠানো হলো।

টমের দুঃসাহসিকতা গভীর ছাপ ফেলল সোফিয়ার অন্তরে, ফুফুর বাড়ি যাওয়ার চিন্তা আপাতত শিকেয় তুলে রাখল ও।

ছয়

দুর্ঘটনার পর থেকে মি. ওয়েস্টার্নের বাড়িতেই আছে টম।

অনেকে দেখতে আসছে ওকে। মি. অলওয়ার্দি রোজই আসেন, এবং টমকে মূল্যবান উপদেশ খয়রাত করে যান। থকামও এসেছিলেন। বলে গেছেন, এ হচ্ছে টমের শয়তানির ফল। ঈশ্বর ওকে শাস্তি দিচ্ছেন। উল্টো কথা বলেছেন স্কয়্যার। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, চালাক লোকেরও হাত ভাঙতে পারে। ব্লিফিলও এসেছে মাঝেমধ্যে। আর মি. ওয়েস্টার্ন তো ওর ঘর ছেড়ে নড়েনই না, অবশ্য ঘোড়া ও বোতল নিয়ে যখন ব্যস্ত থাকেন তখনকার কথা আলাদা।

'বুঝলে হে, বীয়ারের বাড়া ওষুধ নেই,' জোর গলায় টমকে বলেন তিনি। কিন্তু ডাক্তার তাঁর কথায় আমল দেন না।

টমের শরীর একটু ভাল হতে, মি. ওয়েস্টার্ন মেয়েকে দেখা করতে নিয়ে এলেন। এর পর থেকে একসঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে শুরু করল ওরা—গাল-গল্প করে, বাজনা বাজায়। মেয়েটি মুখে কিছু না বললেও, ওর চোখজোড়া মনের সব কথা প্রকাশ করে দেয়।

মি. ওয়েস্টার্ন একদিন টমকে বললেন, 'বাছা, তোমাকে আমি খুব ভালবাসি, তোমার জন্যে সম্ভব সব কিছুই করতে রাজি। কাল সকালে, আমার আস্তাবল থেকে মনের মত যে কোন ঘোড়া বেছে নিতে পারো। সোফি যেটায় চড়েছিল সেই আনাড়ীটাকেই নাও না কেন? পঞ্চাশ পাউন্ড দিয়ে কিনেছিলাম ওটা।'

'এক হাজার দিয়েও যদি কিনতেন,' চেঁচিয়ে ওঠে টম, 'তবু আমি ওটাকে কুকুর দিয়ে খাওয়াতাম।'

'কি?' গলা চড়ে গেল মি. ওয়েস্টার্নের। 'তোমার হাত

ভেঙেছে বলে? অবলা জানোয়ার বই তো নয়। অমন কথা বোলো না, টম। ক্ষমা করতে শেখো।'

সোফিয়ার মুখের চেহারার অভিব্যক্তি পাল্টে গেল। টম কেন ঘোড়াটাকে ঘৃণা করে জানে তো সে। টম ওর মুখের ভাব লক্ষ করেছে, শেষপর্যন্ত সন্দেহটা দোলা দিয়ে ছাড়ল ওর মনে। পরিষ্কার বুঝে নিল, পরস্পরকে ভালবাসে ওরা।

মিষ্টি-মধুর ভাবনায় আচ্ছন্ন হলো টমের হৃদয়, কিন্তু তিক্ত চিন্তাগুলোও দূর হলো না। সোফিয়ার বাবা মেয়েকে সাঙ্ঘাতিক ভালবাসেন। তাকে ভাল ঘর ভাল বর দেখে বিয়ে দেবেন কোন সন্দেহ নেই। ভদ্রলোক বন্ধুত্বের থোড়াই পরোয়া করবেন মেয়ের সম্বন্ধের প্রশ্নে। তিনি আকৃষ্ট হবেন পাত্রের অর্থ-বিত্ত দেখে।

তারপর তো মলি রয়েছেই। টম ও মলি একে অপরকে আজীবন ভালবাসার শপথ করেছে। মলি বলেছে, টমকে ছাড়া ও বাঁচবে না। মেয়েটিকে মৃতা কল্পনা করে আঁতকে উঠল টম। না, ওকে ত্যাগ করা সম্ভব না। মলির উদ্ভিন্ন রূপ-যৌবন কল্পনায় ভেসে উঠতে অদম্য এক আকাঙ্ক্ষা অনুভব করল ও।

মাথায় রাজ্যের চিন্তা, সারাটা রাত নির্ঘুম কাটল টমের। সকালে মনস্থির করল, সে মলিকেই ভালবাসবে, সোফিয়ার কথা আর মাথায় ঠাঁই দেবে না। কিন্তু বিকেলবেলা যেই সোফিয়াকে দেখল, অমনি প্রেমের দেবতা গট গট করে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করে যুদ্ধ জয় করে নিল।

*

মলির হাতে কিছু টাকা-পয়সা গুঁজে দিয়ে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না? এমনি ধরনের চিন্তা খেলা করছে টমের মগজে। ও তো অভাবী পরিবারের মেয়ে। টমকে ভালবাসে তো কি হয়েছে, যখন দেখবে ও অন্যান্য সমবয়সী মেয়েদের চাইতে বেশি টাকা ওড়াতে পারছে, তখন হয়তো সহজেই প্রেমিককে ভুলে যাবে।

ব্যান্ডেজ বাঁধা হাত নিয়ে মলির সঙ্গে একদিন দেখা করতে গেল টম। ওর মা-বোনেরা বলল, মলি ওপরে ঘুমোচ্ছে। টম মই বেয়ে উঠে দেখে প্রেমিকার ঘর বন্ধ। দরজায় টোকা দিল ও। বেশ কিছুক্ষণ পর সাড়া মিলল।

পরস্পরকে চুমো খেল ওরা। তারপর মলিকে বিছানায় বসিয়ে কথা-বার্তা শুরু করল টম। মি. অলওয়ার্দি মলির সঙ্গে দেখা করতে নিষেধ করেছেন, মেয়েটিকে জানাল। নীরবতা। পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে উপায় নেই, বলল টম। নিস্তব্ধতা জমাট বাঁধল আরও। মলির জন্যে সম্ভব সব কিছু করবে টম, জানাল। এমনকি স্বামী জুটিয়ে দেয়ারও চেষ্টা করবে।

মলি দু'মুহূর্ত নীরব থেকে, হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিল।

'এই তোমার ভালবাসা?' চিৎকার ছাড়ল। 'তুমি, একটা প্রতারক, টম জোনস। তোমাকে আমি আর সব পুরুষ মানুষদের চেয়ে আলাদা মনে করেছিলাম!'

ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত ছুঁড়তে শুরু করল ও জেদী মেয়ের মত। হঠাৎই দুর্ঘটনাক্রমে, বিছানার পাশের এক ঝুলন্ত পর্দা খসে পড়ল ওর হাতে লেগে। দেখা গেল পর্দার পেছনে

রয়েছে মলির ব্যবহারের কিছু টুকিটাকি জিনিসপত্র, এবং···হায়খোদা, একজন পুরুষ মানুষ। মি. স্কয়্যার। ভদ্রলোক ন্যাংটো ভাঁড়ে। তাড়াতাড়ি দু'হাত দিয়ে লজ্জাস্থান ঢাকলেন তিনি।

পাঠক, খুব অবাক হলেন তো? হ্যাঁ, টম জোনসও ভারী আশ্চর্য বনে গেছে। কিন্তু পাঠক, একটু ভেবে দেখুন, শিক্ষকরাও তো রক্ত-মাংসের মানুষ, তাই না? তাঁদেরও তো শখ-আহ্লাদ আছে, বলুন!

গির্জার বাইরে মলিকে অমন বীরাঙ্গনার মত লড়তে দেখে মোহিত হয়ে যান স্কয়্যার। তারপর থেকে টমের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে মলির সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতে যেতেন। মলি নিঃসন্দেহে টমকেই বেশি পছন্দ করে। কিন্তু তার কি দোষ? মি. স্কয়্যার যদি প্রায় সময়ই নানা মনোলোভা উপহার নিয়ে এসে ওকে পটিয়ে ফেলেন, তাহলে বেচারীর কিই বা করার থাকে?

টম কি করল? অট্টহাসি হাসল ও।

"কথা দিলাম, কাউকে কিছু বলব না," স্কয়্যারকে বলল। 'ওর দিকে যদি খেয়াল রাখেন, দেখবেন আমার মুখে তালা। আর মলি, তুমি তোমার বন্ধুর প্রতি বিশ্বস্ত থেকো, আমি সমস্ত ব্যাপারটা ভুলে যাব।'

টম এবার তরতর করে মই বেয়ে নেমে ও বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল। মলির এক বোন অনুসরণ করল ওকে।

'স্যার,' পিছু ডাকল মেয়েটি। 'মি. স্কয়্যারের কথা যখন জেনেই গেছেন, আরেকটা কথাও জেনে রাখুন। আপনার আগে আরেকজনের সঙ্গে মলির মাখামাখি ছিল। সে হলো উইল বার্নস।

ও-ই মলির বাচ্চার বাবা।'

মলির গোপন অভিসারের কথা জানার পর মনটা হালকা হয়ে গেল টমের। কিন্তু হৃদয় আলোড়িত হলো সোফিয়ার কথা স্মরণ করতে। মেয়েটিকে পাগলের মত ভালবাসে ও, টের পায় ওর প্রতি সোফিয়ার হৃদয়-দুর্বলতা, কিন্তু মি. ওয়েস্টার্ন তো কিছুতেই ওকে জামাই হিসেবে মেনে নেবেন না।

মনের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব চলল টমের। মি. ওয়েস্টার্ন ওর বন্ধু, তাঁকে আঘাত দিতে পারবে না সে। পালক পিতা মি. অলওয়ার্দিরও মাথা যাতে হেঁট না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করতে করতে অসুস্থ ও বিমর্ষ হয়ে পড়ল বেচারা টম। সোফিয়া ওর কাছাকাছি এলে মুখের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায় টমের, আর চোখাচোখি হলে লাল হয়ে যায় দু'গাল। মি. ওয়েস্টার্ন এসবের কিছুই লক্ষ করলেন না, কিন্তু সোফিয়া সবই বুঝতে পারল। তার নিজেরও তো একইরকম হৃদয়ানুভূতি, তাই না?

একদিন আচমকা ওদের দেখা হয়ে গেল বাগানে। দু'জনেই চমকিত ও অপ্রতিভ। সকালের স্নিগ্ধ রূপ, বাগানের অপার সৌন্দর্য এসব বিষয়ে প্রথমটায় মামুলি কথা-বার্তা হলো ওদের মধ্যে। সোফিয়ার মিষ্টি হাসি, কোমল কণ্ঠস্বর কেমন যেন করে দিল টমকে। হঠাৎই বুনো কণ্ঠে বলে উঠল ও: 'ওহ, মিস ওয়েস্টার্ন, তুমি কি চাও আমি মরে যাই?'

'ছিহ, মি. জোনস,' মাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল সোফিয়া।

'কেন তা চাইব? কিন্তু তুমি কি বলতে চাইছ তা তো বুঝতে পারছি না।'

'কি বলতে চাইছি?' হতাশায় চেঁচিয়ে ওঠে টম। 'বড় বেশি বলে ফেলেছি। তোমাকে কখনও কষ্ট দেব না আমি।'

'কই, কখনও দাওনি তো,' বলল সোফিয়া। 'তবে হ্যাঁ, আমাকে প্রায়ই তুমি চমকে দাও।'

'আমার খুব কষ্ট হচ্ছে,' বলল টম। 'ভালবাসা চেপে রাখতে রাখতে শেষে অসুখ হয়ে যাবে আমার। দেখো শিগ্‌গিরই মরে যাব আমি, তখন আর তোমাকে জ্বালাতে আসব না।'

টম রীতিমত কাঁপছে এখন, আর সোফিয়ার জ্ঞান হারানোর দশা।

'মি. জোনস,' ক্ষীণ কণ্ঠে বলল ও। 'তুমি কি বলতে চাইছ বুঝতে পারছি। কিন্তু দোহাই লাগে, ওসব কথা আর বোলো না। আমাকে ঘরে পৌঁছে দাও।'

টম ওর বাহু ধরল। স্খলিতচরণে দু'জনে ফিরে এল বাড়ির ভেতর। একটি শব্দও বিনিময় করল না আর। সোফিয়া সোজা চলে গেল তার কামরায়। এদিকে, টমের জন্যে অপেক্ষা করছিল এক নিদারুণ দুঃসংবাদ।

সাত

মি. অলওয়ার্দি অসুস্থ। এ খবরটাই পৌঁছল টমের কানে। কতখানি

অসুস্থ? ডাক্তার বলেছেন, গুরুতর।

মি. অলওয়ার্দি মৃত্যুর পরোয়া করেন না। শান্ত-সমাহিত ভাব বজায় রেখেছেন, পরিবারের সদস্যদের ডেকে পাঠালেন তিনি। পাওয়া গেল না শুধু তাঁর বোন মিসেস ব্লিফিলকে। লন্ডনে আছেন তিনি। আর টম তো খবরটা শোনা মাত্র ছুটে এসেছে।

কাজের লোকসহ সবাই তাঁকে ঘিরে রেখেছে। সবার সাঙ্ঘাতিক মন খারাপ, ব্লিফিল কাঁদছে। মি. অলওয়ার্দি ওর একখানা হাত টেনে নিয়ে বললেন, 'কেঁদো না, বাছা আমার। কেউ কি চিরদিন বেঁচে থাকে? একদিন না একদিন সবাইকে মরতেই হয়। জীবন হচ্ছে একটা পার্টির মত। কেউ আগে যাবে, কেউ পরে। যাকগে, উইলটা তোমাদের জানা থাকা দরকার। আমার ভাগ্নে ব্লিফিলকে আমার সমস্ত জমি-জমা আর বিষয়-সম্পত্তি দিয়ে যাচ্ছি। আমার বোন পাবে বছরে পাঁচশো পাউন্ড করে। আর তুমি, মি. জোনসও একই সমান পাবে।'

টম বিছানার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে পালক পিতার হাত তুলে নিল নিজের হাতে। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল অন্তরের গভীর থেকে। 'আপনি আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু! আমার বাবা!' উদ্‌গত অশ্রু চাপতে ঝটপট সরে গেল।

'মি. থকাম আর মি. স্কয়্যার, দু'জনেই আপনারা এক হাজার পাউন্ড করে পাবেন। আমার কাজের লোকেদের মধ্যে ভাগাভাগি হবে তিন হাজার পাউন্ড।...ওহ, আমার কেমন জানি লাগছে, আমাকে একটু একা থাকতে দিন।'

এসময় এক কাজের লোক ও ঘরে এসে ঢুকল। লন্ডন থেকে

এক উকিল এসে বসে আছেন নিচতলায়, কি খবর নাকি নিয়ে এসেছেন। মি. অলওয়ার্দি ব্লিফিলকে ব্যাপারটা দেখতে পাঠিয়ে, ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন। টম তাঁর দেখাশোনা করার জন্যে ওখানে রইল।

মি. থকাম ও মি. স্কয়্যার বেজার মনে ঘর ছাড়লেন। হয়তো আরও বেশি পাবেন আশা করেছিলেন তাঁরা। ব্লিফিল একটু পরে ফিরে এল। মুখের চেহারা আঁধার তার।

'মা মারা গেছেন,' জানাল ও।

মি. থকাম, মি. স্কয়্যার ও ডাক্তারের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলল ব্লিফিল। মি. অলওয়ার্দিকে বোনের মৃত্যু সংবাদ দেয়াটা কি এমুহূর্তে ঠিক হবে? ডাক্তার দ্বিমত. পোষণ করলেও, ব্লিফিল সিদ্ধান্ত নিল জানাবে। কাজেই মি. অলওয়ার্দির কামরায় গেল ওরা।

ডাক্তার প্রথমে রোগীকে পরীক্ষা করলেন। দেখতে পেলেন, আগের চাইতে অনেকটা ভাল আছেন মি. অলওয়ার্দি। বিপদটা হয়তো কেটে যাচ্ছে। মি. অলওয়ার্দি চোখ মেলেছেন, ভাগ্নের মুখ থেকে দুঃসংবাদটা শুনলেন। উকিলের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন তিনি। কিন্তু সে ভদ্রলোক তাড়াহুড়ো করে চলে গেছেন অন্য কাজে।

'মায়ের সৎকারের ব্যবস্থা করো,' ব্লিফিলকে বললেন মি. অলওয়ার্দি।

ডিনারের পর, ডাক্তার জানালেন রোগীর আশঙ্কাজনক অবস্থাটা কেটে গেছে। এই খুশিতে, আকণ্ঠ পান করে মাতাল হয়ে

গেল টম।

নেশা তখনও কাটেনি পুরোপুরি, টম ভাবল একটু তাজা হাওয়া খেয়ে আসা যাক তারপর মি. অলওয়ার্দির ঘরে যাবে। মন কেমন করা মনোরম এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যে সেটা। আমাদের নায়ক এক শাখা নদীর ধারে হাঁটছে আর প্রিয়তমা সোফিয়ার কথা কল্পনা করছে। একসময় মাটিতে সটান শুয়ে পড়ে আপনমনে বলে উঠল: 'ওহ, সোফিয়া, আমি চিরদিন শুধু তোমাকেই ভালবেসে যাব। তোমাকে না পেলে আমার জীবন বৃথা। তোমাকে ছাড়া আর কাউকে আমি গ্রহণ করতে পারব না।'

উজ্জীবিত টম লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতেই দেখে—না, সোফিয়া নয়। সারাদিন মাঠে কাজ করে ফিরছিল মলিনবসনা মলি সিগ্রিম, ওকে দেখে এগিয়ে এল।

কথা না বলে তো পারা যায় না, কিন্তু কি কথা হলো ওদের মধ্যে তা বলা যাচ্ছে না, দুঃখিত। প্রায় পনেরো মিনিটের মত কথা হলো দু'জনের, তারপর গাছের জটলার আড়ালে চলে গেল ওরা।

আমার কোন কোন পাঠক হয়তো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছেন। তাই দেখি চেষ্টা করে আপনাদের চমকটা ভাঙিয়ে দিতে পারি কিনা। আচ্ছা, এভাবে দেখলে কেমন হয়? টম হয়তো ভেবেছে নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল, আর মলি ভেবেছে একজনের চাইতে দু'জন ছেলেবন্ধু ভাল।

যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়। ঠিক সেসময়, ব্লিফিল আর মি. থকাম বেরিয়েছে হাঁটতে। গাছ-গাছালির অন্তরালে গা

ঢাকা দিতে দেখে ফেলেছে তারা ছেলে-মেয়ে দু'টিকে।

'দেখেছেন, খারাপ মেয়েমানুষ নিয়ে কে যেন ওদিকে গেল,' তর্জন করে উঠল ব্লিফিল।

প্রেমিক যুগলের পিছু ধাওয়া করল ওরা। এমনই শোরগোল তুলল, টম ঘটনা কি দেখার জন্যে বাধ্য হয়ে বেরিয়ে এল আড়াল ছেড়ে।

'ও, তুমি?' বজ্র গর্জাল থকামের কণ্ঠে।

'হ্যাঁ, আমি।'

'সঙ্গের ওই বাজে মেয়েলোকটা কে?'

'যে-ই হোক, আপনাকে বলব না।'

'ও, আচ্ছা,' বলে এগিয়ে এলেন থকাম স্বচক্ষে দেখার উদ্দেশে।

'থামুন,' কঠোর গলায় বলল টম। 'আর এক পা-ও এগোবেন না।'

থকাম মহা খাপ্পা। মুহূর্তে লড়াই বেধে গেল। ব্লিফিল শিক্ষকের সাহায্যে এগিয়ে এলে, এক ঘুষিতে তাকে কুপোকাত করে দিল টম। থকাম লড়ুয়ে লোক, যৌবনে বেশ ডাকাবুকো ছিলেন–ছাড়লেন না টমকে। ব্লিফিল উঠে পড়েছে ইতোমধ্যে। আমাদের নায়ক বেচারা হাত ভেঙে এমনিতেই কাহিল, কায়দা মত পেয়ে তার ওপর সাঁড়াশি আক্রমণ চালাল প্রতিপক্ষ।

আচমকা রঙ্গমঞ্চে চতুর্থ আরেকজনের আবির্ভাব ঘটল।

'দু'জন মিলে একজনকে মারছেন লজ্জা করে না?' হুঙ্কার ছাড়ল একটি কণ্ঠ।

টমের ঘুষিতে আবারও ধূলিশয্যা নিল ব্লিফিল, আর থকাম আঘাত হানলেন নবাগতকে লক্ষ্য করে। তিনি ইতোমধ্যে চিনতে পেরেছেন ইনি আর কেউ নন, মি. ওয়েস্টার্ন। অযাচিত সাহায্য পেয়ে সেদিনের মত লড়াইয়ে জয়ী হলো টম।

মি. ওয়েস্টার্নের অশ্বারোহী সঙ্গী-সাথীরা এরমধ্যে এসে পড়েছে। এঁরা হচ্ছেন সজ্জন পাদ্রী সাপল, মিসেস ওয়েস্টার্ন, মানে সোফিয়ার ফুফু ও সোফিয়া স্বয়ং। ওঁরা যা দেখলেন তা এরকম। একদিকে মড়ার মত পড়ে ব্লিফিল। কাছেই দাঁড়িয়ে টম, সারা গা রক্তে মাখামাখি। কিছু রক্ত তার এবং কিছু রক্তের মালিক আগে ছিলেন থকাম। শিক্ষক মহাশয় রেগে কাঁই। তবে সবার দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছেন মি. ওয়েস্টার্ন দ্য গ্রেট। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে তিনি।

সবাই এবার দৌড়ে গেল ব্লিফিলের কাছে। প্রাণস্পন্দন নেই বললেই চলে বেচারার। এবার বলা নেই কওয়া নেই, আকর্ষণীয় এক বস্তু ঢলে পড়ল মাটিতে। রক্ত দেখে খুব সম্ভব চেতনা লোপ পেয়েছে কোমলপ্রাণা সোফিয়ার।

মিসেস ওয়েস্টার্ন এদৃশ্য দেখে আর্তচিৎকার ছাড়লেন। সহসা দু'তিনটি কণ্ঠের মিলিত গর্জনে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল: 'মিস ওয়েস্টার্ন মরে গেছে।'

ব্লিফিলকে শুশ্রূষা করার চেষ্টা করছিল টম, এবার উড়ে গিয়ে পড়ল সোফিয়ার কাছে। অচেতন মেয়েটিকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে ছুটল শাখা নদী লক্ষ্য করে। ওখানে পৌঁছে সোফিয়ার মাথায়-মুখে-ঘাড়ে পানি ছিটিয়ে দিতে লাগল। পানির ছিটে পড়তে

চোখ মেলল সোফিয়া। ইতোমধ্যে ওর বাবা, ফুফু আর পাদ্রী সাহেব ছুটতে ছুটতে এসে পড়েছেন।

বিপদ কেটে যেতে সবার মধ্যে স্বস্তি ফিরে এল। মি. ওয়েস্টার্ন মেয়েকে চুমো খেয়ে তারপর টমকেও চুম্বন করলেন। টমকে দিতে পারেন না এ মুহূর্তে এমন কিছুই নেই তাঁর, কেবল কুকুরগুলো ও জানের জান ঘোড়া দুটো বাদে।

নদীর পানিতে মুখ-হাত ধুয়ে নিল টম। থকামের পিটুনি খেয়ে জায়গায় জায়গায় কালশিটে পড়ে গেছে। তাই দেখে দীর্ঘশ্বাস চাপল সোফিয়া।

ওয়েস্টার্ন এক পর্যায়ে মারামারির কারণটা আবিষ্কার করে ফেললেন।

'কি? মেয়েমানুষ নিয়ে মারামারি?' গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন। 'কোথায় সেই হিরোইন? কই, দেখাও না, টম?' কিন্তু মলি কি আর আছে ওখানে? এক ফাঁকে সটকে পড়েছে।

'সবাই আমার বাসায় চলো,' আমন্ত্রণ জানালেন ওয়েস্টার্ন। 'যা হওয়ার হয়ে গেছে। একটা বোতল নিয়ে বসলে দেখবে সব রাগ-ঝাল দূর হয়ে গেছে।'

থকাম আর ব্লিফিলের আঁতে ঘা লেগেছে। ওরা রাজি হলো না, কিন্তু টম ও পাদ্রী মি. ওয়েস্টার্নের পিছু নিল সুন্দর এক সন্ধ্যা কাটানোর উদ্দেশ্যে।

আট

সোফিয়ার ফুফু প্রথম লক্ষ করলেন ব্যাপারটা। ভাতিজীর ব্যবহারে অদ্ভুত এক পরিবর্তন এসেছে। ভাইয়ের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বললেন তিনি।

'ভাই, সোফিয়াকে ইদানীং ভাল করে লক্ষ করেছ?'

'না তো,' বললেন মি. ওয়েস্টার্ন। 'কেন, কিছু হয়েছে নাকি?'

'মনে তো হচ্ছে।'

'কি হয়েছে?' জবাব চাইলেন ওয়েস্টার্ন। 'আমার মামণির শরীর খারাপ? তাহলে ডাক্তার ডাকছ না কেন?'

মৃদু হাসলেন মিসেস ওয়েস্টার্ন।

'ডাক্তারের দরকার নেই,' বললেন তিনি, 'আমার বিশ্বাস সোফিয়া প্রেমে পড়েছে।'

'কি?' ফুঁসে ওঠেন বাবা। 'আমার অনুমতি না নিয়েই? ডাকো তাকে, এমন শাস্তি দেব–কানটা ধরে বের করে দেব বাড়ি থেকে। ভবিষ্যতে আমার কাছ থেকে একটা ফুটো পয়সাও পাবে না।'

'আহ্, মাথা ঠাণ্ডা করো,' বললেন বোন। 'আগে ওর পছন্দে তোমার সায় আছে কিনা দেখো। এমনও তো হতে পারে, ও যাকে ভালবেসেছে তাকে তোমারও পছন্দ।'

'তাই তো,' সম্মতি দিলেন ওয়েস্টার্ন। 'এটা তো ভেবে দেখিনি। সেক্ষেত্রে আমার কোন আপত্তি থাকবে না।'

'এই তো, বুদ্ধিমানের মত কথা,' বললেন বোন। 'মি. ব্লিফিলকে তোমার কেমন লাগে? ওকে ওভাবে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেই কিন্তু আমাদের সোফিয়া সোনা ভিরমি খায়।'

'আরে, ঠিকই তো। আমি রাজি। জানতাম সোফি আমার যার তার প্রেমে পড়বে না। ব্লিফিলের চেয়ে ভাল পাত্র আর কে আছে। আমাদের জমিদারি দুটো গায়ে গায়ে লাগানো, আলাদা হয়ে গেলে দুঃখের শেষ থাকবে না।...আমাকে কি করতে হবে?'

'মি. অলওয়ার্দির কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাড়ো।'

ফুফু যে ওর ওপর কড়া নজর রেখেছেন, তা বেশ ভালই বুঝতে পেরেছে সোফিয়া। কাজেই বাবা যখন মি. অলওয়ার্দিকে সপরিবারে ডিনারের দাওয়াত দিলেন, গোপন অনুভূতি চেপে রাখার চেষ্টা করল ও। বাইরে বেশ হাসি-খুশি ভাব দেখাল ও ব্লিফিলের প্রতি, আর পাত্তাই দিল না টম বেচারীকে। এতে করে সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হলো ফুফুর। নাহ্, ভাতিজী তাঁর ব্লিফিলকেই ভালবাসে।

ডিনারের পর, মি ওয়েস্টার্ন একপাশে ডেকে নিয়ে গেলেন মি. অলওয়ার্দিকে–বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। মিয়া-বিবি রাজি থাকলে তাঁর আর আপত্তি কিসের, জানালেন মি. অলওয়ার্দি। এহেন উদার মনোভাব লক্ষ করে আঁতকে উঠলেন মি. ওয়েস্টার্ন। তাঁর কথা হলো, মুরুব্বীরা যা ঠিক করবে ছেলে-মেয়েকে তাই মাথা

পেতে মেনে নিতে হবে। তাদের আবার নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ কিসের? সোফিয়াকে তিনি যা বলবেন সে তাই করবে। মি. অলওয়ার্দি ব্লিফিলের সঙ্গে কথা বলবেন, জানালেন।

বাড়ি ফিরে কথা পাড়লেন তিনি। সামান্য নীরবতার পর মুখ খুলল ব্লিফিল। 'মামা, আমি এখনও বিয়ের কথা কিছু ভাবিনি, কিন্তু তুমি যা বলবে আমি খুশি মনে তাই করব।'

ভাগ্নের তেমন সায় নেই, বুঝতে পারলেন মি. অলওয়ার্দি। আবার আপত্তিও যেহেতু করেনি, এমন সুপাত্রী ফিরিয়ে দেবেন কোন্ দুঃখে? মি. ওয়েস্টার্নকে চিঠি লিখে জানালেন, ভাগ্নে তাঁর খুশি মনেই প্রস্তাব কবুল করেছে। হবু স্ত্রীর সঙ্গে সে দেখা করতে যাবে।

খুব খুশি হলেন মি. ওয়েস্টার্ন। জবাবী চিঠি লিখে ফেললেন তখুনি। মি. ব্লিফিলকে সেদিন বিকেলেই আমন্ত্রণ জানালেন, বোনকে বললেন সোফিয়াকে জানাতে। সোফিয়া ঘরে ছিল, ফুফু যখন ঢুকলেন।

'রোমান্টিক বই নাকি রে?' সোফিয়াকে বই নামিয়ে রাখতে দেখে প্রশ্ন করলেন। 'ইস, গাল দুটো কেমন গোলাপী বানিয়েছে দেখো। আমি কিছু জানি না মনে করেছিস? হুঁ হুঁ বাবা, বাপকে লুকোতে পারিস, কিন্তু ফুফুকে ফাঁকি দেয়া অত সোজা নয় বুঝলি? হয়েছে হয়েছে, অত লজ্জা পেতে হবে না।'

'আমি লজ্জা পাচ্ছি কে বলল, ফুফু?' বোকা বনে গেছে সোফিয়া। 'বাবার কাছে কি লুকোতে যাব আমি?'

'কেন, কাল কিছু দেখিনি মনে করিস? জানি, জানি সব জানি। আরে, আমাকে বন্ধু মনে করে সব বলে ফেললেই তো হয়। দেখবি কেমন সুসংবাদ দিই তোকে।'

'তুমি কি বলছ আমি তো তার মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'তুই যাকে মন দিয়েছিস,' বললেন ফুফু। 'তার ব্যাপারে আমাদের তরফ থেকে কোন আপত্তি নেই। আজ বিকেলেই সে আসছে। তোর বাপই ব্যবস্থা করেছে।'

'আমার বাবা, আজ বিকেলে!' ফ্যাকাসে হয়ে গেছে সোফিয়া।

'হ্যাঁ রে,' খোশমেজাজে বললেন ফুফু। 'আজ বিকেলে। কি, আমাকে একটা ধন্যবাদও দিবি না? মাঠে যখন জ্ঞান হারালি তখনই সন্দেহ হয়, আর সাপারের সময় তো একদম নিশ্চিত হয়ে যাই প্রেমে পড়েছিস তুই। এ ব্যাপারগুলো বেশ ভালই বুঝি আমি। ভাইকে বলতে না বলতেই সে মি. অলওয়ার্দিকে প্রস্তাব দিয়ে ফেলেছে। উনি র‍্যাজি আছেন। আর তোর প্রেমিক আজ বিকেলবেলা আসছে।'

'আমার ভয় করছে, ফুফু!'

'কেন রে? ও কি বাঘ নাকি ভল্লুক? কী ভদ্র, ভাল ছেলে!'

'তা ঠিক,' বলল সোফিয়া। 'ও খাঁটি মনের মানুষ। কিরকম সাহসী, অথচ কত ভদ্র। মনটা খুব নরম ওর, ভীষণ বুদ্ধিমান, আর দেখতেও খুব হ্যান্ডসাম। গরীব হয়েছে তো কি হয়েছে?'

'গরীব মানে! কি বলছিস কি তুই? মি. ব্লিফিলকে তুই গরীব বলছিস!' ফুফু স্তম্ভিত।

এবার সোফিয়ার হতবিহ্বল হওয়ার পালা। মুখের চেহারা মড়ার মত সাদা তার। 'মি. ব্লিফিল?' ক্ষীণস্বরে প্রশ্ন করল।

'নিশ্চয়ই, ভয় পেলি নাকি? তুই কার কথা ভেবেছিস শুনি?'

'হায় খোদা,' বলল সোফিয়া। 'আমি এতক্ষণ ভেবেছি তুমি মি. জোনসের কথা বলছ।'

'কি বললি?' ফুফু ঝংকার দিয়ে ওঠেন। 'এবার আমি ভয় পাচ্ছি। তুই কি বলতে চাস তুই ব্লিফিলকে না ওই টম জোনসটাকে ভালবাসিস?'

'তুমি ঠাট্টা করছ না তো, ফুফু,' কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল সোফিয়া। 'আমি তো ব্লিফিলকে ভালবাসার কথা ভাবতেই পারি না।'

মিসেস ওয়েস্টার্ন ক'মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন নীরবে। ধীরে ধীরে আগুন জ্বলে উঠল তাঁর দু'চোখে। এবার বজ্রকণ্ঠে তিনি আওয়াজ তুললেন, 'একটা জারজ ছেলেকে বিয়ে করে বংশের মুখে চুনকালি মাখাতে চাস? ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চাস পরিবারের মান-সম্মান? আমার মুখের ওপর এসব কথা বলতে তোর এতটুকু বাধল না?'

সোফিয়া তখন কাঁপছে। 'ম্যাডাম,' বলল ও। 'এসব কথা বলতে তুমি আমাকে বাধ্য করেছ। কাউকে কিছুই জানাতে চাইনি আমি, মরে গেলেও বলতাম না।'

সোফিয়া কেঁদে ফেলল, কিন্তু ফুফুর মন তাতে এতটুকু গলল না। ঝাড়া পনেরো মিনিট ধরে ক্রোধ প্রকাশ করে গেলেন তিনি। তারপর হুমকি দিলেন: 'তোর বাপকে বলব?'

সোফিয়া লুটিয়ে পড়ল ফুফুর পায়ে। 'দোহাই তোমার, বাবাকে কিছু বোলো না। যা রাগী উনি, আমাকে নির্ঘাত মেরে ফেলবেন।'

শেষমেষ রাজি হলেন ফুফু, তবে এক শর্তে। বিকেলে ব্লিফিল এলে তাকে হবু স্বামীর মত সাদরে বরণ করতে হবে।

সোফিয়া কথা দিল তা করবে, কিন্তু বিয়েটা পিছিয়ে দিতে অনুনয়-বিনয় করতে লাগল ফুফুর কাছে। ওর আশা, বাবা যখন জানবেন মি. ব্লিফিলকে কতখানি অপছন্দ করে ও, তখন নিশ্চয়ই ওর মুখ চেয়ে মত পাল্টাবেন।

'না, না, সোফি,' ফুফু অবিচল। 'তোকে অসম্মানের হাত থেকে বাঁচাতে একটা মুহূর্তও নষ্ট করা চলে না। বিয়ের পর তুই যাকে খুশি ভালবাসিস, তার আগে না।'

'ওরে, কাঁদিস না, কাঁদিস না,' সেদিন বিকেলে বললেন মি. ওয়েস্টার্ন। 'প্রেমিকের সাথে বিয়ে হবে বলে কাঁদছিস? তোর মা-ও তোর মত ছিল, কিন্তু বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে যায়। মি. ব্লিফিল তোকে সুখে রাখবে দেখিস নো চিন্তা, ডু ফুর্তি। ও এখুনি এল বলে।'

সোফিয়া ফুফুকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল। মি. ব্লিফিল এলে, বাবা ওদেরকে একা থাকার সুযোগ করে দিলেন। দীর্ঘ অস্বস্তিকর নীরবতা, তারপর ভদ্রতাসূচক দু'চারটে কথা এবং সোফিয়ার নিজের কামরায় ফিরে আসা। ব্লিফিল কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট। মেয়েটি একটু লাজুক প্রকৃতির আরকি। তা তো হবেই।

'কোন্ মেয়েটা না হবু স্বামীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে লজ্জা পায়? আরে, লজ্জাই তো নারীর ভূষণ। ব্লিফিলের দৃঢ় বিশ্বাস, সোফিয়া ওকে পছন্দ করে। টম সম্পর্কে ওর মনে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।

ব্লিফিল চলে গেলে, মি. ওয়েস্টার্ন তাঁর আদরের সোফিয়ার কাছে গেলেন। চুমোয় চুমোয় ভরে দিলেন মেয়ের গাল দুটো। ঢালাও অনুমতি দিলেন, যেমন যেমন পোশাক আর গয়না পছন্দ নির্দ্বিধায় কিনতে পারে সে। এত টাকা-পয়সা দিয়ে করবেনটা কি উনি? সব তো একমাত্র সন্তান সোফিয়ার জন্যেই। সে সুখী হলেই তিনি সুখী। মি. ওয়েস্টার্ন এতটাই খোশমেজাজে আছেন, সোফিয়ার মনে হলো বাবাকে অনুভূতির কথা বলে ফেলার এমন মওকা আর পাওয়া যাবে না।

বাবাকে ধন্যবাদ জানিয়ে একসময় ধপ করে হাঁটুর ওপর বসে পড়ল মেয়ে।

'বাবা, আমার সুখে যখন তোমার সুখ,' বলল ও, 'তখন যাকে দু'চোখে দেখতে পারি না তার সাথে আমার বিয়ে দিতে চাইছ কেন?'

'কি?' হুঙ্কার ছেড়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন ওয়েস্টার্ন।

'ওহ, স্যার,' কথার খেই ধরল সোফিয়া, 'মি. ব্লিফিলের সাথে আমি ঘর করতে পারব না। ওর সাথে আমাকে জোর করে বিয়ে দিলে আমি মরে যাব।'

'মি. ব্লিফিলের সাথে তুই ঘর করতে পারবি না বলছিস!'

'হ্যাঁ, বলছি।'

'তাহলে মর, জাহান্নামে যা,' গর্জে উঠলেন বাবা।

'তুমি আমাকে মেরে ফেলতে চাও? তুমি না কত ভালবাসো আমাকে?'

'হুঁহ, বিয়ে হলে কেউ মরে নাকি? যত্তসব ফালতু!'

'ওহ, স্যার,' অসহায় কণ্ঠে বলল সোফিয়া, 'অমন বিয়ের চাইতে মরণও ভাল। লোকটাকে কতটা ঘৃণা করি তা যদি জানতে।'

'তোমার বিয়ে ওর সাথেই হবে,' ঘোষণা দিলেন বাবা। 'আর তা যদি না হয়, মনে রেখো একটা ফুটো পয়সাও পাবে না। তুমি রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে মরলেও আমি ফিরে তাকাব না। কথাটা যাতে মনে থাকে।'

ওয়েস্টার্ন এতটা জোরেই ধাক্কা দিলেন মেয়েকে, সে বেচারী মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ল। ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন বাবা।

নয়

ভদ্রলোক হলঘরে হনহনিয়ে এসে ঢুকতেই দেখা পেলেন টমের। সবিস্তারে অতিথিকে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন তিনি। টম হকচকিয়ে গেলেও, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমি যাব

একবার?' মোলায়েম কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

'যাও। দেখো গিয়ে কিছু করতে পারো কি না,' টমকে বললেন ওয়েস্টার্ন।

টম সোজা সোফিয়ার ঘরে গিয়ে ঢুকল। মেয়েটি তখন সবে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে। ওর চোখ ছলছল করছে পানিতে, ঠোঁটে রক্ত।

'ওহ, মি. জোনস,' ভাঙা গলায় বলে উঠল ও। 'কেন ওদিন আমার জীবন বাঁচিয়েছিলে? কেন আমি মরলাম না?'

'আমার হৃদয়টা গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, সোফিয়া সোনামণি,' বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল টম। 'তোমার নিষ্ঠুর বাবা আমাকে সব বলেছেন, উনিই এখানে পাঠালেন আমাকে।'

'উনি পাঠিয়েছেন? তুমি নির্ঘাত স্বপ্ন দেখছ।' সোফিয়ার গলায় অবিশ্বাস।

'আমাকে পাঠিয়েছেন তো তোমাকে বোঝানোর জন্যে। ব্লিফিলকে যাতে বিয়ে করো। কথা দাও, তুমি ব্লিফিলকে কোনদিন ভালবাসবে না।'

'ওহ, কী জঘন্য নাম,' বলল সোফিয়া। 'কথা দিচ্ছি, আমার কাছে ঘেঁষতে দেব না ওকে।'

'আমি তারমানে এখনও আশা রাখতে পারি?'

'কিসের আশা?' বিষণ্ন সোফিয়ার কণ্ঠ। 'আমার যা হয় হোক, কিন্তু বাবাকে কষ্ট দিতে পারব না আমি।'

প্রেমিকযুগল হাতে হাত রেখে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল এক মুহূর্ত। অকস্মাৎ নীরবতা ভঙ্গ হলো বিকট এক গর্জনের শব্দে।

ঘটনা আর কিছু না, মিসেস ওয়েস্টার্ন এইমাত্র ভাইয়ের কাছে সোফিয়ার গোমর ফাঁস করে দিয়েছেন।

টমের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের চিন্তা কস্মিনকালেও মাথায় আসেনি মি. ওয়েস্টার্নের। তাঁর মতে, বিয়ের প্রশ্নে লিঙ্গের ভিন্নতা যেমন অপরিহার্য, সম্পদের সমতার বিষয়টিও তেমনি অত্যাবশ্যকীয়। বিত্তহীন লোকের প্রেমে পড়া, আর জন্তু-জানোয়ারের প্রেমে পড়ার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন না তিনি। কাজেই বোনের মুখে একথা শুনে প্রচণ্ড আঘাত তো তিনি পাবেনই।

বাপকে মহা শোরগোল তুলে তেড়ে আসতে শুনে মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল মেয়ের, প্রেমিকের বুকে ঢলে পড়ে জ্ঞান হারাল সে।

মি. ওয়েস্টার্ন দড়াম করে দরজা খুলে যখন এদৃশ্য দেখলেন, তাঁর রাগ মুহূর্তে পানি হয়ে গেল। এক ছুটে মেয়ের কাছে চলে এসে, গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগলেন সাহায্য চেয়ে। শীঘ্রিই চাকর-বাকর, ফুফু, পাদ্রী যে যেখানে ছিল দৌড়ে এল ওষুধ-পানি নিয়ে। মহিলারা সোফিয়াকে বয়ে নিয়ে গেল।

এবার টমের দিকে মি: ওয়েস্টার্নের নজর পড়তেই মেজাজ উঠল সপ্তমে। ভাগ্যিস মি. সাপল গায়ে যথেষ্ট শক্তি ধরেন। তিনি চেপে ধরে না থাকলে নির্ঘাত যুদ্ধ বাধিয়ে দিতেন ভদ্রলোক। অগত্যা মেঠো গালি-গালাজের চর্চা করতে লাগলেন মি. ওয়েস্টার্ন, কুকুরের লড়াই দেখতে গিয়ে লোকে যে ধরনের শব্দ ইস্তেমাল করে থাকে আরকি। শান্তভাবে সমস্ত কিছু হজম করে নিল টম। হাজার হলেও ইনি ওর ভালবাসার মানুষটির বাবা।

কিন্তু কথাটা মুখ ফুটে বলতে গিয়ে আরও বিপত্তি বাধল। মি. ওয়েস্টার্ন তেড়ে ফুঁড়ে উঠলেন। বলাবাহুল্য, আরও কিছু শাপমন্যি মুখ বুজে সইতে হলো টমকে।

'টম, তুমি দয়া করে চলে যাও,' মি. সাপল অনুরোধ করলেন।

বিনাবাক্যব্যয়ে তাঁর পরামর্শ মেনে নিল টম।

পরদিন সকালে, নাস্তাটা সেরেই ঘোড়া দাবড়ে মি. অলওয়ার্দির বাড়ি এসে হাজির মি. ওয়েস্টার্ন। হম্বিতম্বি শুরু করে দিলেন দস্তুরমত।

'খুব দেখালেন যা হোক!'

'কি ব্যাপার বলুন তো?'

'কি ব্যাপার? আমার মেয়ে আপনার জারজ ছেলেটার প্রেমে পড়েছে, এই হলো ব্যাপার। ছুঁড়ীকে একটা পয়সাও দেব না। রক্তের দোষ যাবে কোথায়, একটা রাস্তার ছেলেকে ভদ্রলোকের ঘরে মানুষ করলেই সে জাতে উঠে যায় না। এদেরকে কখনোই ভদ্রলোকদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ দিতে নেই।'

'আমার ঘাট হয়েছে, আমি দুঃখিত,' গলা চড়িয়ে বললেন মি. অলওয়ার্দি।

'আপনার দুঃখের আমি গুল্লি মারি, স্যার,' বললেন ক্ষিপ্ত ওয়েস্টার্ন। 'একমাত্র সন্তানকে হারিয়েছি, আপনার দুঃখ ধুয়ে কি পানি খাব? ছুঁড়ীকে ঘাড়টা ধরে বের করে দেব বাড়ি থেকে। রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে খাক।'

'কিন্তু, স্যার,' বললেন অলওয়ার্দি। 'টমকে অত ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ দিতে গিয়েছিলেন কেন? আপনি কি কিছুই টের পাননি?'

'টের পায় কার সাধ্য? শয়তানটা তো ওর কাছে যেত না–শিকারের উছিলায় যেত আমার কাছে। তেমন ঘনিষ্ঠতাও কোনদিন চোখে পড়েনি। আপনাকে কথা দিচ্ছি, স্যার, আমার মেয়ে বিয়ে করলে ওই ব্লিফিলকেই করবে। আপনি শুধু লক্ষ রাখবেন, জারজটা যেন আমার ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে না পারে। ধরতে পারলে স্রেফ খুন করে ফেলব।'

মি. ওয়েস্টার্ন এরপর বাড়ি ফিরে চললেন, মেয়েকে ঘরে তালা মেরে রাখবেন।

পুরো দৃশ্যটা নীরবে অবলোকন করেছে ব্লিফিল, এইবার মুখ খুলল। 'মামা, মি. জোনসের জন্যে আবার তোমাকে অপদস্থ হতে হলো। তাও তো সব কথা তোমাকে বলিনি...'

'মানে? আরও খারাপ কিছু জানো নাকি?'

টমের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার এই তো সুযোগ।

'যেদিন তোমার এখন তখন অবস্থা,' শুরু করল ও, 'আমরা সবাই কান্নাকাটি করছি, মি. জোনসের সেদিন কী আনন্দ-ফুর্তি। মদ খেয়ে, নেচে-গেয়ে আমাকে মারধর পর্যন্ত করেছে।'

'কি?' চেঁচিয়ে উঠলেন মামা। 'তোমাকে মেরেছে এতবড় স্পর্ধা?'

'তবে আর বলছি কি, মামা,' বলল ব্লিফিল। 'সেদিন সন্ধ্যেবেলা আমি আর মি. থকাম মাঠে হাঁটাহাঁটি করছি, দেখি কি ও মেয়েমানুষ নিয়ে শুয়ে আছে। আমরা আপত্তি জানাতে আমাকে

তো মারলই, মি. থকামকেও ছাড়েনি।'

'এতদিন তুমি ব্যাপারটা চেপে রেখেছিলে?' ভাগ্নের ত্যাগ-তিতিক্ষা দেখে অভিভূত মি. অলওয়ার্দি।

ডাক পড়ল মি. থকামের। তিনি অবলীলায় বুকের কালশিটেগুলো খুলে দেখালেন। টমকে কিভাবে শায়েস্তা করা যায় এবার ভাবতে বসলেন মি. অলওয়ার্দি।

বেচারা টম যথারীতি ডিনার করতে এল, কিন্তু মন এতটাই ভারাক্রান্ত ওর; গলা দিয়ে খাবার নামল না। ডিনারের পর দীর্ঘক্ষণ ওর সঙ্গে কথা বললেন মি. অলওয়ার্দি। অতীতের সমস্ত দুষ্কর্মের কথা ওকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, আর ব্লিফিলের বলা কথাগুলোও জানালেন।

'এসব যদি সত্যি হয়,' বললেন তিনি গম্ভীর স্বরে, 'তাহলে আর এ বাড়িতে তোমার থাকা চলে না।'

টম বেচারা আত্মপক্ষ সমর্থন করে সাফাই পেশ করবে কি, ব্লিফিলের কথা যে খানিকটা সত্যি তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। এমনিতেই হুড়ো খেয়ে এসেছে প্রেমিকার বাবার কাছ থেকে, তায় এখন আবার পালক পিতা অভিযোগ আনছেন–কিছুই অস্বীকার করতে পারল না ও।

'আমাকে এবারের মত ক্ষমা করে দিন,' মিনতি করল ও। 'এত কঠিন সাজা দেবেন না।'

'এসব ঘটনা একবার নয়, বারবার ঘটছে,' বললেন মি. অলওয়ার্দি। 'কাজেই ওসব কথায় চিঁড়ে ভিজবে না।' টমের হাতে একখানা খাম ধরিয়ে দিয়ে ওকে বিদায় জানালেন তিনি। 'তুমি

যেতে পারো।'

খামের ভেতর যদিও পাঁচশো পাউন্ড ছিল, কিন্তু পরে লোকমুখে কথা রটল টমকে কপর্দকশূন্য অবস্থায় খেদিয়ে দেয়া হয়েছে–এমনকি খুলে রেখে দেয়া হয়েছে তার পরনের কাপড়-চোপড়ও। মি. অলওয়ার্দি নাকি এমনই পাষণ্ড পিতা!

টমকে পত্রপাঠ বের করে দেয়া হয়েছে বাড়ি থেকে। পরে অবশ্য সে তার কাপড়-চোপড় নেয়ার জন্যে লোক পাঠাতে পারবে। ঘোরগ্রস্ত মানুষের মত হেঁটে চলল ও।

মাইল খানেক গিয়ে, ছোট এক শাখা নদীর পাশে বিশ্রাম নিতে থামল। রাগে মাথা কাজ করছে না ঠিক মত। ইতিকর্তব্য ঠিক করতে বেশ অনেকটা সময় বয়ে গেল।

প্রথমে ভাবল, সোফিয়াকে চিঠি লিখবে। ওকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে বুকটা ভেঙে যাচ্ছে টমের, কিন্তু মেয়েটিকে তো ডোবাতে পারে না সে। পকেট খালি করে কাগজ-কলম খুঁজে নিল ও। তারপর লিখল:

'লক্ষ্মীটি, আমাকে তোমার কাছ থেকে চিরদিনের জন্যে চলে যেতে হচ্ছে। আমার দুর্ভাগ্যের কথা যখন জানবে, আমার জন্যে কোন চিন্তা কোরো না যেন। তোমাকে হারানোর পর দুনিয়ার কোন কিছুতেই কিছু এসে যায় না আমার। ওহ্, লক্ষ্মী সোফিয়া আমার! কলজেটা ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছে। আমাকে ক্ষমা কোরো। খোদা তোমার সহায় হোন।'

আবার হাঁটা দিল ও, চিঠিটা কিভাবে পাঠানো যায় ভাবছে।

খানিক বাদে টের পেল, আরে, পকেট তো শূন্য। শাখা নদীটার ধারে সব ফেলে এসেছে। তড়িঘড়ি ফিরে চলল ও।

ফিরতি পথে দেখা হয়ে গেল পুরানো বন্ধু, সেই গেমকীপারটির সঙ্গে। একসাথে ফিরে এল ওরা নদীর তীরে। কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছু পাওয়া গেল না। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, কেননা ওরা তো গেমকীপারের পকেট খুঁজে দেখেনি। ব্ল্যাক জর্জ অসৎ চরিত্রের লোক। টমের জিনিসপত্র একটু আগে কুড়িয়ে পেয়েছে সে কথা ভুলেও মুখে আনল না।

শেষ অবধি হাল ছেড়ে দিল টম। নাহ, আর পাওয়া যাবে না। মি. অলওয়ার্দির দেয়া খামটার কথাও ভুলে গেল সে। বেচারী ওটা খুলেও দেখেনি ভেতরে কি আছে। এবার ব্ল্যাক জর্জের ওপর বর্তাল টমের চিঠিটা সোফিয়ার মেইডের কাছে পৌঁছে দেয়ার ভার। জর্জ খুশি মনে কাজটা করে দিল, এবং পাল্টা যে চিঠিখানা নিয়ে এল সেটা এরকম:

'ওগো, আমার বাবা কেমন কড়া ধাঁচের লোক জানোই তো। তাঁকে এড়িয়ে চলবে। তোমাকে যে কি বলে সান্ত্বনা দেব ভেবে পাচ্ছি না। একটা কথা শুধু জেনে রেখো: কোন কিছুর বিনিময়েই আমার হাত কিংবা হৃদয় অন্য কেউ দখল করতে পারবে না।'

কতবার যে চুমো খেল টম চিঠিটাকে! কিন্তু পরিস্থিতির যেহেতু কোন পরিবর্তন হলো না, ব্ল্যাক জর্জের কাছে বিদায় নিয়ে, কাছের শহরটার উদ্দেশে হাঁটা দিল সে।

দশ

সে রাতটা এক সরাইখানায় কাটাল টম, আর কাপড়-চোপড় চেয়ে পাঠাল। পরদিন সকালে ব্লিফিলের এক চিঠিসহ এল সেগুলো। ব্লিফিল হেদায়েত করেছে ওকে। খোদার কথা মাথায় রেখে জীবনধারা পাল্টে নিতে বলেছে। চিঠিতে এ-ও মনে করিয়ে দেয়া হয়েছে, মি. অলওয়ার্দি আর ওর মুখ দেখতে চান না—যেখানে খুশি চলে যাক টম। প্রথমটায় কান্নায় ভেঙে পড়ল বেচারা, তারপর আবার সামলেও নিল।

'বেশ, তাই হোক,' মনস্থির করল। 'এখুনি চলে যাব আমি। কিন্তু কোথায়? আর টাকা-পয়সা ছাড়া করবটাই বা কি?'

সাগরেই না হয় বেরিয়ে পড়ি, ভাবল ও। কিন্তু পাঠক, ওকে অনুসরণ করার আগে আসুন সুকন্যা সোফিয়ার একটু খবর নেয়া যাক।

মি. জোনস গাঁ ত্যাগ করলে পরে, সোফিয়ার ঘরের দরজা খোলার অনুমতি দিলেন মি. ওয়েস্টার্ন।

'তোর বাবাকে কথা দিয়েছি,' বললেন ফুফু, 'ব্লিফিলের সঙ্গে বিয়েতে তোকে রাজি করাব। তোর আপত্তিটা কিসের বলবি?'

'একটাই কারণ,' বলল সোফিয়া। 'ওকে ঘৃণা করি আমি।'

'সোফি,' কড়া গলায় বললেন ফুফু, 'আজকের জমানায় স্বামীকে ভাল না বাসাটাই ফ্যাশন। তুই এযুগের মেয়ে, কেন বুড়োমানুষদের মত চিন্তা করবি?'

'অত কথা জানি না, ব্লিফিলকে আমি বিয়ে করছি না।'

ওয়েস্টার্ন বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন, এবার ঘরে প্রবেশ করে সগর্জনে বোনের উদ্দেশে আঙুল তুলে বললেন, 'এই তুমি এজন্যে দায়ী। তুমি ওকে অবাধ্য হতে শিখিয়েছ। ছোটবেলায় এরকম ছিল না ও। ভাতিজীকে মানুষ করার নামে তাকে বেয়াদবি শিক্ষা দিয়েছ।'

'আমি? বলো তুমি, তোমার গ্রাম্য চাল-চলন দেখে দেখে মেয়েটা যেটুকু যা শিখেছিল সব ভুলে গেছে।'

সে কি তর্কাতর্কি ভাই-বোনের। বাড়ি মাথায় উঠল। ক্রুদ্ধ মিসেস ওয়েস্টার্ন তাঁর ক্যারিজ ডাকতে গেলে তবে শান্তি নামল।

'বাবা,' বলল সোফিয়া, 'কোন সন্দেহ নেই তোমার বোন তোমাকে ভালবাসেন। ভুলে যেয়ো না, উনি ওঁর উইলে তোমাকে সমস্ত সম্পত্তি দান করেছেন।'

এই রে, টনক নড়ল ওয়েস্টার্নের। রাগের মাথায় বোন উইল পরিবর্তন করে বসে যদি? রক্ষে করো! হন্তদন্ত হয়ে বোনের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন ঘর ছেড়ে। একটু পরে, মাফ-টাফ চেয়ে, বুঝিয়ে-শুনিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন তাঁকে।

মিসেস ওয়েস্টার্ন এবার ঘরে ঢুকেই এত্তেলা দিলেন: 'শুভ কাজে দেরি করতে নেই।'

পরদিন আবার আমন্ত্রণ পেল ব্লিফিল।

'যাও, দেখা করোগে,' ব্লিফিলকে দেখে বললেন ওয়েস্টার্ন। 'তোমার মামার সাথে আজই কথা পাকা করে ফেলব। চাইলে কালই বিয়ে হতে পারে।'

ব্লিফিলের আপত্তির কোন কারণ নেই। কিন্তু সোফিয়ার চোখ কান্নাকাটির ফলে টকটকে লাল, ভারী ভারী দীর্ঘশ্বাস পড়ছে বেচারীর। ওদিকে এক ঢিলে দুই পাখি মারার আশায় বিভোর ব্লিফিল। জন্মশত্রুর মানসীকে তো বিয়ে করছেই; তবে তারচেয়েও বড় আকর্ষণ ভবিষ্যতে স্ত্রীর বিপুল সম্পত্তি বাগানোর সম্ভাবনা। কাজেই বিয়ে করতে একপায়ে খাড়া সে।

চুক্তি স্বাক্ষরের পর উকিলরা বিদায় নিল। সোফিয়ার মেইড এসময় ছুটতে ছুটতে এল ওর কাছে।

'ম্যাডাম, আপনাকে একটা কথা জানানো দরকার,' বলল মিসেস অনার। 'সাহেব একটু আগে মি. সাপলকে লাইসেন্সের ব্যবস্থা করতে বললেন। কালই যাতে বিয়েটা সেরে ফেলা যায়।'

'এখন কি হবে?' অসহায় কণ্ঠে প্রশ্ন করল সোফিয়া।

'আমি হলে তো দ্বিতীয়বার ভাবতাম না। মি. ব্লিফিলের মত সুপাত্র লাখে একটা মেলে।'

'অনার, তার আগে গলায় দড়ি দেব আমি।'

'ওসব কথা বলবেন না, আমার ভয় করে।'

'অনার,' বলে চলল সোফিয়া, 'কি করতে হবে ঠিক করে ফেলেছি। আজ রাতেই বাড়ি ছেড়ে পালাব আমি, তুমি থাকবে তো আমার সঙ্গে?'

'আমি আপনার সাথে দুনিয়ার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত যেতে রাজি,' অভয় দিল অনার। 'কিন্তু যাবেন কোথায় তা ঠিক করেছেন?'

'লন্ডনে যাব। ওখানে আমাদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়া থাকে। ফুফুর কাছে যখন থাকতাম তখন প্রায়ই গেছি ওঁর বাসায়। হ্যাঁ, লন্ডন যাচ্ছি আমরা।'

টমকে রাস্তায় ছেড়ে এসেছিলাম আমরা, নাবিক হয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করার কথা ভাবছিল সে। সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসতে, এক সরাইখানায় ডিনার করতে ঢুকল। তারপর আগুনের পাশে বসে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেও জানে না।

মাঝরাতে গেটের কাছে মহা হট্টগোল। সরাই মালিক গেট খুলে দিতেই হুড়মুড় করে কিচেনে এসে ঢুকল লাল উর্দি পরা সৈনিকের দল। উচ্চকণ্ঠে বীয়ার চাইছে সবাই।

ঘুমের দফারফা টমের। তবে সৈনিকদের সঙ্গে মুহূর্তেই গল্পে মেতে গেল সে। ওরা রীতিমত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সৈনিকদের যখন বিদায় নেয়ার সময় হলো।

রাজা জর্জের পক্ষে লড়ছে ওরা, উত্তরের এক বিদ্রোহী সেনাদলকে দমন করতে যাচ্ছে। টমও নৈতিক সমর্থন দিল ওদেরকে, যেতে চাইল নতুন বন্ধুদের সঙ্গে।

সারাটা দিন মার্চ করল ওরা। পথে হাস্য-কৌতুক করে পার করে দিল সময়টুকু। সন্ধ্যে নাগাদ যেখানে পৌঁছল, এক বৃদ্ধ ক্যাপ্টেন সেখানকার সরাইখানায় অপেক্ষা করছিলেন ওদের জন্যে। টমকে সৈনিকদের মাঝে দেখে ভদ্রলোক স্তম্ভিত ওকে

তাঁর সঙ্গে ডিনার খেতে আমন্ত্রণ জানালেন, সে সঙ্গে বাদবাকি সৈন্যদেরকেও দাওয়াত দিলেন।

ডিনার সারার পর, যুদ্ধের প্রসঙ্গ উঠল। নর্দারটন নামে এক সৈনিকের ইতোমধ্যে খানিকটা নেশা ধরেছে। কে জানে কেন, টমকে তার প্রথম থেকেই পছন্দ হয়নি। সবার সামনে ওকে বোকা বানানোর সুযোগ খুঁজতে লাগল সে।

সৈনিকরা ঠিক করল তাদের প্রিয়তমাদের স্বাস্থ্য কামনা করে পান করবে। টমের পালা এলে, সে মিস সোফিয়া ওয়েস্টার্নের নাম বলল। ও ভাবতেও পারেনি এখানে উপস্থিত কেউ মেয়েটির নাম শুনে থাকতে পারে।

'আমি, এক সোফি ওয়েস্টার্নকে চিনতাম,' বলল নর্দারটন। 'বাথের অর্ধেক পুরুষমানুষের সাথে বিছানায় গেছে সে। এ-ই কি সেই নাকি?'

'অসম্ভব,' তীব্র প্রতিবাদ টমের কণ্ঠে। 'আমি যার কথা বলছি সে বড় ঘরের মেয়ে, অগাধ সম্পত্তির মালিক।'

'আরে, তার কথাই তো বলছি,' বলল নর্দারটন। সোফিয়াকে একবার ফুফুর সাথে বাথে ঘুরে বেড়াতে দেখেছিল সে। ফলে ওর নিখুঁত বর্ণনা দিতে পারল লোকটা। এ-ও বলল, সমারসেটে মেয়েটির বাবার বিপুল সম্পত্তি রয়েছে।

'এ ধরনের রসিকতা মোটেই পছন্দ নয় আমার। অন্য কোন তামাশা থাকলে করো,' টম তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল নর্দারটনের উদ্দেশে।

'কি বলছ তুমি, রসিকতা?' পাল্টা ঝাঁঝ দেখায় নর্দারটন

'আমি ফালতু রসিকতা পছন্দ করি না। এটা জানো, টম ফ্রেঞ্চ ওই ফুফু-ভাস্তি দু'জনকেই বিছানায় নিয়েছে?'

'চাপাবাজির আর জায়গা পাও না, না!' গর্জে উঠল টম। 'মিথ্যুক কোথাকার!'

ক্রুদ্ধ নর্দারটন মুখ খিস্তি করে ওর মাথা বরাবর একটা বোতল ছুঁড়ে মারল। টম বোতলের আঘাতে মাটিতে পড়ে গিয়ে, নিথর হয়ে গেল। ঝরঝর করে রক্ত ঝরতে দেখে প্রমাদ গুণল নর্দারটন। মানে মানে সটকে পড়তে যাবে, এসময় ক্যাপ্টেন ওকে থামিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কথাটা কি সত্যি?'

'এক বর্ণও না,' বলল নর্দারটন। 'একটু দুষ্টামি করছিলাম আরকি।'

'তোমার দুষ্টামির কারণে একটা লোক মারা পড়েছে,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন, 'কাজেই তোমাকে গ্রেপ্তার করছি আমি।'

কিন্তু নর্দারটন সবার হাতকে ফাঁকি দিয়ে, রাতের আঁধারে লম্বা দিল।

এগারো

মেঝেতে নিস্পন্দ শুয়ে টম, প্রাণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ওর

মধ্যে। নর্দারটনের পেছনে ক'জন সৈনিককে লেলিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন, আর এক ভৃত্যকে পাঠালেন ডাক্তার ডেকে আনতে।

ক'জন অফিসার মিলে ধরাধরি করে তুলে একটা চেয়ারে বসাল টমকে। তার শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে দেখে স্বস্তিবোধ করল ওরা। শীঘ্রি ডাক্তার এসে গেলেন। রোগীকে তক্ষুণি বিছানায় নিয়ে গিয়ে শোয়াতে নির্দেশ দিলেন তিনি।

টমকে পরীক্ষা করে, নিচে নেমে এলেন ডাক্তার। সরাইখানার ল্যান্ডলেডীর সাথে ওখানে বসে ছিলেন ক্যাপ্টেন।

'মারা যাবে না তো?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন।

'মারা তো আমরা সবাই যাব,' জবাব দিলেন ডাক্তার।

'বিপদ কেটেছে?' ল্যান্ডলেডীর প্রশ্ন।

'এখনও বলা যাচ্ছে না।'

'মানুষের রক্ত ঝরানো খুব বিশ্রী ব্যাপার,' বললেন ল্যান্ডলেডী, 'অবশ্য শত্রুদের কথা বলছি না। কবে যে আমাদের শত্রুগুলো সব নিপাত যাবে আর কবে যে ট্যাক্স কমবে, খোদা মালুম।'

রাত আরও বাড়লে পরে সজাগ হলো টম, ক্যাপ্টেনের খোঁজ করল। ক্যাপ্টেন এলে তাঁকে এই বলে আশ্বস্ত করল, এখন ভাল আছে সে। 'একটা তরোয়াল জোগাড় করে দেবেন?' বলল ও। 'নর্দারটনের সাথে লড়তে চাই।'

'তোমার সাহসের প্রশংসা করতে হয়,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'কিন্তু তুমি এখন দুর্বল, তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন।'

'কিন্তু এটা যে আমার ইজ্জতের প্রশ্ন!'

'আপাতত ইচ্ছেটাকে শিকেয় তুলে রাখো, বাছা,' বললেন

ক্যাপ্টেন। 'নর্দারটন পালিয়েছে।'

ক্যাপ্টেন বিদায় নিলে ফের ঘুমে তলিয়ে গেল টম। ঘুম যখন ভাঙল তখন পড়ন্ত বিকেল। ল্যান্ডলেডী চা নিয়ে এসে জানালেন, ডাক্তার ও গোটা সেনাবাহিনী বিদায় হয়ে গেছে। কি আর করা। টম তাঁর কাছে কিছু খাবার চাইল, আর একজন নাপিতকে পাঠাতে অনুরোধ করল।

আজ বেশ চনমনে বোধ করছে ও। ক্লান্তি কিংবা দুর্বলতার লেশমাত্র অনুভব করছে না। নাপিত আসার আগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক গায়ে চড়াল ও।

একটু পরেই এল নাপিত। দাড়ি কামাতে বসল টমের। সময় নিচ্ছে লোকটা, কিন্তু টমের তর সইছে না।

'আমি তাড়াহুড়ো করে কাজ করতে পারি না,' বলল লোকটা। 'ফেস্টিনা লেন্টে।'

'আরে, লাতিন জানো নাকি,' আশ্চর্য হয়ে বলল টম। 'শিক্ষিত লোক মনে হচ্ছে?'

'হলে কি হবে, খুব গরীব, স্যার,' বলল নাপিত। 'সত্যি বলতে কি, ওই শিক্ষাই আমাকে খেয়েছে, স্যার। বাবা চেয়েছিলেন আমি নাচের শিক্ষক হই, কিন্তু তা না হয়ে করলাম লাতিন নিয়ে পড়াশোনা। বাপ আমার এমন খেপাই খেপল, টাকা-পয়সা যা ছিল সব ভাগ করে দিল আমার ভাইদের মধ্যে।'

'বেশ ইন্টারেস্টিং তো,' বলল টম। 'তোমার সম্পর্কে কৌতূহল হচ্ছে। এক কাজ করো না, আজ রাতে আমার সাথে এক গেলাস পান করো?'

'এক গেলাস কেন, আপনি বললে বিশ গেলাসও পান করতে পারি, স্যার। আপনি ভাল মানুষ, আপনার সাথে গল্প করতে পারলে ভাল লাগবে, স্যার।'

পরিপাটী সাজে সজ্জিত টম গটগট করে নেমে এল নীচে। এতটাই সুদর্শন দেখাচ্ছে ওকে, সরাইখানার এক তরুণী কাজের মেয়ে পট করে ওর প্রেমে পড়ে গেল। টম যতক্ষণ ডিনার সারল, নাপিতটি কিচেনে বসে রইল ল্যান্ডলেডীর সাথে।

'ও ভদ্রলোকের ছেলে না,' ল্যান্ডলেডী বললেন নাপিতকে। 'মি. অলওয়ার্দি নাকি ওকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন।'

'তারমানে চাকর?' বলল নাপিত। 'নাম কি?'

'বলল তো জোনস, এখন নকল না আসল কে জানে।'

'জোনস হলে সত্যি কথাই বলেছে,' বলল নাপিত। 'আর ও খুব সম্ভব মি. অলওয়ার্দির ছেলে।'

ডিনারের পর, টম বোতল আনাতে নাপিত তার সঙ্গে গিয়ে বসল। টম একটা গেলাসে ওয়াইন ঢেলে ওটা তুলে ধরল

'তোমার সুস্বাস্থ্য কামনা করি, ডক্টিসিমে টনসোরাম,' বলল।

'আগো টিবি গ্রেটিয়াস, ডমাইন,' জবাব দিল নাপিত। তারপর আরেকটু লেজুড় লাগাল, 'স্যার, আপনার নাম কি জোনস?'

'হ্যাঁ।'

'অবাক কাণ্ড,' বলল নাপিত। 'মি. জোনস, আপনি আমাকে চেনেন না। অবশ্য চিনবেনই বা কি করে? সেই কোন ছোটবেলায় একবার দেখেছিলেন। মি. অলওয়ার্দি কেমন আছেন? আহা, বড় ভালমানুষ!'

'আপনি আমাকে চেনেন মনে হচ্ছে,' টমের কণ্ঠে সামান্য সন্দেহের ছোঁয়া।

'স্যার, আমি কি জানতে পারি আপনি কোথায় চলেছেন?'

'গেলাসটা ভরে নাও, নাপিত সাহেব। আর কোন প্রশ্ন নয়, কেমন?'

'মাফ করবেন, স্যার। আপনার মত একজন বিশিষ্ট ভদ্রসন্তান যখন চাকর ছাড়া সফর করেন, তখন ধরে নেয়া যায় তিনি কাসু ইনকগনিটোতে পড়েছেন। আমি কথা দিচ্ছি, স্যার, কোন কথাই আমার পেট থেকে বেরোবে না।'

'তোমার যা পেশা তাতে কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।'

'আহ, স্যার,' আহত কণ্ঠে বলে নাপিত। 'আমি তো চিরদিন নাপিত ছিলাম না। নন সি মেল নাঙ্ক এট ওলিম সিক এরিট। জীবনের বেশিরভাগটা কাটিয়েছি ভদ্রলোকদের সাথে মেলামেশা করে। আপনার প্রতি আমার দারুণ শ্রদ্ধা জন্মেছে। আপনি ব্ল্যাক জর্জের জন্যে যা করেছেন, লোকে শত মুখে তার তারিফ করে। আমাকে আপনি বন্ধু ভাবতে পারেন, স্যার।'

বিপদে সবারই বন্ধু প্রয়োজন, আর টম তো চিরকালই দিল-দরিয়া মানুষ। নাপিতের ব্যবহার ও ভাঙা-ভাঙা লাতিন প্রমাণ করে, লোকটা সাধারণ কেউ না। কাজেই টম ওকে সব বৃত্তান্ত অকপটে জানাল।

নাপিত চালাক লোক। টম তার গল্পে একটি বিষয় এড়িয়ে গেছে, টের পেল সে। ব্রিফিল তার পথের কাঁটা একথা বললেও, সযত্নে গোপন করে গেছে প্রেমিকার নামটা। নাপিত জিজ্ঞেস

করলে মুহূর্তের জন্যে থমকাল টম। তারপর বলল, 'তোমাকে বিশ্বাস করে নামটা বলছি, কাউকে বোলো না। ওর নাম সোফিয়া ওয়েস্টার্ন।'

'মি. ওয়েস্টার্নের মেয়ে এত বড় হয়ে গেছে!' নাপিত বলে ওঠে। 'ওর বাপকে আমি এইটুকু দেখেছি। হুঁ, টেম্পাস এডাক্স রেরাম।'

টম এতক্ষণ বকবক করে ক্লান্তি বোধ করছে, তাই বিশ্রাম নিতে চলে গেল নিজের কামরায়। সকালে ডাক্তারের খোঁজ করল, কিন্তু পাওয়া গেল না তাকে। তার বদলে ওর কাছে পাঠানো হলো নাপিতকে।

টম তো হতভম্ব। 'আমি তো ডাক্তার ডাকতে বলেছি, নাপিত সাহেব,' বলল ও। 'তাকে দিয়ে ব্যান্ডেজ খোলাব।'

'বলতে নেই, স্যার,' লজ্জা-লজ্জা ভাব করে বলল নাপিত। 'আমি নিজেই একজন ডাক্তার। দিন না, ব্যান্ডেজ খুলে দিচ্ছি।'

টম তেমন ভরসা পেল না, কিন্তু লোকটা যখন এত দৃঢ়তার সাথে বলছে, না দিয়ে পারল না। ব্যান্ডেজ খুলে ওর মাথার দিকে চেয়ে রইল নাপিত। টমের ক্ষতস্থান দেখে ভয়ার্ত অস্ফুট শব্দ করতে লাগল সে।

ঠাট্টা করছে লোকটা, ধারণা করল টম।

'তামাশা রাখো,' কঠোর কণ্ঠে বলল। 'কি দেখতে পাচ্ছ ঠিক ঠিক বলো।'

'বলছি, বলছি। যদি নতুন একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিই, তাহলে খুব শিগ্‌গিরি সেরে উঠবেন দেখতে পাচ্ছি।'

'যাই বলো, নাপিত সাহেব, থুড়ি ডাক্তার সাহেব, মানে নাপিত-ডাক্তার আরকি,' নতুন ব্যান্ডেজ লাগানো হলে পরে বলল টম, 'তুমি বড় আজব লোক বাপু। তোমার জীবন কাহিনী শুনতে ভারী ইচ্ছে করছে। বলো না শুনি?'

'বেশ তো, শুনবেন,' বলল ওর বন্ধু। 'তবে তার আগে দরজাটা বন্ধ করে দিই।' কাজটা সেরে এসে তারপর বলল, 'শুরুতেই বলে নিচ্ছি, স্যার, আপনি কিন্তু আমার মহাশত্রু।'

'আমি? তোমার মহাশত্রু?' টম থ বনে গেছে।

'রাগ করবেন না, স্যার। আপনি তখন একেবারে দুধের শিশু, আমার ক্ষতি করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমার নামটা বলার পর সবই বুঝতে পারবেন। আপনি কি, স্যার, কখনও পারট্রিজ নামটা শুনেছেন? যাকে আপনার বাবার সম্মান দেয়া হয়েছিল, আর সেই সম্মানের ঠেলায় যে বেচারা কুপোকাত হয়ে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ, শুনেছি তো,' বলল টম। 'আমি তো জানি আমি তারই সন্তান।'

'আমিই সেই হতভাগ্য পারট্রিজ, স্যার, কিন্তু আপনি আমার সন্তান নন!'

বারো

দু'জনের মধ্যে বেশ অনেকক্ষণ কথা হলো। টম প্রতিশ্রুতি দিল, দুর্ভাগা লোকটির দুর্ভোগ লাঘব করতে সাধ্যমত চেষ্টা করবে সে।

'কিন্তু আপনি হয়তো ভাবছেন আপনাকে আমি খরচাপাতি দিতে পারব,' বলল টম। সম্বোধন পাল্টে ফেলেছে। 'আসলে তা পারব না।' পারট্রিজকে শূন্য পার্সটা দেখাল।

প্রথম থেকেই পারট্রিজের দৃঢ় ধারণা, টম মি. অলওয়ার্দির সন্তান। কিন্তু তাঁর মত মানুষ ছেলেকে দূর করে দিতে গেলেন কেন ভেবে পাচ্ছে না সে। তার মনে হলো, টমের গল্পটা বানোয়াট–টম আসলে বাড়ি থেকে পালিয়েছে। ওকে বুঝিয়েশুনিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলে, মি. অলওয়ার্দি নিশ্চয়ই উদার হাতে বকশিশ দেবেন।

টমকে বলল সে, 'এখন টাকা নেই তো কি হয়েছে, স্যার, অদূর ভবিষ্যতে এসে যাবে। আমাকে এখন কিছু দিতে হবে না। শুধু বন্ধু হিসেবে সাথে রাখলেই চলবে।'

টম কি আর করে। এত করে যখন বলছে তখন তো আর ফেলে দেয়া যায় না। কাজেই, ক'খানা ধোয়া শার্ট শুধু সঙ্গে রাখল ওরা। টমের বাকি জিনিসপত্র পারট্রিজের বাসায় রেখে মেলা দিল

ওরা।

পথে পারট্রিজের সান্নিধ্য উপভোগ করল টম। হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে গ্লস্টারে এসে পৌছল ওরা। এখানে এক সরাইখানায় ঢুকে খেয়ে নিল। খাওয়ার পর টম সিদ্ধান্ত নিল, সারা রাত ধরে হাঁটবে।

ওরা যখন গ্লস্টার ছাড়ল, ঘড়িতে তখন পাঁচটা। শীতের মাঝামাঝি, চাঁদ রয়েছে আকাশে। ফলে বেশ একটা আলো-আঁধারি পরিবেশ। কবি-কবি হয়ে উঠল টমের মন। চাঁদ নিয়ে লেখা কিছু প্রেমের কাব্য ধ্বনিত হলো ওর কণ্ঠে। লাতিনে বিশেষজ্ঞের মতামত পেশ করল পারট্রিজ। এভাবে পাঁচ মাইল পায়ে হেঁটে মেরে দিল ওরা।

সহসা একসময় থমকে দাঁড়াল টম। 'কে জানে, পৃথিবীর সবচাইতে সুন্দরী মেয়েটিও হয়তো এই সময় চাঁদের শোভা উপভোগ করছে।'

'হয়তো, স্যার,' বলল পারট্রিজ। 'কিন্তু ভালবাসার মানুষটিকে কাছে পেতে চাইলে, আপনার তো, স্যার, ফিরে যাওয়া উচিত।'

'আপনি যেতে চাইলে যেতে পারেন,' বলল টম। 'কিন্তু আমি যাচ্ছি না।'

'তাহলে আমিও আপনার পিছু ছাড়ছি না।'

শীতের রাত অগ্রাহ্য করে হেঁটে চলল ওরা। পুবাকাশ রাঙা হতে, পাহাড়ের ওপর গড়িয়ে নেয়ার মত একটা জায়গা খুঁজে পাওয়া গেল। দু'জনের মধ্যে টমের ঘুমটা আগে ভাঙল।

পাহাড়ের নিচে বনভূমি, এক মহিলার আর্তচিৎকার ভেসে এসেছে ওখান থেকে। এক মুহূর্ত কান পেতে শুনল টম, তারপর তরতর করে পাহাড় বেয়ে নেমে ঢুকে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে।

দৃশ্যটা আতঙ্ককর। এক অর্ধনগ্না নারীর গলায় বেল্ট পেঁচিয়ে, এক লোক তাকে গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয়ার অপচেষ্টা করছে।

টম কোন প্রশ্ন করল না, হাতের লাঠিটা দিয়ে বেধড়ক পিটুনি দেয়া শুরু করল লোকটিকে—একদম মাটিতে শুইয়ে তবে ছাড়ল। আরও লাগাতে যাচ্ছিল, শেষমেষ মহিলার অনুনয়-বিনয় শুনে থামল।

অসহায় নারীটি এবার হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে কৃতজ্ঞতা জানাল উদ্ধারকর্তাকে। টম তাকে ধরে দাঁড় করাতে সে গদগদ কণ্ঠে বলল, 'আপনি মানুষ না, দেবতা!'

কোন সন্দেহ নেই টম সুপুরুষ। দেবতাদের যদি যৌবন, সুস্বাস্থ্য, শৌর্য-বীর্য, সজীবতা, উদ্যম, সৎ চরিত্র এসব গুণ থেকে থাকে, তবে টমকে নিঃসন্দেহে তাদের একজন মনে করা যেতে পারে বৈকি।

কিন্তু মহিলাটির মধ্যে দেবীর কোন চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল না। মাঝ বয়স, দেখতেও সাদামাঠা, কিন্তু হলে কি হবে, ছিন্নবস্ত্রা মহিলাটি ঠিকই টমের চোখ টানল। ভূপাতিত লোকটা যতক্ষণ না নড়াচড়া করল, নীরবে দাঁড়িয়ে রইল ওরা। লোকটার মুখ এতক্ষণে ভালমত দেখতে পেল টম। এবং দেখামাত্র হতবাক হয়ে গেল। এ লোক আর কেউ নয়, স্বয়ং নর্দারটন।

নর্দারটনের বেল্টটা দিয়ে ওর দু'হাত পেছনদিকে কষে বাঁধল

টম। তারপর তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে বলল, 'কিহে, নর্দারটন, চিনতে পারছ আমাকে? সেদিন তো প্রায় মেরেই ফেলেছিলে। বিধাতাই বদলা নেয়ার জন্যে আমাদের আবার সাক্ষাৎ করিয়ে দিয়েছেন।'

মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করল টম, সে পরনের কাপড় জোগাড় করতে পারবে কিনা। কিন্তু বেচারী নাচার। এ তল্লাটে এই প্রথম এসেছে। অগত্যা ওদেরকে ওখানে রেখে টম নিজেই রওনা হলো।

ব্যর্থ মনোরথে ফিরে এসে দেখে মহিলাটি একা। হাত বাঁধা থাকলে কি হবে, পা তো খোলা ছিল নর্দারটনের—মহাফুর্তির সঙ্গে বনভূমির ভেতর গা ঢাকা দিয়েছে সে।

'ওকে খোঁজাখুঁজি করে সময় নষ্ট কোরো না,' মিনতি করল মহিলা। 'আমাকে দয়া করে কাছের শহরটায় নিয়ে চলো।'

টম ওর কোটটা সাধল মহিলার আব্রু রক্ষার উদ্দেশ্যে, কিন্তু কি এক রহস্যময় কারণে মহিলা তা প্রত্যাখ্যান করল। 'তাহলে আমি আগে আগে থাকি,' বলল ও। 'নইলে আপনার অস্বস্তি বোধ হবে।' টম যদিও নাক বরাবর দৃষ্টি ধরে রাখতে চাইল, কিন্তু মহিলা একটু পরপরই ঘ্যান-ঘ্যান করতে লাগল পিছিয়ে এসে তাকে সাহায্য করার জন্যে। অবশেষে আমাদের নায়ক নিরাপদে সঙ্গিনীকে আপটন শহরে এনে হাজির করল।

শহরে পৌঁছে, সেরা সরাইখানাটায় তুলল টম মহিলাটিকে। ওপরতলার একখানা কামরা ভাড়া করল ও। একজন বেয়ারার

পিছু পিছু ওপরে উঠে যাচ্ছে, সরাইমালিক চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, ওই ফকিরনীটা কোথায় যায়? অ্যাই নামো, নামো!'

'ভদ্রভাবে কথা বলুন,' গর্জাল টম। সঙ্গিনীকে তার কামরায় বহাল করে নেমে এল নিচতলায়। সরাই মালিকের স্ত্রীকে বলল, কিছু পরিধেয় ওর অতিথির জন্যে পাঠিয়ে দিতে।

আমাদের নায়ক সবান্ধব যে সরাইখানাটিতে উঠেছে সেটি খুবই নামকরা। আয়ারল্যান্ড ও উত্তর ইংল্যান্ডের অভিজাত মহিলারা বাথে যাওয়ার পথে এখানে ওঠে। ফলে, ল্যান্ডলেডী চায় না তার সরাইখানার বদনাম হোক। যত তাড়াতাড়ি টম ও তার অর্ধউলঙ্গ বান্ধবীকে বিদেয় করে দেয়া যায় ততই মঙ্গল।

ভারী একখানা হাঁড়ি হাতে ল্যান্ডলেডী সবে ওপরতলায় যাবে বলে পা বাড়াচ্ছিল, সে সময় টম নেমে এসে কাপড় চায়। দু'জনের কথা হচ্ছে, এমনিসময় ল্যান্ডলর্ড এসে হাউমাউ জুড়ে দিল। যা মুখে আসে তাই বলছে ওপরতলার মহিলাটির উদ্দেশে।

টম মেজাজ হারিয়ে ল্যান্ডলর্ডকে মেরে বসতে, ল্যান্ডলেডী ওকে লক্ষ্য করে হাঁড়িটা তুলল। ঠিক সে মুহূর্তে পারট্রিজ এসে ঢুকল ওখানে, টমকে খুঁজে পেয়ে যারপরনাই আনন্দিত। বিপদ বুঝে ল্যান্ডলেডীর বাহু চেপে ধরল ও। ঝাড়া দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ধাঁই করে পারট্রিজকে মেরে বসল মহিলা। সে বেচারা পলকে ভূমিশয্যা নিল।

রক্তাক্ত সংঘর্ষ হঠাৎই থেমে গেল বাইরে ঘোড়া ও ক্যারিজের থামতে দাঁড়ানোর শব্দে। স্বামী-স্ত্রী ছুটে গেল অতিথি বরণ করতে। এক তরুণী এসেছে মেইডকে সাথে করে। ওদেরকে ওপরতলার

সেরা কামরাটিতে নিয়ে যাওয়া হলো।

টম দৌড়ে গিয়ে বিশ্বস্ত পারট্রিজকে মেঝে থেকে ওঠাল, তারপর পানি দিয়ে রক্তাক্ত নাকটা ধুয়ে আসার জন্যে বাইরে পাঠিয়ে দিল। এই ফাঁকে, যাকে নিয়ে এত গণ্ডগোল সেই নগ্ন মহিলাটি নেমে এসেছে নিচে—একখানা টেবিলক্লথ কেবল সম্বল তার। তাই দিয়ে লজ্জা নিবারণ করছে।

একটু পরে, এক সৈনিক এসে ঢুকল। বীয়ার চাই তার, আর ঘুমানোর জন্যে খানিকটা জায়গা। টমের সঙ্গিনী তার দৃষ্টি কাড়ল।

'ম্যাডাম,' বিস্মিত সৈনিকটি বলল, 'আপনি ক্যাপ্টেন ওয়াটার্সের স্ত্রী না? আপনার এই দশা কেন? কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে নাকি?'

'ঘটেছে বৈকি,' বলল মিসেস ওয়াটার্স। 'কপাল ভাল এই ভদ্রলোক ছিলেন। উনি আমাকে উদ্ধার করেছেন।'

'ক্যাপ্টেন নিশ্চয়ই ওঁকে ধন্যবাদ জানাবেন,' বলল সৈনিকটি। 'আমি আপনার কি খেদমত করতে পারি বলুন।'

লোকটির তেলানো কথা শুনে এবার ছুটে এল ল্যান্ডলেডী। মিসেস ওয়াটার্সের কাছে কতভাবেই না ক্ষমা চাইল! এমনকি পরার জন্যে কাপড়ও সাধল।

'কি করে বুঝব, ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক পরে এক মহিয়সী নারী এসেছেন আমার এখানে?' বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার উদ্দেশ্যে বলল। 'আগে যদি জানতাম, তবে ওসব কথা বলার আগে নিজের জিভ পুড়িয়ে ফেলতাম।'

টমের অনুরোধে ল্যান্ডলেডীর ক্ষমাপ্রার্থনা মঞ্জুর করল মিসেস

ওয়াটার্স। এবার দুই মহিলা চলে গেল ওপরতলায়। পারট্রিজ নাক ধুয়ে ফিরে এলে ল্যান্ডলর্ড বীয়ার নিয়ে এল। অবশেষে শান্তি ফিরে এল সরাইখানায়।

তেরো

টমের পেটে কাল সারাটা দিন প্রায় কিছুই পড়েনি। কাজেই মিসেস ওয়াটার্স তার ঘরে ওকে ডিনার খেতে আমন্ত্রণ জানালে সানন্দে রাজি হয়ে গেল। তিন পাউন্ড মাংস টমের ভোগে লাগার পর, মিসেস ওয়াটার্স অন্য নজরে দেখতে লাগল ওকে।

টম সত্যিই সুদর্শন যুবক এত সুন্দর ছেলে খুব কমই দেখা যায়। প্রথম দর্শনেই ভাল লাগার মত একজন মানুষ। আর ব্যবহারটাও ভারী খাসা।

মিসেস ওয়াটার্স এসব গুণ লক্ষ করে ওর ভক্ত হয়ে পড়ল। বলতে নেই, সে আসলে টমের প্রেমে পড়ে গেছে। এখন টমকে সেটা জানানোর উপায়?

প্রথমে বার কয়েক কটাক্ষ হানে সে, কিন্তু টম তখন খাওয়ায় মশগুল। হায়! এরপর দীর্ঘশ্বাস মোচন করল সুডৌল বুক ফুলিয়ে, কিন্তু টম বীয়ারের ছিপি খুলতে মিষ্টি শব্দটা চাপা পড়ে যায়। এমনিভাবে ষোলোকলার বেশ কিছু কলা ইস্তেমাল করল মহিলা,

কিন্তু কাজ হলো না। আমাদের টমের আর কি দোষ? খিদের জ্বালায় কাহিল যুবকটির অতসব খেয়াল করার অবসর কোথায়? পেটের জ্বালা বড় জ্বালা!

ডিনার সারার পরে নবোদ্যমে আক্রমণ চলল। প্রথমেই মিষ্টি হাসি। হাসিটায় এমন একটা কিছু ছিল, ঢোক গিলল টম। শত্রুর পরিকল্পনা আঁচ করতে পেরে আত্মরক্ষার দুর্বল প্রচেষ্টা নিল। প্রিয়তমা সোফিয়ার অপরূপ মুখখানা কল্পনায় ফুটিয়ে তুলতে চাইল। কিন্তু মেয়েমানুষ পেছনে লাগলে অত সহজে কি পার পাওয়া যায়? শীঘ্রিই ওর হৃদয় হরণ করে নিল মিসেস ওয়াটার্স। পাঠক, আমরা এখন আলগোছে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি আসুন।

ওদেরকে নিয়ে কিচেনে আলোচনায় মগ্ন হয়েছে সরাই মালিক, তার স্ত্রী, পারট্রিজ, সৈনিকটি আর ক্যারিজ চালক।

সৈনিকটি জানাল, মিসেস ওয়াটার্স ক্যাপ্টেন ওয়াটার্সের স্ত্রী, তবে কেউ কেউ বলে তাদের নাকি সত্যিকার বিয়ে হয়নি। এ-ও জনরব আছে, নর্দারটনের সঙ্গে বেশ ঢলাঢলি ছিল মহিলার। ক্যাপ্টেন যদিও এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না।

'মনিবের সাথে কোথায় চলেছেন?' পারট্রিজকে জিজ্ঞেস করে সৈনিকটি।

'উনি আমার মনিব নন,' সাফ বলে দিল পারট্রিজ। 'আমরা বন্ধু। অ্যামিকাম সামাস। আমি একজন স্কুলমাস্টার আর উনি গাঁয়ের এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক।'

'তা অমন বিশিষ্ট ভদ্রলোকটি পায়ে হেঁটে চলেছেন কেন?'

সরাই মালিক তির্যক সুরে জবাব চায়।

'আমার জানা নেই,' বলে পারট্রিজ। 'গ্লস্টারে ওঁর এক ডজন ঘোড়া আর চাকর-বাকর আছে, কিন্তু কাল রাতে হঠাৎ ঠিক করলেন পায়ে হাঁটবেন।'

রাজার স্বাস্থ্য কামনা করে পান করল সৈনিকটি, তারপর খানিক বাদে জোশের বশে লড়াই করতে চাইল। ক্যারিজ চালক রাজি হলো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়। বাজি ধরে শুরু হলো লড়াই। শার্ট খুলে ফেলেছে দু'জনে। তুমুল লড়াইয়ের পর হার মানল ক্যারিজ চালক।

ওপরতলায় যে তরুণী ভদ্রমহিলা বিশ্রাম নিচ্ছিল, সে খবর পাঠিয়েছে ক্যারিজ তৈরি করতে। ফের যাত্রা আরম্ভ করবে। কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব? ক্যারিজ চালক ইতোমধ্যে পাঁড় মাতাল হয়ে পড়েছে। তবে সে একাই নয়, সৈনিকটি ও পারট্রিজের অবস্থাও তথৈবচ।

মিসেস ওয়াটার্স ও মি জোনসের জন্যে চায়ের অর্ডার এসেছে। ল্যান্ডলেডী নিজেই চা নিয়ে গিয়ে তরুণী ভদ্রমহিলার কথা জানাল ওদেরকে।

'কি সুন্দরী না মেয়েটা!' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলো সে। 'কোন তুলনা হয় না। যাওয়ার জন্যে খুব তাড়াহুড়ো করছে। আমার মনে হয় প্রেমিকের কাছে যাচ্ছে। বাসা থেকে পালিয়েছে।'

কথাগুলো শুনে গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল টমের। ব্যাপারটা লক্ষ করে মিসেস ওয়াটার্স তার একজন প্রতিযোগিনী আছে সন্দেহ করলেও কিছু মনে করল না। টমের শারীরিক সৌন্দর্য তাকে

বিমোহিত করে ছেড়েছে। ছেলেটার মনের খবরে তার অত কি দরকার?

নিজের কথাও মুখ ফুটে বলতে চাইছে না মহিলা। তাকে বিব্রত করা হবে ভেবে টম কোন প্রশ্ন যদিও করছে না, কিন্তু পাঠকরা নিশ্চয়ই কৌতূহলে মরে যাচ্ছেন। তো, আসল ঘটনা আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে দেয়া যাক।

ক্যাপ্টেন ওয়াটার্সের রক্ষিতা ছিল এই মহিলা, কিন্তু ভান করত ধর্ম মতে বিয়ে হয়েছে তাদের। বলতে বাধছে, মি. নর্দারটনের সঙ্গেও ঢলাঢলি ছিল মহিলার। আর এর ফলে যে লোকের কাছে তার সুনাম বৃদ্ধি ঘটেছে তেমনটি বলার জো নেই।

নর্দারটন টমকে আহত করে সেই যে রাতের আঁধারে গা ঢাকা দিল, সোজা গিয়ে উঠল মিসেস ওয়াটার্সের কাছে।

ক্যাপ্টেন ওয়াটার্স তখন বাসায় ছিলেন না। তাই মিসেস ওয়াটার্স নর্দারটনকে সাহায্য করতে রাজি হয়। তাকে এক সমুদ্র বন্দরে পৌঁছে দিতে চায়। ওখান থেকে বিদেশে পাড়ি জমাতে পারবে নর্দারটন। ঘোড়া পাওয়া যাবে এমনি এক জায়গায় পায়ে হেঁটে যেতে হবে, সেখানে প্রেমিকের হাতে কিছু টাকাও গুঁজে দেবে কথা দেয় মহিলা।

চোরের মন বোঁচকার দিকে। নর্দারটন কিন্তু ঠিকই টের পেয়ে যায়, তার অবৈধ প্রেমিকাটির পার্সে রয়েছে কড়কড়ে নব্বইটা পাউন্ড আর আঙুলে ঝিকোচ্ছে দামী এক হীরের আংটি। আর যায় কোথায়। ওর মাথায় খেলে যায় দুষ্টবুদ্ধি। নির্জন ওই বনভূমিতে পৌঁছতে না পৌঁছতে আচমকা বেল্ট খুলে নেয় লোকটা, তারপর

হামলে পড়ে খুন করার চেষ্টা করে মহিলাকে। হ্যাঁ, ঠিক সেই মুহূর্তে ত্রাণ কর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন আমাদের মহান নায়ক।

মাঝরাত। সবাই ঘুমিয়ে, কেবল কিচেন মেইড সুসানের চোখে ঘুম নেই। না, বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে না বেচারী, কিচেনের মেঝে ঘষছে। হঠাৎই এক অশ্বারোহী ভদ্রলোক সরাইখানায় এসে থামলেন। একটু পরে, কিচেনে ধেয়ে এসে জানতে চাইলেন কোন ভদ্রমহিলা এখানে উঠেছেন কিনা। রাত-বিরেতে একি উৎপাত! লোকটির এহেন উগ্রমূর্তি দেখে বিস্মিত হয়ে গেল সুসান। ভদ্রলোক নাকি তাঁর স্ত্রীকে খুঁজছেন। ব্যস, বুঝে ফেলল সুসান ইনি মি. ওয়াটার্স না হয়ে যান না। ভদ্রলোক উপুড়হস্ত হতেই সুড়সুড় করে মিসেস ওয়াটার্সের কামরায় তাঁকে নিয়ে এল সে।

ভদ্র স্বামীরা সচরাচর নিজের স্ত্রীর কামরায় প্রবেশের আগেও টোকা দিয়ে নেন, তাই না? এই ভদ্রলোকটিও শব্দ করলেন, তবে তা এতটাই জোরে যে ভেজানো দরজা খুলে গেল হাট হয়ে, আর তাঁকে ভেতরে হুড়মুড় করে আছড়ে পড়তে হলো।

নিজের পায়ে খাড়া হতে দেখতে পেলেন (লজ্জায় অধোবদন হয়ে স্বীকার করতে হয়) আমাদের নায়ক স্বয়ং বিছানা আলো করে শুয়ে। ডাকাত পড়ল নাকিরে বাবা! বাজখাঁই কণ্ঠে সে আগন্তুকের কাছে কৈফিয়ত তলব করল। কেন সে এভাবে লোকের ঘরে ঢুকেছে।

ভদ্রলোক কাঁচুমাচু হয়ে ক্ষমা চাইতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু চাঁদের আলোয় যেই দেখলেন মেঝেতে নানান নারীবস্ত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে

পড়ে রয়েছে অমনি তাঁর মেজাজ গেল আরও বিগড়ে। ঈর্ষার দানবটি বনে তেড়ে এলেন বিছানা লক্ষ্য করে।

টম এক লাফে বিছানা ছাড়ল তাঁকে বাধা দিতে। আর মিসেস ওয়াটার্স (কবুল করতে হয়, তিনিও শ্রীমানের সঙ্গে একই বিছানায় ছিলেন) চিল চিৎকার শুরু করল: 'খুন করে ফেলল গো! ডাকাত, ডাকাত!' খানিক বাদে পাশের কামরার অতিথি ছুটে এলেন চেঁচামেচি শুনে।

এই অতিথিটি এক আইরিশ, বাথের উদ্দেশে চলেছেন। দোরগোড়ায় এক হাতে মোমবাতি ও এক হাতে তরোয়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ভদ্রলোক। দাঙ্গাবাজ ভদ্রলোকটিকে লক্ষ করে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'আরে, মি. ফিটজপ্যাট্রিক যে, এসবের কি অর্থ?'

অপর ভদ্রলোকটি ঝটিতি জবাব দিলেন, 'ও, মি. ম্যাকলাকলান যে। দেখুন না, এই খবিস্টা আমার বউকে নিয়ে শুয়ে আছে। সাহস কত ব্যাটার!'

'আপনার বউ?' সবিস্ময়ে বলে উঠলেন মি. ম্যাকলাকলান। 'আমি তো তাঁকে ভাল ভাবে চিনি। কই, তাঁকে তো এখানে দেখছি না। আপনি আবার বিয়ে করেছেন নাকি, সাহেব?'

ফিটজপ্যাট্রিক এবার বিছানায় শায়িতা মিসেস ওয়াটার্সের দিকে গভীর মনোযোগ দিলেন। পরমুহূর্তে আক্কেলগুড়ুম হয়ে গেল তাঁর। এহহে, কী কাজটাই না করেছেন তিনি! কার না কার স্ত্রীকে নিজের বউ ঠাওরে বসে আছেন। নাহ, আর ইজ্জত থাকল না। শতকণ্ঠে ক্ষমা চাইতে লাগলেন ভদ্রলোক।

ল্যান্ডলেডী এসময় শোরগোল শুনে ওপরে এলে মিসেস ওয়াটার্স খেঁকিয়ে উঠল, 'এটা কি মগের মুল্লুক নাকি? চোর-ডাকাতরা যখন খুশি ঘরে ঢুকে পড়ে!'

ফিটজপ্যাট্রিক নতমুখে নিজের ভুল স্বীকার করলেন, তারপর আবারও ক্ষমা চেয়ে বন্ধুকে নিয়ে মানে মানে সট্‌ক পড়লেন। টম ব্যাখ্যা করল, চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে সে নাকি ঘুমের বারোটা বাজিয়ে মিসেস ওয়াটার্সকে সাহায্য করতে ছুটে আসে।

'ভাগ্যিস সত্যিকারের ডাকাত না,' পরিস্থিতি শান্ত হতে হাঁফ ছেড়ে বলল ল্যান্ডলেডী। 'আমাদের এখানে কোনদিন ডাকাতি-টাকাতি হয়নি। এটা ভদ্রলোকদের জায়গা।' নিচতলায় নেমে গেল সে।

মি. ফিটজপ্যাট্রিক কে, পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগছে নিশ্চয়ই? যা কীর্তি-কলাপ তিনি করে গেলেন রাত বিরেতে এসে, পাঠকরা এরপর আর তাঁকে 'ভদ্রলোক' ভাববেন কিনা গুরুতর সন্দেহ আছে।

মি. ফিটজপ্যাট্রিক আসলে ভদ্রঘরেরই সন্তান, কিন্তু অভাবী। কপালগুণে, এক ধনবতী যুবতীকে বিয়ে করেন তিনি। মহিলার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করলেও, তার বিত্ত-বৈভবকে ভারী ভালবাসতেন ভদ্রলোক। এখন হয়েছে কি, ফিটজপ্যাট্রিক স্ত্রীর সব টাকা উড়িয়ে দেয়াতে সে বেচারী তাঁকে ছেড়ে ভেগেছে।

এদিকে, মি. ফিটজপ্যাট্রিকও কম যান না। স্ত্রীর পিছু ধাওয়া করেন তিনি। আপটনের এই সরাইখানায় তাকে পাওয়া যাবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন। অমন সাঙ্ঘাতিক একটা ভুল করার পর,

স্ত্রী অন্য কোন কামরায় থাকতে পারে একথাটা একবারও মাথায় এল না তাঁর। বাকি রাতটুকু মি. ম্যাকলাকলান তাঁকে নিজের ঘরে কাটাতে বললেন। অরাজি হওয়ার কোন কারণ ছিল না ক্লান্ত-বিধ্বস্ত মি. ফিটজপ্যাট্রিকের।

চোদ্দ

ল্যান্ডলেডী কিচেনে গিয়ে আড্ডা জমাল সুসান ও পারট্রিজের সঙ্গে। এমন রাত তো বারে বারে আসে না জীবনে। ফলে, কথার ফুলঝুরি ছোটাল সে। আর পারট্রিজও ভাল শ্রোতা ও বক্তা। তার ওপর গলা ভেজানোর সুযোগ পেলে তো কথাই নেই।

কিছুক্ষণ পরে, রাইডিং পোশাক পরনে দুই যুবতী এসে ঢুকল সরাইখানায়। এদের একজনের পোশাক এতটাই জমকালো, পারট্রিজ সন্তর্পণে এককোণে সরে গেল—দু'নয়ন ভরে দেখবে যুবতীকে।

'আপনার সরাইখানায় একটু গা গরম করতে পারি?' জাঁকাল পোশাকধারিণী জিজ্ঞেস করল। অনুমতি দিতে দ্বিধা করল না ল্যান্ডলেডী। তার প্রশ্নের জবাবে অতিথি জানাল কিছু খাবে না, দু'এক ঘণ্টা কাটিয়েই চলে যাবে—তাড়া আছে তাদের। ওপরতলার একখানা কামরায় আগুন জ্বালতে পাঠানো হলো

সুসানকে।

ভদ্রমহিলাকে ঘরে তুলে দিয়ে তার ক্ষুধার্ত মেইড একটু পরে নেমে এল নিচে। মুরগির মাংসের অর্ডার দিল সে।

মুশকিল হলো মুরগিটা জ্যান্ত, কেটে-কুটে রান্না করতে সময় লাগবে। ওদিকে খিদের তাড়নায় কাতর মেইড। ল্যান্ডলেডী মুরগি ছাড়া অন্য কোন মাংস খাবে কিনা জিজ্ঞেস করতে মেইড রানী সাজল।

'আমি এর আগে কখনও রান্নাঘরে বসে খাইনি, তা জানেন?' বলল সে। 'তাও ভাল যে এখানে গরীব মানুষ নেই। আপনাকে, স্যার, ভদ্রলোক মনে হচ্ছে।' শেষের কথাগুলো পারট্রিজকে উদ্দেশ্য করে।

'ঠিক ধরেছেন, ম্যাডাম,' সোল্লাসে বলে ওঠে পারট্রিজ। 'আমি ভদ্রলোকই বটে। সমারসেটের বিখ্যাত অলওয়ার্দি সাহেবের ছেলের সাথে এসেছি।'

'অলওয়ার্দি সাহেবকে আমি ভাল করেই চিনি,' বলল মেইড, 'তাঁর কোন ছেলে বেঁচে আছে বলে তো জানা নেই আমার।'

একটু বিচলিত বোধ করল পারট্রিজ, কিন্তু চট করে জবাব দিল, 'সবাই ব্যাপারটা জানে না, ম্যাডাম। মি. অলওয়ার্দি মি. জোনসের মাকে বিয়ে করেননি, কিন্তু ছেলেটা তাঁরই।'

'অবাক করলেন, স্যার। মি. জোনস এখানে উঠেছে?' পরক্ষণে দুদ্দাড় করে ওপরতলায় ছুটল মেইড।

সোফিয়া (জমকালো পোশাক যার পরনে) হাতের ওপর মাথা রেখে শুয়ে ছিল, এসময় তার মেইড ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠল

তারস্বরে, 'ম্যাডাম, এখানে কে আছে জানেন? শুনলে চমকে যাবেন!'

'বাবা নয় তো!' তড়াক করে সিধে হয়ে বসল সোফিয়া।

'না, ম্যাডাম,' বলল অনার নামের মেইডটি। 'মি. জোনস।'

সোফিয়া পত্রপাঠ অনারকে রান্নাঘরে পাঠাল। সে গিয়ে পারট্রিজকে অনুরোধ করল জোনসকে খবর দিতে। 'ম্যাডাম দেখা করতে চান,' বলল।

কথা কানেই তুলল না পারট্রিজ। 'আমার বন্ধু অনেক রাত করে শুয়েছে।'

'বিশ্বাস করুন, সব শুনলে উনি একটুও রাগ করবেন না।' পীড়াপীড়ি করল অনার।

'পরে,' জবাব দিল পারট্রিজ। 'একসঙ্গে ক'জনকে সামলাবে বেচারা?' নেশা বেশ ভালই ধরেছে, এবার অনারকে সাফ জানিয়ে দিল পারট্রিজ, মি. জোনস আরেকজন মেয়েমানুষ নিয়ে শুয়ে আছে।

অনারের মুখে কথাটা শুনে বিশ্বাস করল না সোফিয়া। সে মুহূর্তে সুসান এসে ঢুকল আগুন ঠিক মত জ্বলছে কিনা দেখতে। সোফিয়া তাকে ঘুষ দিতেই গোটা কাহিনীটা গড়গড় করে বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে। 'আপনি যদি বলেন, ম্যাডাম,' বলল সুসান, 'তাহলে আমি ওঁর ঘরে গোপনে গিয়ে দেখে আসতে পারি উনি আছেন কিনা।'

সোফিয়া রাজি হলো। সুসান খানিক পরে ফিরে এসে জানাল, টমের বিছানা শূন্য।

সুসানের মুখে জানা গেল, মি. জোনস নাকি সবাইকে বলে বেড়িয়েছে সোফিয়ার কথা।

'শুনলাম আপনি নাকি ওঁর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন, কিন্তু উনি আপনাকে খসানোর জন্যে যুদ্ধে যাচ্ছেন। এটা বুঝলাম না, আপনার মত ভদ্র, সুন্দরী মেয়েকে ছেড়ে পরের আধবুড়ী বউকে নিয়ে উনি রাত কাটান কোন্ যুক্তিতে?'

সোফিয়া কি আর বলবে, সুসানকে নিচে পাঠাল ঘোড়া সাজানোর কথা বলতে। তারপর আর সামলাতে পারল না নিজেকে, কান্নায় ভেঙে পড়ল। এক পর্যায়ে, টমকে শাস্তি দেয়ার একটা ফন্দি ঘাই মারল তার মাথায়। অনারের হাতে নিজের সবচাইতে পছন্দের আংটিটা দিয়ে ওকে বলল, 'যাও, টমের ঘরে ওর বালিশের ওপর এটা রেখে এসো।' একটু পরে, সরাইখানার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সে রওনা হয়ে গেল মেইডকে নিয়ে।

সকাল পাঁচটা বেজে গেছে ইতোমধ্যে। রাতের আঁধারে অপর যুবতী ভদ্রমহিলা তার মেইডকে নিয়ে সরাই ত্যাগ করেছে। ঘোড়ায় চেপে রওনা দিয়েছে তারা, মাতাল কোচোয়ানের জন্যে অপেক্ষা করেনি।

অন্যান্য অতিথিদের ঘুম ভাঙছে একে একে। টম তার কামরায় ফিরে গেল তৈরি হতে, এবং তলব করল পারট্রিজকে।

'ওহ, স্যার,' পারট্রিজ দেখা দিয়েই শুধাল, 'বলতে পারেন এসব হরিডা বেলা, মানে মারামারি করে মানুষ কি মজা পায়? তারচেয়ে বাড়ি ফিরে গেলেই তো হয়।'

'পারট্রিজ, আপনি একটা কাপুরুষ,' গর্জে ওঠে টম। 'আপনি গেলে যান না, কে বাধা দিচ্ছে? কিন্তু আমাকে ওসব কথা বলতে আসবেন না।'

'আহা, রাগ করেন কেন,' পারট্রিজ ওকে শান্ত করার চেষ্টা করে। 'আমিও থাকব তো আপনার সাথে। আমাকে আপনার দরকার হতে পারে কিনা বলুন? কেন, কাল রাতেই তো দু'দু'টো দুষ্টু মেয়ে মানুষের হাত থেকে আপনাকে আমি—যাকে বলে রক্ষা করেছি। এই দেখুন না, ওদের একজন আপনার কামরাতেও গেছিল—এই আংটিটা ফেলে গেছে।'

'হায় খোদা, এ যে দেখছি সোফিয়ার আংটি। কিন্তু এটা এখানে এল কি করে? ও এই সরাইখানায় এসেছিল নাকি?'

'হ্যাঁ, স্যার,' আতঙ্কিত মুখে বলল পারট্রিজ। 'বেশ অনেকক্ষণ হয় চলেও গেছে।'

'এক্ষুণি বেরোচ্ছি আমরা,' ঘোষণা করল টম।

নিচতলায়, মি. ফিটজপ্যাট্রিক ও মি. ম্যাকলাকলান বাথে যাওয়ার উদ্দেশে ক্যারিজের ব্যবস্থা করছিলেন। সে মুহূর্তে, তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে এক অশ্বারোহী উদয় হলেন, সঙ্গে তাঁর এক পাল সাঙ্গোপাঙ্গ। ইনি সোফিয়ার বাবা।

উত্তেজিত মি. ওয়েস্টার্ন চড়া গলায় মেয়ের খোঁজ-খবর করছেন, এমনিসময় টম নিচে নেমে এল সোফিয়ার আংটি হাতে।

'ওই তো আমার মেয়ের আংটি,' দেখতে পেয়ে গর্জালেন মি. ওয়েস্টার্ন। 'কোথায় সে?'

'এটা ওরই আংটি,' বলল টম। 'কিন্তু আমার সাথে ওর দেখা

হয়নি।'

'ও একটা মিথ্যুক,' মি. ফিটজ্‌প্যাট্রিক হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। 'আমি নিজের চোখে দেখেছি ও আপনার মেয়েকে নিয়ে বিছানায় শুয়ে ছিল। আসুন আমার সাথে।'

হুড়মুড় করে দু'জনে উঠে গেলেন ওপরতলায়, এবং আবারও উটকো লোক-জন হামলা চালাল মিসেস ওয়াটার্সের কামরায়। মি. ওয়েস্টার্ন মহিলাকে দেখে আঁতকে উঠলেন। ঝটপট ক্ষমা চেয়ে অন্যান্য কামরায় মেয়ের সন্ধানে ঢুঁ মেরে বেড়াতে লাগলেন। মিসেস ওয়াটার্স ইতোমধ্যে তৈরি হয়ে নিয়েছে, সরাই ছাড়বে।

যখন নিশ্চিত জানা গেল এখানে কোন যুবতী নারী নেই, মি. ওয়েস্টার্ন তখন সবাইকে গণহারে শাপ-শাপান্ত করে, ঘোড়া ছোটালেন সঙ্গী-সাথী নিয়ে। মি. ফিটজপ্যাট্রিক মিসেস ওয়াটার্সকে বাথ অবধি সঙ্গে করে পৌঁছে দিতে চাইলেন। টম তার দেনা মিটিয়ে, মি. পারট্রিজকে নিয়ে পায়ে হেঁটে রওনা দিল। আপটনে এভাবেই সাঙ্গ হলো টমের অভিযান।

পনেরো

আপটন ত্যাগ করে সোফিয়া ও তার মেইড লন্ডনের উদ্দেশে পাড়ি

জমাল। একটা নদী সবে পেরিয়েছে, এসময় পেছন থেকে আগুয়ান ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এল ওদের। গাইডকে তাড়া লাগাল সোফিয়া। কিন্তু পেছনের ঘোড়াগুলোও কম যায় না, শীঘ্রিই নাগাল ধরে ফেলল তাদের ।

আগন্তুকদের দলে সদস্য বলতে এক ভদ্রমহিলা, তার মেইড ও একজন গাইড। কোনপক্ষ থেকেই বিপদের আশঙ্কা নেই দেখে দুটি দল সমঝোতায় পৌছল, একসঙ্গে যাত্রা করবে তারা। নীরবে একটানা এগিয়ে চলল ওরা। আলো ফুটল এক সময়। দুই ভদ্রমহিলা তখন পাশাপাশি ঘোড়ায় চেপে চলেছে, পরস্পরের দিকে চোখ পড়তে যুগপৎ চেঁচিয়ে উঠল ওরা: 'সোফিয়া!' 'হ্যারিয়েট!'

বিজ্ঞ পাঠক নিশ্চয়ই ধরে ফেলেছেন, এই হ্যারিয়েট নামের ভদ্রমহিলাটি আর কেউ নয়–মিসেস ফিটজপ্যাট্রিক। হ্যাঁ, ওই সরাইখানাটিতে সে উঠেছিল বটে। এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখি, হ্যারিয়েট ফিটজপ্যাট্রিক সোফিয়ার জ্ঞাতি বোন। ফুফু মিসেস ওয়েস্টার্নের কাছে কিছুদিন একসাথে কাটিয়েছে ওরা। ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বও গড়ে উঠেছিল, তারপর তো অষ্টাদশী হ্যারিয়েট মি. ফিটজপ্যাট্রিকের হাত ধরে পালাল।

বিকেলে এক সরাইখানায় থামল ওরা। সোফিয়া দু'রাত ঘুমোতে পারেনি, সন্ধে অবধি এক চোট ঘুমিয়ে নিল এই সুযোগে। ঘুম ভাঙতে চায়ের অর্ডার দিল আর হ্যারিয়েটকে জানাল সে লন্ডনে চলেছে। হ্যারিয়েটও যেতে রাজি হলো ওর সঙ্গে। বাথে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল তার, কিংবা হয়তো উঠত গিয়ে

আন্টি মিসেস ওয়েস্টার্নের কাছে, কিন্তু আপটনের সরাইখানায় স্বামীর আচানক হামলায় বেচারীর সমস্ত পরিকল্পনা গেছে ভেস্তে।

সোফিয়া এখন বেশ তরতাজা অনুভব করছে। তখুনি রওনা দিতে চাইল ও। স্বচ্ছ রাত, তেমন ঠাণ্ডা নয়। কিন্তু হ্যারিয়েটের অনুরোধে সরাইখানায় রাতটা থেকে যেতে হলো সোফিয়াকে। কি আর করা, গল্প করে সময় কাটাল ওরা।

হ্যারিয়েটের দুঃখের পাঁচালী শুনে এতটাই মর্মাহত হলো সোফিয়া, ঠিকমত ডিনার খেতে পারল না। ওদিকে, হ্যারিয়েট কিন্তু এত দুঃখ-কষ্ট সয়েও দিব্যি খাওয়ার রুচি ধরে রেখেছে। কথা থামিয়ে পেট পুরে খেয়ে নিল সে। তারপর আবার কাঁদুনি গাইল।

'জানো, মি. ফিটজপ্যাট্রিক আমার শেষ সম্বলটুকুও শুষে নিতে চেয়েছিল না, কখনও মারধর করেনি বটে, কিন্তু আমাকে ঘরে বন্দী করে রেখেছিল। একটা চাকর শুধু তিন বেলা খাবার দিয়ে যেত, না ছিল একটা বই, না ছিল চিঠি লেখার কাগজ-কলম। কপাল ভাল, ওখান থেকে পালাতে পেরেছি। ডাবলিনে চলে যাই আমি, ওখান থেকে নৌকা চেপে ইংল্যান্ড আসি, তারপর জানোই তো বাথে যাওয়ার পথে আপটনের সরাইখানাটায় উঠি। আমার স্বামী গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঠিকই হাজির হয়ে যায়, কিন্তু কপাল বলতে হবে আমাকে খুঁজে পায়নি।'

দীর্ঘশ্বাস মোচন করল সোফিয়া। এবার ওর বলার পালা। পাঠক বিরক্ত হবেন বলে আর পুনরাবৃত্তি করলাম না। তবে একটা কথা বলার আছে। সোফিয়া টমের নাম উল্লেখ করল না

আদ্যোপান্ত। ওর জীবনে যুবকটির যেন কোন অস্তিত্বই নেই।

সেদিন সন্ধ্যে উতরে গেছে অনেকক্ষণ, এক আইরিশ জমিদার এসে উঠলেন সরাইখানায়। মিসেস ফিটজপ্যাট্রিক ওপরতলায় আছে জেনে, সরাই মালিককে একটা খবর দিয়ে পাঠালেন তিনি।

হ্যারিয়েট খবরটা পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। জমিদারকে তখুনি আমন্ত্রণ জানাল সে। বোঝা গেল, ওর বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু এই জমিদারটি। আয়ারল্যান্ডে হ্যারিয়েটদের প্রতিবেশী ছিলেন ভদ্রলোক, এবং তাঁর বদৌলতেই স্বামীর বাড়ি ছেড়ে পালাতে পারে সে। কিন্তু কে জানে কেন, এ খবরটা সোফিয়ার কাছে বেমালুম চেপে যায় মেয়েটি।

হ্যারিয়েট বাথে যায়নি দেখে জমিদার রীতিমত তাজ্জব। দুই ভদ্রমহিলাকে নিজের ক্যারিজে করে লন্ডন পৌছে দিতে চাইলেন তিনি। হ্যারিয়েট তো একপায়ে খাড়া।

জমিদার কামরা ত্যাগ করলে, তাঁর সম্পর্কে প্রশংসার ফুলঝুরি ছুটল হ্যারিয়েটের কণ্ঠে। স্ত্রীকে নাকি সাঙ্ঘাতিক ভালবাসেন ভদ্রলোক, তাঁর মতন অনুগত স্বামী আর হয় না ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরদিন সকালে, গাইডদের পাওনা মিটিয়ে দিল ওরা। আর এ সময়ই সোফিয়া হঠাৎ আবিষ্কার করল, ওর ব্যাঙ্কনোটটা খোয়া গেছে। বিয়ের পোশাক কেনার জন্যে বাবা টাকাটা দিয়েছিলেন ওকে। সম্ভাব্য সব জায়গা তন্নতন্ন করে খোঁজা হলো, কিন্তু পাত্তা মিলল না ওটার। সোফিয়া অবশেষে ধারণা করল, রাস্তায় পকেট

থেকে রুমাল বের করতে গিয়ে অজান্তে হয়তো ফেলে দিয়েছে।

জমিদারের ক্যারিজে মেইডদের নিয়ে চেপে বসল সোফিয়া ও হ্যারিয়েট। ওদের খেদমতের জন্যে ক্যারিজে হাজির পাওয়া গেল অনেকগুলো চাকর-বাকরকে। দু'দিনে নব্বই মাইল পথ পোরোল ওরা। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যে নাগাদ লন্ডন পৌছনো গেল।

জমিদারবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো ওদের। কিন্তু জমিদারের স্ত্রী যেহেতু শহরে, আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্ন হ্যারিয়েট কিছুতেই ওখানে থাকতে রাজি হলো না। ফলে, ওর জন্যে ভাড়াবাড়ির ব্যবস্থা করতে হলো।

সোফিয়া জ্ঞাতি বোনের সাথে একটা রাত কাটিয়ে, পরদিন চিরকুট পাঠাল লেডি বেলাস্টনের কাছে। ফুফুর বাসায় এঁর সঙ্গেই পরিচয় হয় তার। ভদ্রমহিলার তরফ থেকে আমন্ত্রণ মিলতেও দেরি হলো না।

সোফিয়া আপনা থেকে খসে যাচ্ছে দেখে খুশির সীমা রইল না হ্যারিয়েটের। ব্যাপারটা নজর এড়াল না সোফিয়ার, ফলে সন্দেহ দোলা দিল ওর মনে। বোনকে সৎ পরামর্শ দিতে চাইল ও: 'দেখো, তুমি কিন্তু একটা নাজুক অবস্থার মধ্যে আছ। তুমি বিবাহিতা মহিলা, আর তোমার বন্ধুর স্ত্রী এখানে উপস্থিত নেই। লোকে কিন্তু নানা কথা রটাবে।'

ওর কথায় মজা পেল হ্যারিয়েট। 'শীঘ্রিই আবার দেখা হবে, সোফি,' বলল। 'এখন দয়া করে তোমার ওসব গেঁয়ো ভাবনা-চিন্তাগুলো বাদ দাও দেখি।'

অগত্যা সোফিয়া লেডি বেলাস্টনের বাসায় গেল। ওখানে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেল ও। ভদ্রমহিলা ওকে সম্ভব সব রকমের

নিরাপত্তা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমাদের নায়িকার যেহেতু একটা হিল্লে করা গেছে, আসুন পাঠক, এবার হতভাগ্য টমের দিকে একটু তাকানো যাক।

ষোলো

আপটন ত্যাগ করে টম ও পারট্রিজ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পথ চলেছে। মন ভার হওয়ার কারণ অবশ্য ভিন্ন তাদের। এক চৌরাস্তায় এসে টম প্রশ্ন করল পারট্রিজকে। 'কোন্ দিকে যাব?'

'আমার পরামর্শ যদি চান তো বলি,' বলে পারট্রিজ। 'ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চলুন।'

'ঘর থাকলে তো যাব,' ঝাঁঝিয়ে ওঠে টম। 'বাবা আমাকে ফিরিয়ে নিতে চাইলেও আর ওখানে বাস করা সম্ভব না। যেখানে সোফিয়া নেই সেখানে থেকে কি হবে? ওকে যখন পাবই না তখন সেনাবাহিনীর খোঁজে যাওয়াই ভাল। আমার মনে হয় ওরা এ পথেই গেছে।' আর কাকতালীয় ব্যাপার হচ্ছে, টম যে রাস্তাটি বেছে নিল সেটি ধরেই এগিয়েছে সোফিয়া।

পা চালিয়ে আরও কয়েক মাইল পথ পেরনোর পর আরেকটি চৌমাথায় এসে পৌঁছল ওরা। এখানে এক ছিন্নবস্ত্র লোক ভিক্ষে

চাইল ওদের কাছে। পারট্রিজ দাবড়ানি দিলেও, টম লোকটিকে একটা পয়সা দিল।

'হুজুর,' শুকরিয়া জানিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল লোকটা, 'আমি মাইল দুয়েক দূরে একটা জিনিস কুড়িয়ে পেয়েছি, একটু দেখবেন? আপনি দয়ালু মানুষ, আমাকে নিশ্চয়ই চোর ঠাওরাবেন না। কিনবেন জিনিসটা, হুজুর?'

খুদে এক সোনালী নোটবই বের করে দেখাল ও টমকে। টম ওটা খুলতে (পাঠক, অনুমান করুন ওর কেমন লেগেছিল) প্রথম পাতায় দেখতে পেল লেখা রয়েছে সোফিয়া ওয়েস্টার্নের নাম। হাতের লেখাটা মেয়েটির নিজের, চিনতে পারল ও। পাতাটায় চুমোর পর চুমো খেয়ে চলল টম।

দিশেহারার মত চুমো খাচ্ছে, হঠাৎ এক টুকরো কাগজ নোটবইটার ভেতর থেকে খসে পড়ল রাস্তায়। পারট্রিজ ওটা তুলে টমের হাতে দিতে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'আরে, এটা তো একটা একশো পাউন্ডের ব্যাঙ্কনোট।'

পারট্রিজ তো আনন্দে আত্মহারা। খুশি হয়েছে ওই সচ্চরিত্র ভিক্ষুকটিও (সে পড়তে পারে না বলেই হয়তো সচ্চরিত্র)। টম জানাল, সে নোটবইয়ের মালিককে চেনে, এবং তাকে খুঁজে বের করে জিনিসটা ফিরিয়ে দেবে। ভিখিরিটিকে একটা পাউন্ড বকশিশ দিল ও, আর নোটবইটা যেখানে পড়ে গেয়েছিল সেখানে ওদের নিয়ে যেতে বলল।

টমদেরকে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দিল লোকটা। টম নোটবইটা পেয়ে কেমন জানি ছটগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। একটু পরপরই পাতা

খুলে চুমো খাচ্ছে, আর আপন মনে বকবক করে চলেছে। মহার্ঘ জিনিসটা বেহাত হয়ে গেছে বুঝে ঘ্যানর ঘ্যানর শুরু করল ভিখিরিটা। 'হুজুর, ওই টাকার ওপর আমারও তো হক আছে। আমাকে অন্তত অর্ধেক টাকা দিন।'

সিধে না করে দিল টম।

'ফাজলামি! এটা স্রেফ মালিকের কাছে যাবে,' বলল। 'তবে তোমার নামটা এতে লিখে রাখা যায়। কে জানে, একদিন হয়তো সততার পুরস্কার পেতে পারো।'

আমাদের অভিযাত্রীরা এবার বিরক্তিকর লোকটাকে খসিয়ে হনহনিয়ে হাঁটা দিল। এতটাই জোরে হাঁটছে, নিজেদের মধ্যেও আর বাক্য বিনিময়ের ফুরসত পেল না। টমের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে কেবল সোফিয়ার চিন্তা। আর পারট্রিজ ভাবছে কেবল ব্যাঙ্কনোটটার কথা।

এভাবে পরের শহরটিতে এসে হাজির হলো ওরা। এখানে দেখা পেল এক ছেলের, তিনটে ঘোড়া পেছনে নিয়ে বাথে চলেছে সে। পারট্রিজ চিনে ফেলল ওকে। এই গাইডটির সঙ্গেই আপটনে এসেছিল সোফিয়া। তার মুখে জানা গেল, সোফিয়ার এখন আর ঘোড়ার প্রয়োজন নেই। কেননা কার যেন ক্যারিজে চেপে যাত্রা করছে সে। টম চট করে ওকে টাকা সেধে বসল, ওদেরকে লন্ডন পৌঁছে দিতে বলল। আপত্তি করল না ছেলেটি, ফলে টম ও পারট্রিজ এবার ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে যাত্রা চালু রাখল।

পাঠক, পথের বর্ণনা দিয়ে আপনাদেরকে আর বিরক্ত নাই বা করলাম। তবে হাড় কাঁপানো এক বৃষ্টিভেজা শীতের রাতে একটি

কথোপকথন কানে আসে আমার। সেটি এখানে উল্লেখ না করে পারছি না।

'স্যার,' কাতর কণ্ঠে বলে পারট্রিজ। 'আজ ডিনার করা হয়নি, অথচ আপনাকে কেমন সতেজ দেখাচ্ছে—আপনি কি, স্যার, ভালবাসা দিয়ে পেট ভরিয়ে রাখছেন নাকি?'

'এই নোটবইটা সঙ্গে আছে বলে খিদের কষ্ট টের পাই না,' বলল টম। 'এটা দামী দামী খাবার জুগিয়ে যাচ্ছে।'

'দামীই বটে,' হতাশায় চেঁচিয়ে ওঠে পারট্রিজ। 'ওটার ভেতরে যেটা আছে সেটা দিয়ে অন্তত একশোবার পেট পুরে ডিনার করা যায়।'

'কি বলতে চান আপনি?'

'খারাপ কিছু না,' সভয়ে বলে পারট্রিজ। 'ওখান থেকে খানিক খরচ করলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? পরে দিয়ে দিলেই হলো। প্রয়োজন আছে বলেই তো নিচ্ছেন, তাই না? আর যাঁর টাকা তাঁর তো কোন অভাব নেই, তার ওপর তিনি এখন কোন্ এক ধনী জমিদারের সঙ্গে যেন আছেন।'

'পারট্রিজ,' কঠোর গলায় সাবধান করে দিল টম। 'জানেন তো, চুরির শাস্তি কি? ফাঁসি। পড়ে পাওয়া টাকা খরচ করা আর চুরির মধ্যে কোন তফাত নেই। এ টাকাটা আমার লক্ষ্মী সোনামণির। আমি যদি না খেয়েও মরে যাই তবু এতে হাত দেব না, যেভাবে হোক এটা পৌঁছে দেব ওর হাতে।'

সতেরো

লন্ডনে পৌঁছে বাসা ভাড়া করতে পারট্রিজকে পাঠিয়ে দিল টম, আর সে নিজে খোঁজ-খবর শুরু করল প্রিয়তমা সোফিয়ার। আইরিশ জমিদারের বাড়িটা খুঁজছে ও। রাত এগারোটা অবধি রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে বেড়াল। পরদিন আবার ভোর হতে না হতেই বেরিয়ে পড়ল। অবশেষে সঠিক রাস্তার সন্ধান পেল টম। এক লোক ওকে চিনিয়ে দিল জমিদারের বাড়িটা।

টমের পরনে গেঁয়ো পোশাক-আশাক, তায় আবার পথে পথে ঘুরে ধূলিমলিন। কাজেই বাড়ির দরজায় টোকা দিতে যে চাকরটি সাড়া দিল সে মোটেও ভদ্র ব্যবহার করল না। লোকটা সাফ জানিয়ে দিল, এবাড়িতে কোন ভদ্রমহিলা বাস করেন না, এবং জমিদার সাহেব এখন ব্যস্ত—দেখা হবে না। সৌভাগ্যক্রমে, আরেকটি চাকর ওদের কথোপকথন শুনছিল। টমের পিছু পিছু রাস্তায় বেরিয়ে এল সে। সামান্য ঘুষ দিলে নাকি দেখিয়ে দেবে দুই ভদ্রমহিলা কোথায় উঠেছেন।

নিতান্ত দুর্ভাগ্য টমের। সোফিয়া চলে যাওয়ার দশ মিনিট বাদে হ্যারিয়েটের বাসায় গিয়ে হাজির হলো সে। মেইডের

মারফত খবর পাঠাল টম। কিন্তু পাল্টা জানাল হ্যারিয়েট, সে এখন ভয়ানক ব্যস্ত। টমের কিন্তু ধারণা হলো, সোফিয়া এবাড়িতেই আছে, আপটনের ঘটনায় অভিমান করে দেখা করতে চাইছে না ওর সঙ্গে। সন্ধ্যেবেলা আবার খবর নেবে, চাকরকে জানাল টম। তারপর সারাটা দিন ও রাস্তা ছেড়ে নড়ল না, লক্ষ রাখল দরজার দিকে—কিন্তু কাউকে বেরোতে দেখল না।

সাঁঝ উতরাতে, মিসেস্ ফিটজপ্যাট্রিকের বাড়িতে আরেকবার ঢুঁ মারল টম। এবার সে দেখা দিতে অরাজি হলো না। টমের অবশ্য এতে কোন উপকার হলো না। সোফিয়া সম্পর্কে তার একটি প্রশ্নেরও জবাব দেয়নি হ্যারিয়েট। পরদিন সন্ধ্যেবেলা আবার আসতে বলে ওকে একরকম খেদিয়েই দিল মহিলা। আরেকজন অতিথির জন্যে নাকি অপেক্ষা করছে সে। পাঠক নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন, কে এই অতিথি। ঠিকই ধরেছেন, ইনি আর কেউ নন—সেই আইরিশ জমিদার।

পরদিন সকাল। হ্যারিয়েট সোফিয়ার অনাহূত অতিথিটির আগমনে খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। এ বিষয়ে লেডি বেলাস্টনের পরামর্শ চাইবে, ভাবল ও। কাক ভোরে ভদ্রমহিলার বাড়ি গিয়ে হাজির হলো হ্যারিয়েট। সোফিয়া তখনও ঘুমিয়ে।

হ্যারিয়েটের মুখে ঘটনা শুনে আগ্রহী হয়ে উঠলেন লেডি বেলাস্টন। বিশেষ করে যুবকটির যে বর্ণনা তিনি পেলেন তাতে তাঁর হৃদয় আলোড়িত হলো: 'দেখতে খুবই সুন্দর আর ব্যবহারও দারুণ!' লেডি বেলাস্টন মনে মনে বললেন, 'তাহলে তো ছোকরাকে একবার দেখতে হয়। কি করব না করব তা পরে

ভাবলেও চলবে।' সেদিনই সন্ধ্যেবেলা তিনি হ্যারিয়েটের ওখানে যাবেন কথা দিলেন। তবে শর্ত হলো হ্যারিয়েটকে কিন্তু মি. জোনসকে হাজির রাখতে হবে।

শীতের সেই দিনটি ছিল বছরের অন্যতম ছোট দিন, অথচ টমের কাছে মনে হচ্ছিল বুঝি এরচেয়ে বড় দিন আর হয় না। ছ'টার আগে কারও বাসায় যাওয়া যদিও ভদ্রজনোচিত নয়, কিন্তু কি করবে টম, তার যে তর সইছে না। পাঁচটা বেজেছে কি বাজেনি, হ্যারিয়েটের দরজায় বান্দা হাজির। যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে ওকে গ্রহণ করল হ্যারিয়েট, কিন্তু স্বীকার করল না সোফিয়ার কোন খবর তার কাছে আছে।

খানিক বাদে টম ভাবল, এবার সোফিয়ার টাকার কথাটা হ্যারিয়েটকে জানাতে হয়। নোটবইটা দেখাল ও। কি ছিল ওটার ভেতর এবং কিভাবে জিনিসটা পাওয়া গেছে তাও ব্যাখ্যা করল।

ওদের আলাপচারিতা বাধা পেল এক অভিজাত ভদ্রমহিলা এসে পড়তে। এর কিছুক্ষণ পরে এলেন সেই আইরিশ জমিদার। প্রত্যেকে পরস্পরকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করল। এরপর খোশ গল্পে মেতে উঠল ওরা। টম কেবল চেয়ে রইল নীরবে, কেননা কেউ তো পাত্তাই দিচ্ছে না ওকে। ওরা যেন ভুলেই গেছে কামরায় আরেকজন মানুষের উপস্থিতি রয়েছে।

অবশেষে, হ্যারিয়েট টমের কাছে জানতে চাইল, সে পরদিন দেখা করতে চাইলে টমকে কোথায় পেতে পারে। টমের বুঝতে বেগ পেতে হলো না, ভদ্রভাবে তাকে দূর হতে বলা হচ্ছে।

কাজে কাজেই উঠে পড়ল সে। অভিজাত মেহমানরা এবার সোৎসাহে ওকে নিয়ে মাতল। ওসব তেতোঁ সমালোচনার কথা পাঠকদের না জানাই ভাল। লেডি বেলাস্টন এরপর বিদায় নিলেন। আর আইরিশ জমিদার, কে জানে কেন, কথা আদায় করে নিলেন, হ্যারিয়েট মি. জোনসের সঙ্গে আর কখনও দেখা করবে না।

বন্ড স্ট্রীটের এক বাড়িতে ঘর ভাড়া করতে পাঠিয়েছে টম পারট্রিজকে। মি. অলওয়ার্দি লন্ডনে এলে সবসময় এ বাড়িতেই ওঠেন। বিধবা মিসেস মিলার বাড়িটার মালিক। ভদ্রমহিলা ভাল মানুষ। দুই তরুণী মেয়েকে নিয়ে তাঁর সংসার। স্বামী তেমন কিছু রেখে যেতে পারেননি। টমের জানা নেই, মি. অলওয়ার্দি মহিলার দুর্দশা দেখে এ বাড়িটা তাঁকে দান করেছেন। আসবাবপত্র কেনার জন্যেও কিছু টাকা দিয়েছেন, মহিলা যাতে ঘর ভাড়া দিয়ে চলতে পারেন।

টমের জন্যে কামরা জুটল তিনতলায়, আর পারট্রিজের জন্যে পাঁচতলায়। দোতলার এক অতিথির সঙ্গে পরিচয় হলো ওদের। অল্পবয়সী এক ভদ্রলোক, মি. নাইটিঙ্গেল। টম সন্ধ্যেবেলা ফিরতে তাকে একসাথে বসে ওয়াইন পানের আমন্ত্রণ জানাল সে।

গল্প-গুজব বেশ জমে উঠেছে, এমনিসময় এক মেইড এসে হাজির। টমের জন্যে একখানা প্যাকেট এনেছে। কোন্ এক আগন্তুক নাকি ওটা দিতে বলে গেছে ওকে। প্যাকেট খুলতে বেরোল একটা মুখোস, পরদিন সন্ধ্যেবেলার এক পার্টির টিকেট,

আর একটা চিরকুট। ওতে লেখা: 'পরীদের রানী এটি আপনার জন্যে পাঠিয়েছেন। তাঁর শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।'

'তুমি ভাগ্যবান মানুষ হে,' বলল নাইটিঙ্গেল। 'নিশ্চয়ই কোন ভদ্রমহিলা তোমার সাথে পার্টিতে পরিচিত হতে চান।'

টমেরও নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে। মিসেস ফিটজপ্যাট্রিক প্যাকেটটা পাঠিয়ে থাকলে, সোফিয়ার সাথে পার্টিতে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। টম তো যাবেই, নতুন বন্ধুটিকেও সঙ্গে যেতে আমন্ত্রণ জানাল।

পরদিন সন্ধ্যা। টমকে শহরে ডিনারের দাওয়াত দিল নাইটিঙ্গেল—ওখান থেকে সোজা পার্টিতে যাবে। কিন্তু টম ওজর দেখিয়ে এড়িয়ে গেল। সত্যি কথাটা হচ্ছে, ওর পকেটে একটা পয়সাও নেই। ওকে এমনকি হাত পাততে হলো পারট্রিজের কাছেও। সুযোগটা ছাড়বে কেন পারট্রিজ? আবারও ওকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার উপদেশ খয়রাত করল সে।

'কয়বার বলব আমার যাওয়ার জায়গা নেই,' পাল্টা বলল টম। 'মি. অলওয়ার্দি তো টাকার খামটা ধরিয়ে দিয়ে বলেই দিয়েছেন, আর যাতে ওমুখো না হই।'

টাকার কথাটা এবারই প্রথম শুনল পারট্রিজ। কি হলো টাকাটার, স্বভাবতই জানার অদম্য কৌতূহল হলো তার। সবিস্তারে খাম খোয়ানোর ঘটনাটা জানাল ওকে টম।

এ সময় খবর এল, মি. নাইটিঙ্গেল ডিনার সেরে ফিরেছে—সে পার্টিতে যাওয়ার জন্যে তৈরি।

আঠারো

ওরা দু'জন পার্টিতে ঢোকার পর, খানিকক্ষণ একসাথে এদিক সেদিক ঘুরল। তারপর টমকে একা ছেড়ে দিল নাইটিঙ্গেল। সবার মুখে যেহেতু মুখোস, সোফিয়ার দেহ-কাঠামোর সঙ্গে কারও মিল দেখলেই কথা বলতে এগিয়ে যাচ্ছে টম। আশা করছে, এই বুঝি শুনতে পাবে সোফিয়ার সুমধুর কণ্ঠস্বর। কিন্তু বিধিবাম।

সহসা এক মুখোস পরা মহিলা ওর কাঁধে টোকা দিয়ে বলল, 'এসো।'

কামরার শেষ মাথা পর্যন্ত মহিলার পিছু পিছু গেল টম। মহিলা ওখানে বসে মোলায়েম সুরে বলল, 'মিস ওয়েস্টার্ন এখানে নেই।'

'হে পরীদের রানী,' বলল টম। 'আপনি গলার স্বর পাল্টালে কি হবে, আপনি যে মিসেস ফিটজপ্যাট্রিক তা আমার জানতে বাকি নেই। দয়া করে বলে দিন, সোফিয়াকে কোথায় পাব।'

মুখোসের ওপাশ থেকে জবাব এল, 'আমি জেনেশুনে আমার আত্মীয়ার ক্ষতি করব ভেবেছ নাকি? পরীদের রানী কি তার প্রতিদ্বন্দ্বীর কথা শোনার জন্যে তোমাকে এখানে ডেকেছে?'

সোফিয়ার কাছে পৌঁছুতে হলে একে হাত করতে হবে টের

পেল টম। কাজেই ভোল পাল্টাল সে। একসঙ্গে হাঁটাহাঁটি করে গল্প করতে লাগল। টম দেখে অবাক হয়ে গেল, মহিলা মুখোসধারীদের সবাইকে নাম ধরে ধরে ডাকছে।

'ফ্যাশন সচেতন মানুষরা,' ব্যাখ্যা করল মহিলা। 'সবাই সবাইকে চেনে। তাদের কাছে মুখোস একটা ছেলেমানুষী ব্যাপার। লক্ষ করলে দেখবে, এরা খুব শিগ্‌গিরি বিরক্ত হয়ে পার্টি ছেড়ে চলে যায়। আমারও বিরক্তি লাগছে, সম্ভবত তোমারও। আমি এখন যাব, আশা করি তুমি আমার পিছু নেবে না। অবশ্য নিলেই বা কি করার আছে।'

টম বুঝে গেল তাকে কি করতে হবে। ভদ্রমহিলার ক্যারিজের পিছু পিছু পায়ে হেঁটে চলল সে। অবশেষে এক বাড়ির সামনে এসে ক্যারিজ থেমে দাঁড়াল। গেট খুলে যেতে ভেতরে প্রবেশ করার সুযোগ পেল মহিলা ও তার অনুসরণকারী।

টম এবার অনুরোধ করল মহিলাকে মুখোস খুলতে। অনেক পীড়াপীড়ির পর মহিলা যখন খুলল ওটা, দেখা গেল মিসেস ফিটজপ্যাট্রিক নয়—লেডি বেলাস্টন ওর সামনে দাঁড়িয়ে।

রাত দুটো থেকে ভোর ছটা অবধি মামুলী সব কথা-বার্তা হলো দু'জনের মধ্যে। কি কথা তা বলে আপনাদেরকে আর বিরক্ত করতে চাই না। মহিলা এবার সোফিয়ার খোঁজ করবেন কথা দিলেন। ঠিক হলো, সেদিন সন্ধ্যেবেলা আবার দেখা হবে দু'জনার।

টম তার ঘরে ফিরে এল। ক'ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিয়ে তলব করল

পারট্রিজকে। ওকে একখানা পঞ্চাশ পাউন্ডের ব্যাঙ্কনোট দেখিয়ে বলল, 'এবার দেনা শুধতে পারব।' পারট্রিজ খুশি হলেও একই সঙ্গে সন্দিহান হয়ে উঠল। টম সারারাত ঘরে ছিল না, ছিনতাই-টিনতাই করেনি তো? পাঠকরাও হয়তো সে কথাই ভাবছেন, কেননা মেডি বেলাস্টনের উদারতার কথা তাঁদের জানা না থাকাটাই স্বাভাবিক!

হ্যাঁ, টাকাটা ওই ভদ্রমহিলাই দান করেছেন। হাসপাতাল কিংবা গির্জায় টাকা না দিলেও, অভাবী, সুদর্শন যুবকদের প্রতি তাঁর ভারী দরদ—তাদেরকে উদার হস্তে দান-খয়রাত করে থাকেন তিনি।

সেদিন সন্ধ্যায়, মিসেস মিলার এক আত্মীয়ার বাসা থেকে বেড়িয়ে ফিরেছেন। আত্মীয়া সন্তানসম্ভবা, তার স্বামী বেকার, বাচ্চারা অনাহারে, আর সবচেয়ে ছোটটা অসুস্থ। সমস্ত বৃত্তান্ত শোনার পর মিসেস মিলারকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে এল টম। তাঁর হাতে নিজের পার্সটা ধরিয়ে দিয়ে, এ টাকায় দুঃখী পরিবারটির জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত খরচ নির্দ্বিধায় চালিয়ে যেতে বলল। মিসেস মিলার রীতিমত আলোড়িত, কেবল দশটা পাউন্ড নিলেন তিনি। টমের মহানুভবতায় তাঁর চোখে অশ্রু টলমল করতে লাগল। 'আমি এতদিন একজন দয়ালু মানুষকে চিনতাম, আর এখন আরেকজনকে চিনলাম,' বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর, মি. অলওয়ার্দি তাঁর জন্যে কী করেছেন এবার সবিস্তারে টমকে জানালেন তিনি।

*

সন্ধ্যেতে, লেডি বেলাস্টনের সঙ্গে আবার দেখা করল টম। আগের দিনের মত ফের দীর্ঘ আলোচনা হলো তাদের মধ্যে, সে সব খুঁটিনাটি বর্ণনায় কাজ নেই।

টম ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠছে সোফিয়ার দেখা পাওয়ার জন্যে, কিন্তু ও কথা উচ্চারণ করলেই সেরেছে—খেপে বোম হয়ে যান লেডি বেলাস্টন।

বড্ড অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়ে গেছে টম বেচারা। লেডি বেলাস্টন এতটাই ভক্ত হয়ে পড়েছেন ওর, শহরে টমের মত সুবেশ পুরুষ এখন কমই দেখা যায়। দামী কাপড় কিনতে প্রচুর টাকার দরকার। টাকা কোত্থেকে আসছে পাঠক বুঝে নিন। মহিলা ওকে বলেছেন, সোফিয়া নাকি ইচ্ছে করেই দেখা করছে না ওর সঙ্গে। কথাটা অবিশ্বাস করেনি টম। এ কথা তো সত্যি, ওদের দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছে জানলে সোফিয়ার বাবা দুনিয়া উল্টে ফেলবেন।

কিন্তু সোফিয়াকে না পেলে যে লেডি বেলাস্টনকে ভালবাসতে হবে টম এ কথা মানতে রাজি নয়, যতই কিনা তিনি বদান্যতা দেখান। বিগতযৌবনা নারীটির গালে এখনও লালিমা রয়েছে সত্যি, তবে বলতে নেই রংটা প্রাকৃতিক নয়—কৃত্রিম।

পরদিন বিকেলে, টম ইতিকর্তব্য ঠিক করার চেষ্টা করছে, এসময় একটা খবর এসে পৌঁছল লেডি বেলাস্টনের তরফ থেকে। যাঁর বাড়িতে টমের সঙ্গে গোপনে মিলিত হচ্ছিলেন তিনি, সেটি খালি পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে, আজ ঠিক সাতটায় তাঁর

বাড়িতে যেতে বলেছেন টমকে।

একটু আগেভাগেই গেল টম। লেডি বেলাস্টনের তখনও ডিনার সারা হয়নি। হলঘরে অপেক্ষা করছে, এমনি সময় দরজা খুলে গেল এবং—ভেতরে প্রবেশ করল একমেবাদ্বিতীয়ম্ সোফিয়া। লেডি বেলাস্টন চালাকি করে ওকে থিয়েটারে পাঠান, কিন্তু নাটক ভাল না লাগতে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসেছে সে।

সোফিয়া প্রথমে গেল আয়না দেখতে। আর পরমুহূর্তে, নিজের অপরূপ মুখখানার পেছনে প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল টমের। ঘুরে দাঁড়িয়ে আর্তচিৎকার ছাড়ল মেয়েটি, মূর্ছা যাওয়ার জোগাড় হতে ঝটিতি এগিয়ে গেল টম। ওদের মুখ-চোখের অভিব্যক্তি কিংবা মানসিক অবস্থার বর্ণনা দেয়ার সাধ্য আমার নেই। আপনারা যাঁরা ভালবেসেছেন তাঁরা ঠিক বুঝে নেবেন।

টম খানিক পরে, নোটবই ও ব্যাঙ্কনোটটা বুঝিয়ে দিল সোফিয়াকে। তারপর নতজানু হয়ে আপটনের দুর্ঘটনাটার জন্যে আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থনা করল। মিসেস ওয়াটার্সের সঙ্গে টমের আর দেখা হচ্ছে না জেনে খুশি হলো সোফিয়া, কিন্তু টম সোফিয়ার কাছ থেকে পালাচ্ছে একথা রটানোয় প্রচণ্ড রাগও করল। টম তো আকাশ থেকে পড়ল। সে কখন বলল এসব কথা? এ নিশ্চয়ই পারট্রিজের কাজ। 'দাঁড়াও, ব্যাটাকে বাগে পেয়ে নিই, দেখাব মজা,' বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা করল ও।

এতদিন পর প্রেমিকাকে কাছে পেয়েছে টম, তার মুখ থেকে এমন কিছু শব্দ উচ্চারিত হলো, যা অনেকটা বিয়ের প্রস্তাবের মত শোনাল। আর ঠিক এই মহেন্দ্রক্ষণটিতে এসে উপস্থিত হলেন

কাবাব-মে হাড্ডি লেডি বেলাস্টন।'

'মিস ওয়েস্টার্ন,' নিজের ওপর-প্রশংসনীয় নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখে বললেন তিনি। 'তোমার না এখন থিয়েটারে থাকার কথা?'

টম এ বাড়িতে কেন এসেছে ঘুণাক্ষরেও জানা নেই সোফিয়ার। লেডি বেলাস্টনের সঙ্গে টমের মেলামেশা রয়েছে জানবে কি করে সে? থিয়েটার থেকে কেন আগে ফিরেছে তার কারণ ব্যাখ্যা করল ও। এ-ও জানাল, এই ভদ্রলোকটি তার নোটবই ফিরিয়ে দিতে এসেছেন। তবে তো ভদ্রলোকটিকে লেডি বেলাস্টন ধন্যবাদ না জানিয়ে পারেন না। এবং ভদ্রলোকটি যদি এ বাসায় আবারও আসতে চান তবে তাকে বারণই বা করেন কোন্ মুখে? কাজেই টম সুযোগ পেয়ে অনুমতি আদায় করে নিল।

'তোমাদের ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমার কি মনে হয়েছিল জানো, সোফিয়া,' টম চলে গেলে পর বললেন লেডি বেলাস্টন, 'এই ভদ্রলোক বুঝি মি. জোনস।'

'তাই নাকি,' সহাস্যে বলল সোফিয়া।

'ওহ্, সোফি, সোফি!' মহিলার কণ্ঠে সে কী উত্তেজনা, 'তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি মি. জোনসকে এখনও ভুলতে পারোনি তুমি।'

'কথাটা ঠিক নয়, ম্যাডাম,' বলল সোফিয়া, 'এই ভদ্রলোকের গুরুত্ব আমার কাছে যতটুকু, মি. জোনসের তার চাইতে বেশি নয়।'

'থাক, ওর নাম তাহলে আর উচ্চারণ করব না,' বললেন মহিলা। এবার শুতে চলে গেল ওরা। কী চালাক আমি, ভেবে

আমোদ পাচ্ছে দু'জনই।

সারা রাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না সোফিয়া।

উনিশ

ইদানীং সোফিয়ার আরেক ভক্ত জুটেছে, এক ইংরেজ জমিদার। ভদ্রলোক একাধিকবার লেডি বেলাস্টনের বাসায় দেখেছেন সোফিয়াকে। থিয়েটারেও গেছিলেন তিনি, কিন্তু মেয়েটি সাত তাড়াতাড়ি চলে এলে হতাশ হন। পরদিন সকালে, সোফিয়ার শরীর খারাপ কিনা, সেই খোঁজ নেয়ার ছুতোয় এসে হাজির হয়ে গেলেন। দু'ঘণ্টা থাকলেন তিনি, এবং এরইমধ্যে গভীর প্রেমে পড়ে গেলেন। লেডি বেলাস্টন এতে খুশিই হলেন।

'লর্ড ফেলামার,' ভদ্রলোককে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন তিনি। 'কি, সোফিয়ার প্রেমে পড়েছেন নাকি?'

স্বীকার করলেন ভদ্রলোক। 'ওর বাবাকে আমার হয়ে একটু বলবেন, আমি ওকে বিয়ে করতে চাই?'

'নিশ্চয়ই বলব,' জানালেন ভদ্রমহিলা। 'আমার বিশ্বাস উনি রাজি হয়ে যাবেন। তবে একটা সমস্যা কিন্তু আছে। ওকে আরেকজন ভালবাসে।'

মুষড়ে পড়লেন লর্ড।

'হতাশ হওয়ার কিছু নেই,' আশ্বস্ত করলেন লেডি বেলাস্টন। 'সোফিয়ার প্রেমিক রাস্তার ফকির, তার ওপর পিতৃপরিচয়হীন। এ সমস্যা কাটিয়ে ওঠা যাবে, কিন্তু আপনাকে আঙুল বাঁকা করতে হবে।'

'তার মানে?'

'আপনাকে সাহসী হতে হবে,' বললেন লেডি। 'তাহলে দেখবেন এক হপ্তার মধ্যে সোফিয়াকে পেয়ে গেছেন।'

এবার ফন্দি আঁটার পালা। সেদিন সাঁঝে, নিজের ঘরে বসে সোফিয়া একখানা বিয়োগান্তক উপন্যাস পড়ছে, এমনিসময় আচানক দরজা খুলে লর্ড পুঙ্গব ভেতরে প্রবেশ করলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় সোফিয়ার হাত থেকে খসে পড়ল বইটা। লর্ড ফেলামার আজানুলম্বিত বাউ করলেন।

'ম্যাডাম,' বললেন তিনি, 'আমার হৃদয় যেহেতু আপনার অধিকারে, আশা করি হৃদয়ের মালিক এভাবে এসে পড়ায় আপনি অবাক হননি।'

'আপনার মাথা-টাথা ঠিক আছে তো, সাহেব?'

'অবশ্যই ঠিক আছে,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওর একখানা হাত চেপে ধরলেন লর্ড। 'তুমি আমার দিল কি রানী, তুমি আর কারও নও—শুধু আমার।'

ঝাড়া দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে, ঘর ছাড়তে উদ্যত হলো সোফিয়া, কিন্তু লর্ড ফেলামার ওকে বুকের সঙ্গে সাপটে ধরে আবেগরুদ্ধ স্বরে বলে ফেললেন, 'ওগো, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না গো। প্রয়োজনে তোমাকে জোর করে হলেও অধিকার

করব।'

'আমি কিন্তু চিৎকার করব,' বলল সোফিয়া, এবং করলও কিন্তু কাজের লোকেদের আগেভাগেই সরিয়ে রেখেছিলেন লেডি বেলাস্টন, ফলে কেউ এল না।

হঠাৎই শোরগোল উঠল গোটা বাড়ি জুড়ে। অপ্রত্যাশিত সাহায্য এসে গেছে অভাগিনী সোফিয়ার জন্যে।

'কোথায় ও?' গমগমে কণ্ঠ ধ্বনিত হলো মি. ওয়েস্টার্নের। 'আমার মেয়ে কোথায়? আমি জানি সে এ বাড়িতে আছে!'

দরজা খুলে গেল দড়াম করে। পরমুহূর্তে, হুড়মুড় করে কামরার ভেতর ঢুকে পড়লেন মি. ওয়েস্টার্ন আর তাঁর দলবল।

পাঠকদের কল্পনাশক্তির সাহায্য ছাড়া, ওই পরিস্থিতির বর্ণনা দেয়া আমার সাধ্যে কুলোবে না। সোফিয়া ধপ করে একটা চেয়ারে শরীর ছেড়ে দিল। ওর মুখের চেহারায় ভীতি ও স্বস্তির মিশ্র অনুভূতি। লর্ড ফেলামার ওর কাছটিতে গুটিসুটি মেরে বসে পড়লেন। হতবুদ্ধি, আতঙ্কিত, লজ্জায় অধোবদন তিনি। মি. ওয়েস্টার্নের বেশভূষা উলোঝুলো, শরীর টলটলায়মান। সোজা বাংলায়, গলা পর্যন্ত মদ গিলে এসেছেন ভদ্রলোক।

এবার মঞ্চে আবির্ভাব ঘটল লেডি বেলাস্টনের।

তাঁর উদ্দেশে এক টলমল বাউ করে, মি. ওয়েস্টার্ন বললেন, 'এই যে, সোফি, তোমার আরেক মুরুব্বী এসে গেছেন। তাঁর সামনে তোমাকে কথা দিতে হবে, দেশের সেরা পাত্রদের একজনকে তুমি স্বামী হিসেবে গ্রহণ করবে।'

'স্যার,' লর্ড ফেলামার ভেবেছেন তাঁর কথাই বলা হচ্ছে,

'আমি খুশি মনে আপনার মেয়েকে বিয়ে করব।' গদগদ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন।

'তবে রে, ব্যাটা শয়তানের পো,' হাঁক ছাড়লেন মি. ওয়েস্টার্ন। 'আমার মেয়ে আর যাকেই বিয়ে করুক, তোমাকে করবে না। গায়ে যতই কিনা দামী দামী পোশাক চড়াও না কেন। অ্যাই, চল্!'

মেয়েকে তাড়া দিয়ে ও বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে গেলেন মি. ওয়েস্টার্ন। তারপর তাকে ক্যারিজে চাপিয়ে, কোচোয়ানকে আদেশ দিলেন, 'বাসায় চলো।' বাসা মানে যেখানে উঠেছেন আরকি। সোফিয়ার মেইড অনারও ক্যারিজে ওঠার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মি. ওয়েস্টার্ন তাকে স্রেফ হাঁকিয়ে দেন। 'ওটি হচ্ছে না। মেয়েকে নিয়ে আর পালানোর সুযোগ দিচ্ছি না। সোফি, মন খারাপ করিস না, মা, তোকে ভাল দেখে আরেকটা মেইড জোগাড় করে দেব।'

ভাগ্যক্রমে, অনারের জানা ছিল টমকে কোথায় পাওয়া যাবে। সোজা ওখানে গিয়ে হাজির হয়ে সব খোলসা করে বলল ওকে। মি. ওয়েস্টার্ন সোফিয়াকে খুঁজে পেলেন কিভাবে, আর নিয়েই বা গেলেন কোথায় এ ব্যাপারে কোন ধারণাই নেই তার।

আসলে হয়েছে কি, হ্যারিয়েট ফিটজপ্যাট্রিক তার আন্টি মিসেস ওয়েস্টার্ন, অর্থাৎ সোফিয়ার ফুফুকে চিঠি লিখে জানায়—সোফিয়া লেডি বেলাস্টনের বাসায় রয়েছে। আর যায় কোথায়, বোনের মুখে হারানো ভেড়ার হদিস পেয়ে ছুটে এসেছেন

মি. ওয়েস্টার্ন। মি. অলওয়ার্দি ও মি. ব্লিফিলকে জানান দিয়ে এসেছেন, আর দলের সঙ্গে এনেছেন পাদ্রী মি. সাপলকেও।

নিয়তি বড়ই শত্রুতা করছে টমের সঙ্গে। দু'দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী তো গজিয়ে গেছেই, তার ওপর প্রিয়তমা সোফিয়াকে পেয়েও হারাতে হলো বেচারাকে।

টম এখন লেডি বেলাস্টনের খপ্পর থেকে বাঁচতে হাঁসফাঁস করছে, কিন্তু করলেই হলো? ফি ঘণ্টায় একখানা করে চিঠি পাঠিয়ে চলেছেন মহিলা। বন্ধু নাইটিঙ্গেল টমের দুর্দশা লক্ষ করে ওর সাহায্যে এগিয়ে এল।

'দোস্ত,' বলল সে, 'পরীদের রানী বড্ড জ্বালাচ্ছে বুঝি? একটা কথা বলবে, তুমি কি তাকে ভালবাসো?'

দীর্ঘশ্বাস পড়ল টমের।

'না, দোস্ত। কিন্তু মহিলার কাছ থেকে এত পেয়েছি, যে সম্পর্কটা কিভাবে ভেঙে দেব বুঝতে পারছি না।'

'ওঁর ব্যাপারে শহরের সবাই কি বলে তা জানো?' বলল নাইটিঙ্গেল। টম প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে চাইতে বলে চলল, 'তুমিই প্রথম নও, এর আগে আরও অনেক যুবককেই ফাঁসিয়েছেন মহিলা। কাজেই তাঁর সম্মানহানি হবে এমনটা ভাবার কোন কারণ নেই। তোমাকে একটা বুদ্ধি দিই শোনো। তুমি এক কাজ করবে, তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে।'

'বলো কি? বিয়ে!' আতঙ্কে মুখ ছাই বর্ণ টমের।

'হ্যাঁ, বিয়ে,' বলল নাইটিঙ্গেল। 'দেখো, উনি ঠিক প্রত্যাখ্যান

করবেন।'

নাইটিঙ্গেল লোকমুখে শুনেছে, 'পরীদের রানী' নাকি কারও কাছে ধরা দেন না। ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ানোতেই তাঁর যত আগ্রহ। সুতরাং টমের ভয় পাওয়ার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। বন্ধুর অভয়বাণী মনে সাহস জোগাল টমের। ফলে, বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে হৃদয় নিংড়ানো এক প্রেমপত্র পাঠাল সে লেডি বেলাস্টনের উদ্দেশে। এবং সংক্ষিপ্ত এক উত্তরও পেয়ে গেল যথাশীঘ্রি।

'স্যার,

আপনার মতলব বুঝতে বাকি নেই আমার। আমার যাবতীয় সম্পত্তি হাসিল করাই আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমাকে কি আপনি বোকা ঠাওরেছেন? জেনে রাখবেন, আমার বাড়িতে আর কোনদিন এলে আমার দেখা পাবেন না।'

'দেখলে তো,' বত্রিশ পাটী দাঁত বের করে বলল নাইটিঙ্গেল। 'কেমন চাল দিলাম?'

বন্ধুকে জড়িয়ে ধরল কৃতজ্ঞ টম।

বিশ

মেয়েকে নিয়ে সোজা পিকাডিলিতে, ভাড়া বাসায় গিয়ে উঠলেন

মি. ওয়েস্টার্ন। সোফিয়াকে আবারও রাজি করাতে চাইলেন ব্লিফিলকে বিয়ে করার জন্যে। সোফিয়া মুখের ওপর না করে দিতে, তাকে ঘরে আটকে চাবিটা পকেটে পুরলেন গোঁয়ার বাপ। ঘোষণা দিলেন, যতক্ষণ না মেয়ে রাজি হয়, তাকে গৃহবন্দী থাকতে হবে।

ওদিকে, লর্ড ফেলামার নাছোড়বান্দা। মি. ওয়েস্টার্নের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে দূত পাঠালেন। সোফিয়ার সঙ্গে দেখা করতে চান ভদ্রলোক। দূত এক ফাঁকে লর্ডের প্রশস্তি ও সম্পদের বিবরণ পেশ করল মি. ওয়েস্টার্নের দরবারে।

'দেখুন, সাহেব,' এর জবাবে হাউমাউ করে বললেন মি. ওয়েস্টার্ন। 'আমার মেয়ের বিয়ে অনেক আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। তবে তা যদি না-ও থাকত, তবু জমিদারের ঘরে ওকে দিতাম না। দুনিয়ার সব জমিদারকে ঘৃণা করি আমি, তাদের সাথে আমার কোন কারবার নেই।' দূত বেচারাকে একরকম অপমান করেই তাড়িয়ে দিলেন তিনি।

হট্টগোল শুনে ওপরতলার কারাগৃহে হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচামেচি জুড়ে দিল সোফিয়া। বাবা দুদ্দাড় করে উঠে এসে দরজা খুললেন। দেখতে পেলেন মেয়ের মুখ শুকনো, দস্তুরমত হাঁফাচ্ছে।

'বাবা, কার সাথে ঝগড়া করছিলে?' মেয়ে জানতে চাইল। 'আমি ভীষণ ভয় পেয়েছি। কি নিয়ে লাগল?'

'তেমন কিছু না, এই তোকে নিয়ে সামান্য কথা কাটাকাটি। তুই রাজি হয়ে যা, সোফি। ব্লিফিল দু'একদিনের মধ্যেই এসে

পড়বে। ওকে বিয়ে করলে তুই সুখী হবি, আমিও খুশি হব। তোকে লন্ডনের সবচাইতে দামী কাপড় কিনে দেব, গা ভর্তি গয়না আর ছ'ঘোড়ায় টানা একটা ক্যারিজও দেব। বিয়েটা হয়ে গেলে আমার সম্পত্তির অর্ধেকটা তুই পেয়ে যাবি, আর বাকিটা পাবি আমার মৃত্যুর পর। তুই-ই তো আমার একমাত্র আশার আলো, মা সোফি। আমাকে তুই কষ্ট দিস না।'

বাপ-বেটি দু'জনেরই চোখ ছলছল।

'বাবা, তুমি কি সত্যিই আমাকে সুখী দেখতে চাও?' বলল সোফিয়া। 'তাহলে আমাকে বিয়ে দিয়ে পর করে দিয়ো না। আমি তোমার সাথেই সারা জীবন থাকতে চাই।'

'না,' জলদগম্ভীর কণ্ঠে গর্জন ছাড়লেন বাবা। 'তুই ব্লিফিলকে বিয়ে করছিস। এ ব্যাপারে আমি কারও কথা শুনব না।'

মেয়েকে কাঁদিয়ে-কাটিয়ে গট গট করে ঘর ছাড়লেন মি. ওয়েস্টার্ন।

মি. ওয়েস্টার্ন যেসব চাকর-বাকর সঙ্গে এনেছেন, তাদের মধ্যে টমের জানি দোস্ত ব্ল্যাক জর্জও রয়েছে। সোফিয়ার ঘরে খাবার পৌঁছে দেয়া হচ্ছে তিন বেলা, কিন্তু ফেরত আসছে তার প্রায় সবটুকুই। ব্ল্যাক জর্জ এবার এক ফন্দি আঁটল। সোফিয়ার জন্যে আস্ত একখানা মুরগির রোস্টের ব্যবস্থা করল। আর ওটার পেট ঠাসল ডিম দিয়ে।

সোফিয়া মুরগির ডিম ভারী ভালবাসে। ব্ল্যাক জর্জ খাবার রেখে চলে গেলে পর, মুরগির পেটটা চিরল ও। ভেতরটা সত্যিই

ডিমে ভরপুর। তবে তার সঙ্গে একখানা চিঠিও পাওয়া গেল। বলাবাহুল্য, জ্যান্ত মুরগিটা চিঠিখানা হজম করেনি—ওটা ব্ল্যাক জর্জের কীর্তি। ব্যাপার আর কিছু না, সেদিনই সকালবেলা রাস্তায় দৈবাৎ দেখা হয়ে যায় ব্ল্যাক জর্জ ও পারট্রিজের। আর তারই ফল ওই চিঠিখানা।

সোফিয়া তখুনি খুলে পড়ে ফেলল চিঠিটা। জানতে পারল, তার টম এখনও তাকে ভালবাসে। ওর হাত ধরে পালাতে চাইলে সব ব্যবস্থা করে ফেলবে টম। তবে একথাও জানিয়েছে, সোফিয়া যদি তাকে ভুলে গিয়ে বাবার পছন্দসই ছেলেকে বিয়ে করতে রাজি হয়—বাধা দেবে না সে।

নতুন করে এসময় কোলাহল উঠল নিচতলায়। মি. ওয়েস্টার্ন বোনের সঙ্গে চড়া গলায় তর্কাতর্কি করছেন। ভদ্রমহিলা এইমাত্র এসে পৌঁছেছেন।

'মেয়েকে আটকে রেখেছ কেন?' তড়পাচ্ছেন ফুফু। 'তোমাকে না কতবার বলেছি স্বাধীন দেশে এসব চলে না? আমাদের স্বাধীনতা পুরুষদের চাইতে কোন অংশে কম নয়। আমি আমার ভাতিজীকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। কোন ভদ্রঘরের মেয়ে এখানে থাকতে পারে?'

মি. ওয়েস্টার্ন এবারও বোনের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলেন না।

ফুফুর ভাড়া করা বাসা থেকে, টমের চিঠির জবাব কায়দা করে পাঠিয়ে দিল সোফিয়া। ঝাড়া তিনটি ঘণ্টা চিঠিখানা পড়ল আর

তাতে চুমো খেল টম। কেননা, সোফিয়া লিখেছে ও অন্য কাউকে বিয়ে করবে না। অবশ্য ফুফুকে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, টমের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবে না কিংবা কথাও বলবে না।

ব্লিফিল লন্ডন এসে পৌঁছলে, মি. ওয়েস্টার্ন ওকে নিয়ে সোজা মেয়ের কাছে হাজির হয়ে গেলেন। অবাক কাণ্ড, মেয়ের ফুফু হবু পাত্রের সঙ্গে শীতল ব্যবহার করলেন। সময়টা নাকি কারও বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার জন্যে ভদ্রোচিত নয়। 'বিকেলে এসো,' সাফ জানিয়ে দিলেন মহিলা।

ঘটনা অন্যখানে। ব্লিফিলকে তিনি ভিন্ন কারণে দেরি করাতে চান। লেডি বেলাস্টনের সঙ্গে দেখা করে লর্ড ফেলামার সম্পর্কে কিছু তথ্য বাগানোর ইচ্ছে তাঁর। যতটুকু যা শুনেছেন তাতে লর্ডকে যথেষ্ট সুপাত্র মনে হয়েছে ফুফুর।

লেডি বেলাস্টনের সোফিয়াকে অপছন্দ করার এখন যথেষ্ট কারণ রয়েছে, ফলে মিসেস ওয়েস্টার্নকে একটা গোপন কথা জানিয়ে দিলেন তিনি।

'শুনলে আপনার হাসি পাবে,' বললেন তিনি। 'ওই জোনস ছোকরা আমাকে প্রেম নিবেদন করেছে। এই দেখুন, চিঠিও দিয়েছে একটা।' বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো চিঠিখানা এগিয়ে দিলেন তিনি।

'অদ্ভুত তো,' বললেন মিসেস ওয়েস্টার্ন। 'ওর সাথে কি করেছিলে তুমি?'

'যা-ই করি, ওকে বিয়ে করতে যাচ্ছি না।' সহাস্যে বললেন লেডি বেলাস্টন। 'ন্যাড়া ক'বার বেলতলায় যায়? চিঠিটা রাখতে

পারেন, যদি কাজে লাগে।'

মিসেস ওয়েস্টার্ন বিদায় নিলে, লর্ড ফেলামারকে স্বাগত জানালেন লেডি বেলাস্টন। ভদ্রলোক সোফিয়াকে পাওয়ার জন্যে এখনও মরিয়া। তাঁর দূতকে কিরকম নাকাল করেছেন মি. ওয়েস্টার্ন করুণ মুখে জানালেন লেডি বেলাস্টনকে।

শুনে ভদ্রমহিলার সে কী হাসি।

'গ্রামের মানুষ তো,' সান্ত্বনা দিয়ে বললেন। 'একটু গোঁয়ার প্রকৃতির। তাকে নিয়ে অত চিন্তার কিছু নেই। মিসেস ওয়েস্টার্ন ভাইকে ঠিক ম্যানেজ করে ফেলবেন। সমস্যা হতে পারে ওই জারজ ছোঁড়াটাকে নিয়ে।'

'চিন্তার কথা,' বললেন লর্ড।

'কোনভাবে পথের কাঁটা দূর করা যায় না?' কুবুদ্ধি বাতলে দিলেন মহিলা। 'ওকে যদি কিডন্যাপ করা হয়? কিংবা যদি সাগরে পাঠানো যায়? ও কোথায় থাকে শুনবেন?'

•

একুশ

ভাগ্য সত্যি সত্যি মন্দ আমাদের নায়ক প্রবরের। অপ্রত্যাশিত এক আমন্ত্রণ পেয়েছে সে মিসেস ফিটজপ্যাট্রিকের তরফ থেকে।

বৃত্তান্ত কি?

হ্যারিয়েট আজকাল নিজেকে বিপদমুক্ত মনে করছে, তার স্বামী যেহেতু তাকে খুঁজতে বাথে চলে গেছে। কিন্তু তার জানা নেই মিসেস ওয়েস্টার্নকে যখন সে চিঠি লিখে সোফিয়ার খোঁজ দেয়, তখন তিনিও বসে থাকেননি। মি. ফিটজপ্যাট্রিকের কাছে তার স্ত্রীর ঠিকানা ফাঁস করে দিয়েছেন।

ব্যাপারটা কাকতালীয়, টম যখন হ্যারিয়েটের বাসায় দেখা করতে গেছে, ঠিক সে সময়টিতে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটল মি. ফিটজপ্যাট্রিকের। ঈর্ষায় কাতর ভদ্রলোকটির ধারণা হলো, টম তাঁর স্ত্রীর গোপন প্রেমিক—অভিসার করতে এসেছে। আর রক্ষে আছে? টমের মাথায় বেমক্কা এক ঘা বসিয়ে দিয়ে, একটানে তরোয়াল খাপমুক্ত করলেন তিনি।

হতবুদ্ধি টম সামলে ওঠামাত্র তার তরোয়ালটা টেনে বের করল। আধাআধি গেঁথে দিল ওটা প্রতিপক্ষের দেহে। এবার ফিটজপ্যাট্রিকের চমকিত হওয়ার পালা। 'মরে গেলাম,' আর্তনাদ ছাড়লেন তিনি।

কোত্থেকে হঠাৎ এক দঙ্গল মারমুখো লোক তেড়ে এল টমকে চেপে ধরতে। এরা লর্ড ফেলামারের সাঙ্গোপাঙ্গ, টমকে অপহরণ করার জন্যে তক্কে তক্কে ছিল।

'ওকে আর সাগরে যেতে হচ্ছে না,' সহাস্যে বলল একজন। 'এই লোক মারা পড়লে জেলের ঘানি টানতে যেতে হবে।'

বেশ একচোট হাস্য-কৌতুক চলল টমকে নিয়ে, ডাক্তার আর পুলিস যতক্ষণ না এসে পৌঁছল। গ্রেপ্তার করা হলো টমকে।

ডাক্তারের মুখে জানা গেল, ফিটজপ্যাট্রিকের অবস্থা গুরুতর।

পারট্রিজ পরদিন জেলখানায় টমের সঙ্গে দেখা করতে এল। ফিটজপ্যাট্রিক মারা গেছে, খবরটা দিল। আরও দিল ব্ল্যাক জর্জের হাত হয়ে ওর হাতে-পৌঁছনো সোফিয়ার একখানা চিঠি। ওতে লেখা:

'লেডি বেলাস্টনকে লেখা তোমার একটা চিঠি আমার ফুফু আমাকে দেখিয়েছেন। তোমার নাম জীবনে আর শুনতে চাই না আমি। এস. ডব্লিউ।'

জনসমক্ষে ফাঁসিতে লটকাতে যাচ্ছে কি আমাদের মহান নায়ক? পাঠকদের মধ্যে যাঁরা এ জাতীয় দৃশ্য উপভোগ করতে আগ্রহী, তাঁরা শীঘ্রি আগাম টিকেট বুক করে ফেলুন। দেরি করলে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। আমি কথা দিচ্ছি, অস্বাভাবিক কোন উপায়ে নায়ককে রক্ষা করব না—তাকে নিজ গুণে, স্বাভাবিক উপায়ে বিপদ কাটিয়ে উঠতে হবে। আর তা যদি সে না পারে তবে ফাঁসিতে লটকে পড়ুক—আমি এর মধ্যে নেই। পাঠক, এটুকু বিশ্বাস রাখুন, আমি অলৌকিক কোন ঘটনার অবতারণা করব না।

চলুন, আমরা এখন মিসেস মিলারের বাড়িতে একবার ঢুঁ মেরে আসি। দেখা করি মি. অলওয়ার্দি ও তাঁর ভাগ্নে ব্লিফিলের সঙ্গে। মিসেস মিলার যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন, যদি টমের প্রতি মি. অলওয়ার্দির বিরূপ মনোভাবের পরিবর্তন হয়। বিপদগ্রস্ত পরিবারটিকে টম অর্থ সাহায্য দিয়েছে, নানাভাবে বারবার বললেন সে কথা।

'আপনার প্রতি ওর অগাধ শ্রদ্ধা, স্যার,' বললেন। 'সব সময় শুধু আপনার প্রশংসা করে।'

'শুনে অবাক হলাম, ম্যাডাম,' বললেন মি. অলওয়ার্দি। 'কিন্তু আপনি আসলে ওর চরিত্রের অন্য রূপটা দেখেননি।'

'এটুকু জানি, ছেলেটার অনেক শত্রু আছে,' বললেন মহিলা। 'তারা ওর নামে মিথ্যে অপবাদ রটায়।'

ব্লিফিল এসময় মহা উত্তেজিত হয়ে বাইরে থেকে ফিরে এল।

'মামা, কথাটা নিজের মুখে বলতে হচ্ছে বলে ভীষণ খারাপ লাগছে,' ভূমিকা করে বলল সে। 'শুনে এলাম মি. জোনস নাকি এক লোককে খুন করেছে!'

আঁতকে উঠলেন অলওয়ার্দি। 'এখন?' পরক্ষণে আক্রমণ করলেন মিসেস মিলারকে।

'এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন ব্যাপার আছে,' সাফাই গাইলেন মহিলা। 'মি. জোনসের মত ভালমানুষ এমন কাজ করতেই পারে না। এ বাড়িতে যারাই এসেছে তারা সবাই তাকে ভালবেসেছে।'

দরজায় জোরাল টোকার শব্দে ছেদ পড়ল ওঁদের কথোপকথনে। আগন্তুক মি. ওয়েস্টার্ন। 'ঝামেলার অন্ত নেই,' ঘরে ঢুকে গর্জালেন তিনি। 'এতদিন এক জারজ ছোকরার ভয়ে তটস্থ ছিলাম, আর এখন এসে জুটেছে কোথাকার এক বদমাশ জমিদার। কিন্তু ভদ্রলোকের এক কথা—এই ব্যাটার কাছেও মেয়ের বিয়ে দেব না আমি!'

মি. ওয়েস্টার্নের কথার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে বেশ খানিকক্ষণ লেগে গেল মি. অলওয়ার্দির। লেডি বেলাস্টন আর মিসেস

ওয়েস্টার্ন নাকি এই জমিদারপ্রবরটির হয়ে বিস্তর ওকালতি করছেন।

পরিস্থিতি বুঝে ওঠা মাত্র মি. অলওয়ার্দি সাফ জানিয়ে দিলেন, সোফিয়াকে চাপ দিয়ে ব্লিফিলের সঙ্গে বিয়েতে রাজি করানোটা ঠিক হবে না। ও যদি জমিদারটির ঘরনী হতে চায়, তবে কোন বাধা তো দেবেনই না, বরঞ্চ তার সুখ কামনা করে অন্তর থেকে আশীর্বাদ করবেন তিনি।

'ও ব্লিফিলকেই বিয়ে করবে,' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন মি. ওয়েস্টার্ন। 'এর তিনটে কারণ। প্রথম কারণ, ও আমার সন্তান। দ্বিতীয় কারণ, ওকে আমার কথায় চলতে হবে। আর তিন নম্বর কারণ হচ্ছে, আমি কি ওর কাছে কিছু চাইছি? তা তো না, আমি শুধু চাইছি ও সুখী হোক!'

ব্লিফিল এবার মুখ খুলল। 'মি. ওয়েস্টার্ন ওই জমিদারের চাইতে আমাকে বেশি পছন্দ করছেন—এটা তাঁর মহত্ত্ব,' বলল ও। 'কিন্তু আমি জোর করে কাউকে পেতে চাই না। তবে মি. জোনস খুনের দায়ে জেলে গেছে, একথাটা শোনার পর ওর মত হয়তো পাল্টালেও পাল্টাতে পারে।'

'কি?' হুঙ্কার ছাড়লেন মি. ওয়েস্টার্ন। 'খুন! ও খুনী? কবে লটকানো হচ্ছে ওকে? ওহ, এর চাইতে ভাল খবর আমার জীবনে আর শুনিনি। তাইরে নাইরে নাইরে না—' গান গেয়ে এক চোট নেচে নিলেন তিনি।

বেশ কিছু বিপদের বন্ধু টমের সঙ্গে কারাগারে দেখা করতে এল।

পারট্রিজ তাদের একজন মি. ফিটজপ্যাট্রিক এখনও জ্যান্ত আছেন, এ সুখবরটা তার মুখ থেকেই জানা গেল।

নাইটিঙ্গেল এল মিসেস মিলারকে সঙ্গে নিয়ে।

'লোকটা যদি মরেও যায়,' বন্ধুকে আশ্বস্ত করতে চাইল নাইটিঙ্গেল। 'তাও তোমার ফাঁসি হবে না। কেননা, ব্যাপারটা নিছক দুর্ঘটনা। তাছাড়া, ও-ই প্রথমে আক্রমণ করেছিল।'

'তা ঠিক,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে টম। 'কিন্তু কারও মৃত্যুর জন্যে আমি দায়ী হতে চাই না। এছাড়াও আরেকটা ব্যাপারে আমার মন খুব খারাপ।'

'আরে, সব ঠিক হয়ে যাবে,' সান্ত্বনা দিলেন মিসেস মিলার। সোফিয়ার পাঠানো চিঠিটার কথা তিনি পারট্রিজের মুখে শুনেছেন। 'নো চিন্তা ডু ফুর্তি। এটুকু জেনো, মি. ব্লিফিলের কোন সম্ভাবনাই নেই।'

টম সদাশয়া মহিলাটিকে অনুরোধ করল, একখানা চিঠি সোফিয়াকে পৌঁছে দেয়ার জন্যে। তা তিনি দিলেন, এবং সে রাতে অশ্রু ঝরল সোফিয়ার বালিশে।

বাইশ

আসুন পাঠক, আমরা টমের কাছে ফেরার আগে সোফিয়াকে

আরেক নজর দেখে যাই। ওর ফুফু কিছুতেই বুঝতে পারছেন না, লর্ড ফেলামারকে বিয়ে করতে ভাতিজীর আপত্তিটা কোথায়। জমিদার ভদ্রলোককে বিয়ে করলে তাঁদের গোটা পরিবারটাই তো সম্মানিত হবে।

'স্বামীর বংশ পরিচয়ের দরকার নেই বলতে চাস্?' ফুফু প্রশ্ন করলেন।

সোফিয়ার সত্যি প্রয়োজন নেই। 'লোকটার ব্যবহার খুব অভদ্র,' ব্যাখ্যা করল ও। 'তোমাকে বলতে বাধছে আমার। কিন্তু তোমার জানা থাকা দরকার ও কেমন জাতের মানুষ। আমাকে জোর করে চেপে ধরে বুকে এমন এক চুমো দিয়েছে যে এখনও দাগ যায়নি।'

'বলিস কি!' ফুফু রীতিমত হতভম্ব।

'সত্যি বলছি, ম্যাডাম,' বলে সোফিয়া। 'ভাগ্যিস বাবা ঠিক সময়মত এসে পড়েছিল।'

'তাজ্জব কথা,' ফুফু রেগে কাঁই। 'এতবড় স্পর্ধা! প্রেমিক তো আমারও কম ছিল না, কিন্তু তাদের কারও সাহস হয়নি গাল ছাড়া অন্য কোথাও চুমো খায়। আমি ওদেরকে বেশিদূর বাড়তেই দেইনি।'

'আমিও যদি এ লোকটাকে বাড়তে না দিই তা হলে ভাল হয় না, ফুফুমণি?'

মিসেস ওয়েস্টার্ন কি আর করেন, লর্ড ফেলামারের প্রতি খানিকটা শীতল আচরণ করতে সম্মতি দিলেন ভাতিজীকে।

'লোকটাকে এবার বুঝিয়ে দেব,' ভাবল সোফিয়া, 'আমার পিছে লেগে কোন লাভ নেই।' কিন্তু ভাগ্য বিরূপ হলে যা হয় আরকি, টমের চিঠিটার কথা সোফিয়ার মেইড লাগিয়ে দিল ফুফুর কাছে।

আর যায় কোথায়, চিল চিৎকার ছাড়লেন ফুফু: 'মিস ওয়েস্টার্ন! শুনলাম তুমি নাকি একটা খুনীর চিঠি হাত পেতে নিয়েছ! ছি ছি ছি! আর না, কাল সকালেই তোমার বাবার হাতে তোমাকে তুলে দেব।'

এর পরের বার নাইটিঙ্গেল যখন দেখা করতে গেল টমের সঙ্গে, তখন কিছু দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে গেল।

'শুনতে পেলাম,' বলল ও, 'যে দলটা তোমাকে ফিটজপ্যাট্রিকের সঙ্গে মারামারি করতে দেখেছে, তারা নাকি জজের সামনে সাক্ষী দেবে, তুমি ওকে আগে আঘাত করেছ।'

'মিথ্যে বলে কি লাভ ওদের?' হতাশ কণ্ঠে শুধাল টম।

মিসেস মিলার এসময় এসে পৌঁছলেন। তিনি টমের চিঠিটার জবাব আনতে গিয়ে নাকি জেনেছেন, সোফিয়া চলে গেছে।

'আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না,' হাহাকার টমের কণ্ঠে। 'আমার মরে যাওয়াই ভাল আমি মরলে তবে যদি বদনামটা ঘোচে।'

এক পাহারাদার এসময় একটা খবর নিয়ে এল। এক ভদ্রমহিলা দেখা করতে চান টমের সঙ্গে। টমের বন্ধুরা বিদায় নিলে ভদ্রমহিলাটিকে ভেতরে পাঠানো হলো।

টম অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করল ভদ্রমহিলাটি মিসেস ওয়াটার্স!

পাঠকদের হয়তো মনে আছে, মিসেস ওয়াটার্স আপটনের সরাই ত্যাগ করে, মি. ফিটজপ্যাট্রিক ও তাঁর বন্ধুর সঙ্গে রওনা হয়ে যায় ক্যারিজে চেপে। বাথে যায় সে সঙ্গীদের সহযোগিতায়। মিসেস ফিটজপ্যাট্রিক যেহেতু পালিয়েছে, মি. ফিটজপ্যাট্রিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে 'পরখ' করার সুযোগ পান মিসেস ওয়াটার্সকে। ঘনিষ্ঠতার একপর্যায়ে মহিলাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে চান তিনি। মিসেস ওয়াটার্স সানন্দে রাজি হয়ে যায়, এবং তাঁর সাথে বাসও করে বাথে।

মি. ফিটজপ্যাট্রিক কিছুদিন পর তাকে নিয়ে লন্ডন আসেন। কি উদ্দেশ্যে সেটি অবশ্য ঘুণাক্ষরেও জানত না মহিলা। এমনকি লন্ডনে কি ঘটিয়েছেন তিনি তাও জানা ছিল না মিসেস ওয়াটার্সের। অবশেষে খানিকটা সেরে উঠতে টমের সাথে লড়াইয়ের কথা ওকে জানান ভদ্রলোক। এখন মহিলা টমের জন্যে বিশেষ সুখবর নিয়ে হাজির হয়েছে কারাগারে।

'শুনলে বিশ্বাস করবে কিনা জানি না,' বলল সে। 'মি. ফিটজপ্যাট্রিক আদালতের সামনে স্বীকার করতে রাজি হয়েছে, সে-ই প্রথম তোমার ওপর আঘাত হানে।'

চমকে যাওয়ার মত খবরটা খুশি করে তুলল টমকে। এরপর আপটনের সরাইখানায় ঘটে যাওয়া অম্ল-মধুর কাণ্ড-কারখানা নিয়ে খুব খানিক হাসাহাসি করল দু'জনে।

মিসেস ওয়াটার্স বিদায় হওয়ার পরপরই ফ্যাকাসে মুখ করে পারট্রিজ এসে হাজির। পাশের কামরায় ছিল এতক্ষণ, সব শুনেছে।

'ওহ, স্যার,' বলল সে। 'আপটনে কি এই মহিলাকে নিয়ে রাত কাটিয়েছেন আপনি? তাকে নিয়ে কি সত্যি সত্যি বিছানায় গেছেন? ওহ, স্যার, খোদার কাছে হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চান। এই মহিলা তো জেনি জোনস। আপনি বিছানায় গেছেন আপনার গর্ভধারিণীর সাথে।' ঘটনাচক্রে, সরাইখানায় পারট্রিজের একবারও দেখা হয়নি মিসেস ওয়াটার্সের সঙ্গে।

মাথায় বাজ পড়ল যেন টমের। পরস্পরের দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইল ওরা। তারপর সংবিৎ ফিরতে টম চেঁচিয়ে উঠল, 'দৌড় দিন। ফিরিয়ে নিয়ে আসুন তাকে।' সঙ্গে সঙ্গে গেল পারট্রিজ, কিন্তু পেল না মিসেস ওয়াটার্সকে।

এর ক'ঘণ্টা বাদে একখানা চিরকুট পাঠাল মহিলা। ওতে লিখেছে, এইমাত্র সে জানতে পেরেছে টমের আসল পরিচয়, এবং শীঘ্রি কিছু জরুরী খবর জানাতে ওর সঙ্গে দেখা করতে আসবে।

মি. অলওয়ার্দির কাছে এখন অনাহূত সাক্ষাৎপ্রার্থীদের আসার পালা। এদের প্রথমজন হলো পারট্রিজ।

'তুমি বড় আজব মানুষ হে,' সাবেক স্কুলশিক্ষকটির উদ্দেশে বললেন অলওয়ার্দি। 'তা নাহলে কেউ নিজের ছেলের চাকর খাটে?'

'আমি ওর চাকর নই, স্যার,' সাফ জানিয়ে দিল পারট্রিজ। 'আর ও আমার ছেলে, আপনার এ ধারণাটিও ঠিক নয়। শুধু তাই না, কায়মনোবাক্যে এ-ও প্রার্থনা করি, ওর মা-ও যেন ওর আসল মা না হয়।' এবার সবিস্তারে জানাল ও পুরো কাহিনী।

পারট্রিজের চাইতে কম চমকালেন না মি. অলওয়ার্দি। হঠাৎ এসময় মিসেস ওয়াটার্স হন্তদন্ত হয়ে ঘরে এসে ঢুকল।

'এই যে, স্যার, মি. জোনসের মা জেনি জোনস। ওর মুখ থেকেই শুনুন টম যে আমার সন্তান নয়।'

'উনি ঠিকই বলেছেন,' বলল জেনি ওরফে মিসেস ওয়াটার্স। 'আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, স্যার, আপনাকে আমি কথা দিয়েছিলাম একদিন না একদিন বাচ্চাটার বাবার নাম জানাব। এখন সময় এসেছে, তবে একটু একা কথা বলার দরকার যে—'

পারট্রিজ ইঙ্গিতটা বুঝল। সে কামরা ত্যাগ করলে মুখ খুলল জেনি।

'স্যার,' বলল সে। 'একটা সময় সামার্স নামে এক যুবক আপনার বাড়িতে থাকত মনে আছে নিশ্চয়ই। ছাত্র ছিল সে, অল্প বয়সে মারা যায়। সুদর্শন, ভদ্র ছেলে।'

'মনে আছে,' বললেন মি. অলওয়ার্দি। 'সে-ই কি তোমার সন্তানের বাবা নাকি?'

'সন্তানের বাবা ঠিকই, তবে আমি ওই সন্তানের মা নই।'

'মিথ্যে কথা বলবে না কিন্তু,' শাসালেন মি. অলওয়ার্দি।

'বাচ্চাটার জন্মের সময় সাহায্য করি আমি,' বলল জেনি। 'আপনার বিছানায় তাকে শুইয়েও রাখি, কিন্তু বাচ্চাটা জন্মেছিল আপনার বোনের পেটে।'

'আমার বোন মানে? ব্রিজেটের কথা বলছ? এ কিভাবে সম্ভব?'

'অধৈর্য হবেন না, স্যার। ওঁর দুঃখের কাহিনী আপনাকে বলব বলেই এসেছি।'

মি. অলওয়ার্দি শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, তাঁর বোন সামার্সকে ভালবাসত। তারা বিয়ের জন্যেও তৈরি ছিল, কিন্তু বাদ সাধে যুবকটির অকালমৃত্যু। ব্রিজেট তখন জেনি জোনসের সাহায্য কামনা করে, গোপনে যাতে বাচ্চার জন্ম দিতে পারে। ব্রিজেটের মুখের দিকে চেয়ে বাচ্চার মাতৃত্ব স্বীকার করে নেয় জেনি।

'কিন্তু ও মরার আগে এসব কথা বলে যায়নি কেন?'

'আমাকে সব সময় বলতেন আপনাকে একদিন সত্যি কথাটা বলবেন। হয়তো বলার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। তাছাড়া আপনি তো এমনিতেই ওঁর বাচ্চাকে ভালবাসতেন।'

'ওর উকিলের সঙ্গে কথা বলতে হচ্ছে,' বললেন মি. অলওয়ার্দি।

মি. ডাউলিং তখন লন্ডনেই ছিলেন, ব্লিফিলকে কিছু বিষয়ে আইনী পরামর্শ দেয়ার জন্যে। মি. অলওয়ার্দি তাঁকে ডেকে পাঠালেন। জেনি, অর্থাৎ মিসেস ওয়াটার্স উপস্থিত থাকতে থাকতেই হাজির হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। মিসেস ওয়াটার্স ওঁকে দেখে বিস্মিত হলেও মুখ বন্ধ রাখল।

'মি. ডাউলিং,' বললেন মি. অলওয়ার্দি। 'আমি এইমাত্র জানতে পারলাম টম জোনস আমার আপন ভাগ্নে।'

'আমি আগেই জানতাম, স্যার।'

'তাহলে এতদিন বলেননি কেন?'

'আমার ধারণা ছিল আপনি বিষয়টা গোপন রাখতে চান।'

'আমি তো জানতামই না, গোপন রাখব কি?'

'কেন, স্যার, আপনার বোন যে রাতে মারা যান সে রাতে

একটা চিঠি আনিনি আমি? ওটা পড়লেই তো সব জানতে পারার কথা। মি. ব্লিফিলের কাছে চিঠিটা দিয়েছিলাম তো, পাননি?'

'হায় খোদা,' কণ্ঠে হতাশা ঝরালেন মি. অলওয়ার্দি। 'চোখেও দেখিনি।'

মিসেস ওয়াটার্স এবার আলোচনায় নাক গলাল। 'কিন্তু এই ভদ্রলোক সব জেনেশুনেও কেন মি. জোনসকে ফাঁসিতে ঝুলাতে চাইছেন তা বুঝলাম না, স্যার। আপনার জানা নেই, স্যার, ইনি ফিটজপ্যাট্রিকের সঙ্গে দেখা করে তাকে ঘুষ সেধেছেন। সে যাতে বলে টম জোনসই তাকে আগে মেরেছে।'

'জানতাম না তো,' বললেন মি. অলওয়ার্দি। 'কথাটা কি সত্যি?'

'সত্যি, স্যার,' বললেন মি. ডাউলিং। 'মি. ব্লিফিল আমাকে ঘুষের প্রস্তাব দিয়ে ওঁর কাছে পাঠান। আর ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের সমর্থন আদায়ের জন্যেও ঘুষ দিতে চেয়েছেন উনি।'

'তাজ্জব কথা-বার্তা!' বললেন মি. অলওয়ার্দি। 'ব্লিফিলকে খবর দিন। আর বলবেন যেন মায়ের লেখা চিঠিটা সঙ্গে করে নিয়ে আসে। আমি ফিরে এসে কথা বলব ওর সাথে।'

তেইশ

মি. অলওয়ার্দি মি. ওয়েস্টার্নের ওখানে গিয়ে সোফিয়ার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। খানিক নীরবতার পর কথা বলতে শুরু করলেন তিনি।

'আমি দুঃখিত, মিস্ ওয়েস্টার্ন, আমার পরিবারের কারণে তোমাকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। আর সেজন্যে আমি নিজেকেই দায়ী ভাবছি। ব্লিফিলের সঙ্গে তোমার বিয়ের ব্যাপারে কথা-বার্তা যখন হয়, তখন ওর সম্পর্কে অনেক কিছুই অজানা ছিল আমার। এখন আমি সব জেনেশুনে তোমাকে মুক্তি দিতে এসেছি। ওকে তোমার বিয়ে করতে হবে না।'

কথাগুলো শুনে কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল সোফিয়ার অন্তর।

'আমার আরেকটা প্রস্তাব আছে,' কথার খেই ধরলেন তিনি। 'আমার এক তরুণ আত্মীয় আছে··· ভাল ছেলে। ব্লিফিলকে যে সম্পত্তি দেব ভেবেছিলাম তা এখন ওই ছেলেটিকেই দেব ঠিক করেছি। তোমার আপত্তি না থাকলে তাকে এখানে একবার পাঠাতে চাই।'

সোফিয়া এক মিনিট নীরব থেকে বলল, 'আমি আপাতত ওসব কথা ভাবছি না, স্যার, এখন সোজা বাবার সঙ্গে সমারসেটে ফিরে যেতে চাই।'

'তাহলে তো আমার আত্মীয়র কপালে আরও দুঃখ আছে দেখতে পাচ্ছি।'

মৃদু হাসল সোফিয়া। 'সে আমাকে চেনে যে দুঃখ পাবে?'

'চেনে না মানে,' সোৎসাহে বললেন মি. অলওয়ার্দি। 'ও আমার আপন ভাগ্নে, মি. জোনস।'

'কি বলছেন এসব?' বিস্ময় বাঁধ মানে না সোফিয়ার।

'ঠিকই বলছি, ম্যাডাম। ও আমার বোনের ছেলে। আমি ওর ওপর অনেক অন্যায় করেছি। তুমি সাহায্য না করলে ওর এই ক্ষতি আমার একার পক্ষে পুষিয়ে দেয়া সম্ভব হবে না। তুমি একবার দেখা করবে ওর সাথে? আমি জানি ও দুধে ধোয়া নয়, কিন্তু ওর মধ্যে অনেক ভাল গুণ আছে। স্বামী হিসেবে ও খারাপ হবে না দেখে নিয়ো।'

সে মুহূর্তে, মি. ওয়েস্টার্ন এসে ওদের সঙ্গে জুটলেন। হাতে একখানা চিঠি দোলাচ্ছেন তিনি। লেডি বেলাস্টন এই চিঠিটা পাঠিয়েছে, বললেন। 'বলেছে জোনস খুনেটা নাকি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। আমাকে বলেছে মেয়েকে আবার তালা মেরে রাখতে। ঘরে বিয়ের যুগ্যি মেয়ে থাকলে মানুষের যে কতরকমের সমস্যা!'

'মি. ওয়েস্টার্ন,' বললেন মি. অলওয়ার্দি। 'আপনি দয়া করে একবার যাবেন আমার সাথে?'

*

বুঝতেই পারছেন, মামা-ভাগ্নের মিলন কতখানি আবেগঘন হতে পারে। পায়ের কাছে লুটিয়ে-পড়া টম জোনসকে মি. অলওয়ার্দি টেনে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। 'বাছারে, তোকে না বুঝে কত কষ্টই না দিয়েছি। আমার জন্যে কত দুর্ভোগই না পোহাতে হয়েছে তোকে।'

'আপনার কোন দোষ নেই, মামা। ওই শাস্তি আমার প্রাপ্য ছিল,' মোলায়েম স্বরে বলল টম।

মি. অলওয়ার্দি এবার ব্লিফিল সম্পর্কে যা যা জানেন সব বললেন টমকে। কথা দিলেন, টমকে সুখী করতে সম্ভব সব কিছুই করবেন।

'আপনার কাছে আমার যে ঋণ তা কোনদিন শোধ হবে না, মামা,' বলল টম। 'কিন্তু একটা দুঃখের কথা আপনাকে না বলে পারছি না। যাকে মন দিয়েছিলাম তাকে আমি জীবন থেকে হারিয়ে ফেলেছি।'

ওদের কথোপকথন বাধা পেল মি. ওয়েস্টার্ন এসে পড়তে। সোফিয়ার মুখে সব শুনেছেন, ফলে টমকে এখুনি দেখা চাই তাঁর।

'তোমাকে দেখে খুব খুশি লাগছে, বন্ধু,' গাঁক-গাঁক করে বললেন। 'এসো, অতীতের সব কথা ভুলে যাই আমরা। পরস্পরকে ক্ষমা করে দিই। চলো, এখুনি তোমাকে সোফিয়ার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

টম ফিটফাট হয়ে নিচ্ছে প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে যাবে বলে, পারট্রিজের বত্রিশ পাটি দাঁত বেরিয়ে পড়ল।

'কি, আমি বলিনি, স্যার,' হাসি ধরে না তার। 'আপনার সঙ্গে লেগে থাকলেই আমার উন্নতি? আমার আর ভবিষ্যতের চিন্তা থাকল না।'

খুশি মনে মাথা নাড়ল টম।

মামার সঙ্গে মি. ওয়েস্টার্নের বাসায় গেল টম। সত্যি দারুণ সুদর্শন দেখাচ্ছে ওকে। সোফিয়াও ভারী যত্ন নিয়ে টমের জন্যে সাজিয়েছে নিজেকে।

সবাই মিলে একসাথে বসে চা পান করল ওরা, তারপর একা হওয়ার সুযোগ পেল প্রেমিক যুগল।

অবাক কাণ্ড কি জানেন, মুখোমুখি হওয়ার পর হঠাৎ করেই যেন বোবা বনে গেল ওরা, আর কথা খুঁজে পাচ্ছে না। মুখে তালা এঁটে পুতুলের মত বসে রইল। অথচ কত কথাই না জমে আছে দু'জনের বুকে।

টম অবশেষে মুখ খুলতে বাধ্য হলো। 'সোফিয়া, তুমি তো আমার সম্পর্কে সবই জেনেছ। আমি কি তোমার ক্ষমা পেতে পারি?'

'আগে নিজেকে ক্ষমা করো, মি. জোনস,' জবাবে বলল সোফিয়া।

'আমি আর বিপথে পা বাড়াব না—কি, কথাটা বিশ্বাস করলে তো?'

'তোমার কথায় বিশ্বাস কি? তুমি তো আবারও বিশ্বাসঘাতকতা করবে।'

টম ওর হাত ধরে টেনে আয়নার কাছে নিয়ে গেল।

'এই অপূর্ব সুন্দর মুখ, এই নিখুঁত দেহ, এই মায়াময় চোখ, আর চোখের তারায় ফুটে ওঠা মনের শুদ্ধতা একটু মন দিয়ে লক্ষ করে দেখো। এখানেই আমার বিশ্বস্ততার প্রমাণ পেয়ে যাবে। যার স্ত্রীর মধ্যে এতসব গুণ আছে সে কি কখনও অন্যের দিকে তাকাতে পারে?'

সোফিয়া রীতিমত আলোড়িত। 'সত্যি বলছ?'

'সত্যি, সত্যি, সত্যি। এখন বলো, জান, বিয়েটা কবে হচ্ছে? আমার তো আর ধৈর্যে কুলাচ্ছে না।'

'হয়তো একটা বছর অপেক্ষা করতে হবে,' মিষ্টি করে বলল সোফিয়া। টম ওকে আলিঙ্গন করে অদ্ভুত এক ভাবাবেগের সঙ্গে চুমো খেল। এমন আশ্চর্য অনুভূতি ওর জীবনে এই প্রথম।

ওয়েস্টার্ন এসময় হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢুকলেন।

'মিয়া-বিবি যখন রাজি তখন আর দেরি কিসের? বিয়েটা কালই হয়ে যাক না।' শিকারীসুলভ গলায় তর্জন ছাড়লেন ভদ্রলোক।

'না, না,' সোফিয়া প্রতিবাদ করে। 'পরে—পরে, এত তাড়াহুড়োর কি আছে?'

'পরে আবার কি,' বাজখাঁই গলায় খেঁকিয়ে উঠলেন মি. ওয়েস্টার্ন। 'কালই হবে। তুই বাপের কথার অবাধ্য হতে চাস?'

'বেশ, তুমি যখন চাইছ তবে তাই হোক।' সোফিয়া অগত্যা বাধ্য মেয়ের মত বলল।

'মি. অলওয়ার্দি,' হেঁকে বললেন মি. ওয়েস্টার্ন। 'কোথায়

গেলেন? সুখবর আছে, কাল জমজমাট বিয়ে খাচ্ছি আমরা।'

*

তো, পাঠক, সব ভাল যার শেষ ভাল। আমাদের নায়ক, নায়িকা, তাদের মুরুব্বী ও বন্ধু-বান্ধবরা সবাই খুশি। মি. ওয়েস্টার্ন যখন দুটি ফুটফুটে নাতি-নাতনীর নানা হলেন, তখন তাঁর আনন্দের সীমা-পরিসীমা রইল না। ভদ্রলোক দুনিয়াসুদ্ধ লোককে বলে বেড়াতে লাগলেন, ইংল্যান্ডের সমস্ত শিকারী কুকুরের গানের চাইতে, ওদের কচি কণ্ঠের কলধ্বনি নাকি অনেক বেশি মধুর লাগে তাঁর কানে।

***

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, সম্প্রতি গুদাম স্থানান্তরের সময় বেশ কিছু দুর্লভ বই আমরা খুঁজে পেয়েছি। এই বইগুলোর দাম একেবারেই কম। দেড়-দুশো পৃষ্ঠার বই, দাম হয়তো ৬, ৮, ১০ বা ১২ টাকা। বইগুলির কোন কোনটায় সামান্য খুঁত আছে, তবে বেশির ভাগই মোটামুটি ভাল। এসব বই পাঠকের কাছে বিক্রির জন্যে ৪০% কমিশন নির্ধারিত হয়েছে। অর্থাৎ ১২ টাকার একটি বই আপনি পাবেন ৭ টাকা ২০ পয়সায়, এবং ৬ টাকার বই মাত্র ৩ টাকা ৬০ পয়সায়। যাঁরা এক খণ্ডের দুষ্প্রাপ্য রানা, ওয়েস্টার্ন, তিন গোয়েন্দা, ক্লাসিক, টারজান, জুল ভার্ন, অনুবাদ, উপন্যাস ইত্যাদি বই সংগ্রহ করতে আগ্রহী, তাঁরা আজই সেবা প্রকাশনীর হেড অফিস ২৪/৪ সেগুনবাগিচায়, অথবা আমাদের শো-রুম ৩৬/১০ ও ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকায় যোগাযোগ করুন। পাঠকদের বাছাই করে কেনার সুবিধার্থে এসব বই আমরা হেড অফিসে বিশেষ ভাবে সাজিয়ে রেখেছি। শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল ৮-০০টা থেকে বিকেল ৪-০০টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

যাঁরা ঢাকার বাইরে থেকে বই নিতে চান বলে চিঠি লিখছেন:

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আপনারা বইয়ের নাম উল্লেখ করুন এবং যে টাকার বই নেবেন তা মানি অর্ডার যোগে সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০-এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। আপনার পছন্দের বই আমাদের কাছে থাকলে পাঠিয়ে দেব। আপনারা জানেন, কোন-কোনও বইয়ে কিছুটা খুঁত রয়েছে, নিজে দেখে কিনতে পারলে সবচাইতে ভাল হত। কিন্তু তা যখন সম্ভব হচ্ছে না, আপনাদেরকে আস্থা রাখতে হবে আমাদের ওপর। যেসব বই আপনাদেরকে পাঠানো হবে, ধরে নেবেন তার চাইতে ভাল অবস্থায় সে বইটি আমাদের কাছে নেই। কোন কোন বইতে চিপ্পি (সর্বশেষ মূল্য সংযোজিত কাগজ) সাঁটা রয়েছে। জানবেন, এসব অনেক বছর আগেকার লাগানো, এখনকার নয়। ধন্যবাদ।

আলোচনা

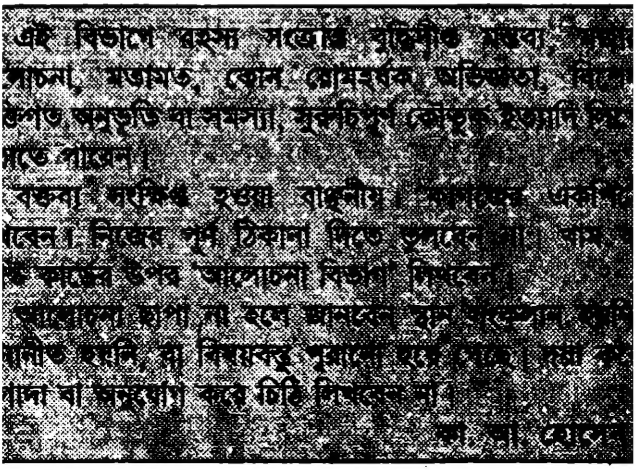

সানজিদুল আনাম (ইমন)
কালীবাড়ি রোড, ভোলা থানা, ভোলা।

আমরা দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ। সচরাচর আপনাদের সব বই আম
পৌঁছায় না। হররের এক আধখানা যাও বা পৌঁছায় তাও চে
ক নিঃশেষ হয়ে যায়। অনেক সময় শেষ কপি নিয়ে টানাহেঁচড়া
যায়। কিছুক্ষণ আগে বন্ধুদের কাছ থেকে কেড়ে আনা 'ডাইনীর
পড়লাম। সত্যিই বইটি অপূর্ব। যদিও দেরিতে পাওয়ায় কুইজের
নো সম্ভব হয়নি।

যাই হোক, আমার বন্ধুদের পক্ষ থেকে আমার অনুরোধ, হরর ক্ল
ইকে নিয়ে আমাদের দ্বীপাঞ্চল ভোলায় বেড়াতে আসুন। এখানে অ
ণ জাগানো কাহিনী আছে। বলা যায় না, একটা লোম দাঁড়
নীতে হরর ক্লাব জড়িয়েও যেতে পারে।

আমার পছন্দের কথা জানিয়ে চিঠি শেষ করছি। আমার সবচেয়ে

লেগেছে 'পাশের বাড়ির ভূত' ও 'অতৃপ্ত প্রেতাত্মা'।

* তোমাদের কাড়াকাড়ি করে হরর পড়ার কথা শুনে খুব ভাল লাগল। ...নিশ্চয়ই, একটা সুযোগ পেলেই টিপু ভাই ওদেরকে ভোলার লঞ্চে তুলে দেবেন। শুনেছি ভোলায় তুলনাহীন প্রাকৃতিক দৃশ্য আছে।

এ. এস. এম: সালেহ্

সায়হাম নগর, নোয়াপাড়া, হবিগঞ্জ।

আজই আপনার 'অগ্নিবাণ' বইটি ডাকযোগে পেলাম। পেয়েই পড়ে ফেললাম। বইটি হাতে পেয়ে দারুণ আনন্দিত হয়েছিলাম, পড়ার পর সেই আনন্দ শতগুণ বেড়ে গেল। সবচেয়ে মজা পেয়েছি সোকোট্রা দ্বীপের এক্সপ্লোশনের বর্ণনা পড়ে। বইটিকে মনে হয়েছে কমান্ডো-থ্রিলার। সাম্প্রতিক বইগুলোয় মাসুদ রানার সঙ্গে কোনও নায়িকা পাচ্ছি না। আশা করি আগামী বইগুলোতে এই অভাব দূর করবেন।

* চেষ্টা করব।

তানিয়া

রাজশাহী।

'ছদ্মবেশী গোয়েন্দা'র আলোচনা বিভাগে দেখলাম, আবার নাবিলার চিঠি ছাপানো হয়েছে। ওটা ভাল করে পড়ে দেখলাম। কিন্তু, নাবিলা, তুমি কি এটা ভেবে দেখেছ–কিশোরও জিনার উপর অধিকার ফলানোর চেষ্টা করে। জিনা তো মাঝে মাঝে করে, কিন্তু কিশোর সবসময় জিনার উপর অধিকার ফলায়। সেটাকে আমি মোটেও গুরুত্ব দিই না, কারণ একটা ছেলে বা মেয়ের তার বন্ধুর ওপর দাবী আছে, অধিকার সে ফলাতেই পারে।

তুমি আর একটি কথা বলেছ, হয়তো বোঝাতে চেয়েছ যে কোন মেয়ে কিশোরকে ভালবাসলে তুমি তাকে পছন্দ করবে না। এটা তোমার কেমন হিংসুটে কথা? আমার তো ধারণা, প্রত্যেকটি মেয়ে যারা তিন গোয়েন্দা সিরিজ পড়ে তারা সবাই কিশোরকে ভালবাসে। তাহলে কি তুমি কোনও মেয়েকেই পছন্দ করবে না? তুমি হয়তো কিশোর ও জিনার মত দুই কিশোর-কিশোরীর মধ্যে অন্যরকম সম্পর্কের কথা ভাবছ, কিন্তু ওরা তো কেবলই বন্ধু–কথাটা তুমি মনে রেখো।

* তোমার নববর্ষের শুভেচ্ছা-কার্ডটি পৌঁছে দিলাম রকিবদাকে।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোন কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সকল সিরিজ বা যে-কোন একটি সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ১৬ পৃষ্ঠার মূল্য তালিকার জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

১৯-৩-'০১ জন্মশত্রু (মাসুদ রানা) কাজী আনোয়ার হোসেন
বিষয়: বিশ্ব রাজনীতিতে ভয়ঙ্কর তোলপাড় ঘটাতে চলেছে মোসাদ, জল্লাদ ইউরি দানও প্রস্তুত। ঘটনাচক্রে রানার সাথে টক্কর লেগে গেল ম্যানিয়াকটার। একসময় প্যাকেটের ভেতর একটা লাশ পেল রানা, সঙ্গে একটা চিরকুটও আছে। তাতে লেখা: ভয় পেয়ো না ওটা বোমা নয়। কি করবে এখন রানা? নীরবে দেখে যাবে হত্যাযজ্ঞ? না ঠেকাতে চেষ্টা করবে? ঠেকানো সম্ভব ইউরি দানকে?

১৯-৩-'০১ লাভ অ্যাট আর্মস (কি. ক্লাসিক) রাফায়েল সাবাতিনি /কাজী আনোয়ার হোসেন
বিষয়: দুর্ধর্ষ সিজার বর্জিয়া দখল করে নিচ্ছে একের পর এক দুর্বল রাজ্য। তার ভয়ে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছে দুই ডিউক—জিয়ান ও গুইডোব্যাল্ডো। স্থির হলো গুইডোব্যাল্ডোর ভাইঝিকে বিয়ে করবে জিয়ান। কিন্তু এদিকে ভাইঝিটি মন দিয়ে বসেছে অজানা, অচেনা এক নাইটকে! এখন উপায়?

আরও আসছে

২২-৩-০১ টেরির দানো	(কিশোর চিলার)	রকিব হাসান
২৭-৩-০১ রহস্যপত্রিকা	(১৭ বর্ষ ৬ সংখ্যা)	মার্চ-এপ্রিল, ২০০১

অনুবাদ

হেনরি ফিল্ডিঙের

টম জোনস

রূপান্তর: কাজী শাহনূর হোসেন

পালক পুত্র টম জোনসকে ভারি ভালবাসেন মি. অলওয়ার্দি। টমও তাঁকে সাঙ্ঘাতিক শ্রদ্ধা করে। কিন্তু মুশকিল হলো, একটা না একটা ঝামেলা সব সময় বাধিয়েই রাখে টম। তার দুরন্তপনায় লোকে অতিষ্ঠ। ভাগ্নে ব্লিফিলের প্ররোচনায় মি. অলওয়ার্দি একদিন বাড়ি থেকে বের করে দিলেন টমকে। অকূল পাথারে পড়ল টম। কারণ, ইতোমধ্যে সে প্রতিবেশীর কন্যা সোফিয়া ওয়েস্টার্নকে ভালবেসে ফেলেছে। কিন্তু ওর মত এক কপর্দকহীন যুবকের কাছে কিছুতেই মেয়ের বিয়ে দেবেন না সোফিয়ার বাবা। তিনি মেয়ের বিয়ে দিতে চান মি. অলওয়ার্দির ভাগ্নে ব্লিফিলের সঙ্গে। কিন্তু এ বিয়েতে সোফিয়ার বিন্দুমাত্র মত নেই। কি করে ঠেকাবে সে ব্লিফিলকে? টমের সাথে তার মিলন ঘটবে কি? ঘটলে কিভাবে? হেনরি ফিল্ডিং আড়াইশো বছর আগে এই হাস্যরসাত্মক উপন্যাসটি লিখে মাত করে দিয়েছিলেন পাঠকদের। সে যুগেও প্রথম ন'মাসে এর বিক্রি ছাড়িয়ে গিয়েছিল দশ হাজার কপি।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০